দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

জীবনী আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

হযরত খাব্বাব(রা:) এর জীবনী..... ৬

শহিদ হামদী আল বান্না রহঃ এর জীবন কাহিনী..... ১০

জিহাদী কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: এক

হাসান বসরী (১১০হি.) রহ.....১৫

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দুই

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. (১৬২হি.).....১৯

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: তিন

আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. (১৫১হি.) ২৩

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: চার-পাঁচ ২৮

তারিক মেহান্নার জবানবন্দীতে তার "সন্ত্রাসী" হয়ে ওঠার গল্প..... ৩১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ছয়

আলী ইবনু বাক্কার (২০৭হি.).....৪১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: সাত

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩হি.) ৪৩

আপনি জানেন কি খাইরুদ্দিন বারবারোসা কে?..... ৪৮

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: আট

ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.) ৫৯

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: নয়

আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)..... ৬৬

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দশ

ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.) ৭০

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১১, ১২, ১৩

ইবনু সীরিন, ইবরাহীম নাখায়ী, ইমাম নাসায়ী ৭২
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৪
আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.) ৭৫
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৫, ১৬
আলী ইবনু খাশরাম+শাকিক ইবনু সালামা..... ৭৮
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৮
আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.) ৮০
খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী- পর্ব-১..... ৮১
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্নাইপার একজন মুজাহিদ ৮৪
খোরাসানের পথে হিজরত করা এক পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-২ ৯২
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৮
আমর ইবনু মারযুক্ব আলবাসরী রহ. (২২৪হি.) ৯৫
খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৩.....৯৭
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৯
হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (১৩২ হি.)..... ১০০
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২০
আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫হি.).....১০১
বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সতর্কীকরণ.....১০২
খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৪..... ১০৬
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২১
বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.).....১১০

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২২
মানসূর ইবনুল মু'তামির রহ. (১৩৩ হি.)..... ১১৭
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৩
ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.) ১২০
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৪
শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.) .. ১২২
জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৫
উয়াইস আলকারানি ১২৪

হযরত খাব্বাব(রা:) এর জীবনী

হেলাল

Senior Member

০১-০৭-২০১৯

হযরত হযরত খাব্বাব (রাঃ)

১ম অংশ

উম্মু আনমার দাস কেনা-বেচার ব্যবসা করে। তার নিজের জন্যেও একটি দাসের প্রয়োজন। তাগড়া হৃষ্টপুষ্ট একটি দাস চাই তার জন্য। সে নিজে বাজারে গেল। শত দাসের ভেতর একটি দাস তার খুব পছন্দ হলো। দাসটি যেমন জোয়ান তেমনি তাগড়া।

উম্মু আনমার দাসটি কিনে নিয়ে এলো। দাসটির নাম- খাব্বাব। খাব্বাবকে তরবারি তৈরির কলা কৌশল শেখানোর জন্যে উম্মে আনমার তাকে মক্কার এক বিখ্যাত কর্মকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। খুব অল্প দিনের মধ্যেই খাব্বাব ভালো এবং উন্নতমানের তরবারী বানানো শিখে গেলেন। দাস হলেও তিনি ছিলেন ছোটকাল থেকেই দারুণ মেধাবী। সেই সাথে ছিল তার সততা, নিষ্ঠা এবং সাহস। এ সময়ে নবী (সা) মক্কায় গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন। ইসলাম প্রচারের খবর পেয়ে যুবক খাব্বাব অল্পদিনের মধ্যেই চুপি চুপি নবীর (সা) কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই শুরু হলো খাব্বাবের জীবনের আর এক অধ্যায়।

এই অধ্যায়টি ছিল খাব্বাবের জন্যে অগ্নিপরীক্ষার অধ্যায়। জুলূম, নির্যাতন আর অত্যাচারের পরেও ঈমানের পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে টিকে থাকার অধ্যায়। যুবক খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করেছে- এ খবর বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। কথাটি উম্মু আনমারের কানেও গেল। সে তার দলবল নিয়ে কামারশালায় এসে কর্মরত খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছো?

হ্যাঁ।

কামারশালায় কাজ করতে করতে খাব্বাব দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন। কেনা দাসের এই জবাব শুনে আনমারার মাথায় খুন চেপে গেল। সে তার দলবলসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো খাব্বাবের ওপর। বললো, তোর এত বড় সাহস! আমার কেনা দাস হয়ে তুই আমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিস! বলতে বলতে কামারশালার হাতুড়ি এবং লোহার পাত দিয়ে খাব্বাবকে মারতে শুরু করলো। তাদের আঘাতে আঘাতে খাব্বাব রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তার সমস্ত শরীর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

আর একদিনের ঘটনা।

কামারশালায় কাজ করতে করতে খাব্বাব ভাবছিলেন ইসলামের কথা। ভাবছিলেন আল্লাহর কথা। ভাবছিলেন নবীল (সা) কথা। ভাবতে ভাবতে তিনি আনমনা হয়ে যান। নিজের সাথেই নিজে কথা বলেন। একসময়ে কুরাইশদের কিছু লোক তাদের বায়না দেয়া তরবারি নিতে খাব্বাবের দোকানে এলো। তারা দেখলো, খাব্বাব যেন কার সাথে কথা বলছেন।

_____*****_____

২য় অংশ

তারা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের তরবারি কি বানানো হয়েছে?

খাব্বাব যেন তাদের কথা শুনতেই পাননি। বরং হেসে বললেন, তোমরা কি তাঁকে দেখেছো?

তারা ক্ষেপে গেল ভীষণভাবে। বললো কার কথা বলছো?

খাব্বাব খুব শান্তভাবে হেসে বললেন, আমি নবী মুহাম্মদের (সা) কথা বলছি। তিনি এমন একজন মানুষ, যার চারদিক থেকে সত্যের আলো ছিটকে পড়ে। তাঁর চোখে মুখে নূরের চেরাগ। জ্বলতে থাকে জ্বলজ্বল করে। ঠিক নক্ষত্রের মতো। পূর্ণিমার চাঁদের মতো। ভোরের সুর্যের মতো। তিনি আল্লাহর রাসূল। আমাদেরকে

অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার জন্যে আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের সত্যের অগ্রপথিক। সত্য পথের রাহবার। একথা শুনার সাথে সাথে তারা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো খাব্বাবের ওপর।

তাদের নির্মম- নিষ্ঠুর প্রহারে খাব্বাবের শরীর রক্তে ভেসে গেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি এক সময় অচেতন হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে, নবীকে (সা) ভালোবাসার কারণে খাব্বাকে সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন।

নিষ্ঠুর কাফেররা দুপুরে প্রচণ্ড রোদের তাপের মধ্যে খাব্বাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেত মরুভূমির উত্তপ্ত উপত্যকায়। তারপর তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তার শরীরে লোহার বর্ম পরাতো। এভাবে তাঁকে আগুনের মতো উত্তপ্ত উপত্যকায় ফেলে রাখতো সূর্যাস্ত পর্যন্ত। প্রচণ্ড গরমে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে পানি-পানি বলে চিৎকার করতেন খাব্বা।

কাফেরা তাকে একটুও পানি দিত না। বরং বলতো, এবার বল মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তোর মন্তব্য কী?

খাব্বাবের যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে একফালি হাসির রেখা তখনো ভেসে উঠতো। বলতেন, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল। তিনি সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদের মুক্তির বার্তাবাহক। খাব্বাবের জবাব শুনে তারা আবারও তার ওপর নির্যাতন চালাতো।

তারা পাথর গরম করে সেই পাথরের ওপর খাব্বাবকে খালি গায়ে শুইয়ে দিত। তারপর গরম পাথরের ওপর তাঁকে চেপে ধরে রাখতো। গরম পাথরের চাপে খাব্বাবের কাঁধে চর্বি গলে বেয়ে বেয়ে পড়তো। তাঁর পিঠের গোশত উঠে যেত। তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। পিপাসায় কাতরাতেন।

নিষ্ঠুর কাফেরদের যন্ত্রণার মধ্যেও খাব্বাব আল্লাহ এবং তার প্রিয় নবীকে (সা) ডাকতেন। ডাকতে ডাকতে তিনি এক সময় নির্যাতনের নিষ্ঠুরতার কারনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। দিনের পর দিন- এভাবে প্রতিদিন চলতো তাদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার খাব্বাবের ওপর।

আমারার এক অত্যাচারী ভাই ছিল। সে প্রতিদিন খাব্বাবের কামারশালার দোকানে আসতো। এসেই সে কামারশালার হাপর থেকে তুলে নিত গনগনে লোহার পাত। উত্তপ্ত-জ্বলন্ত লোহার পাত নিষ্ঠুর কাফের চেপে ধরতো খাব্বাবের মাথায়। তীব্র যন্ত্রণায় খাব্বাব কাটা কবুতরের মতো কেবলই ছটফট করতেন। এবং ছটফট করতে করতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কাফেররা খাব্বাবের ওপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নির্যাতন করেছে, তা এতই নির্মম- মুখে উচ্চারণ করতে শরীর শিউরে ওঠে। আল্লাহকে ভালোবেসে, নবীকে (সা) ভালোবেসে, সত্য দ্বীনকে ভালোবেসে খাব্বাব শুকনো পাতার দাউ দাউ আগুনের মতো শাস্তি ভোগ করেছেন সারাটি জীবন।

দাস হওয়া সত্ত্বেও, দরিদ্র এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুঃসাহসী খাব্বাব কুরাইশদের অহমিকার বিরুদ্ধে, তাদের মিথ্যার বিরুদ্ধে, তাদের কুসংস্কার এবং বিকৃতির বিরুদ্ধে পর্বতের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের কাছে, মিথ্যার কাছে মাথানত করেননি কখনো কাফেরদের এত শাস্তি এবং নিষ্ঠুরতার পরও খাব্বাব একচুল পরিমাণও সত্যের পথ থেকে কখনো দূরে সরে আসেন নি। তাদের হাজারো অত্যাচারেও এতটুকু ঘাবড়ে যাননি কামারশালার সাহসী পুরুষ- হযরত খাব্বাব।

_____*****_____

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০১৬

শহিদ হামদী আল বান্না রহঃ এর জীবন কাহিনী

asadhasan

Senior Member

০২-০৬-২০১৯

লাল শ্যামল বর্নের সুঠাম যুবক হামদী আল বান্না রহঃ। শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহঃ বলেন তার সংগে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো কাফেলাসহ এক অভিযানে যাওয়ার পথে। বলা হয় আফগানিস্তানের মাটিতে তিনিই প্রথম মিসরী শহিদ। স্বভাবগত ভাবেই তিনি ছিলেন বাকসংযমী। সচারচর তাকে কথা বলতে দেখা যেত না। তবে যখন মুখ খুলতেন মুসলমানের দুঃখ দুর্দশার কথা বুকে থেকে আগ্নেয়গিরির লাভার মত উগরে বের হত। প্রথম সাক্ষাতে তার পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত কারগুজারি জেনেছিলাম খুব মিস্টি ভাষায় কোমল আওয়াজে, স্মিত অতিব্যক্তি সহ। সেদিন কথাগুলো তিনি বলেছিলেন - আমার নাম হামদী আল বান্না। আমি মিসর থেকে এসেছি। পেশায় আমি এক জন প্রকৌশ্লী। মিসর থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য লন্ডনে গিয়েছিলাম । কিন্তু মনের অবস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যেই পরিনর্তন হয়ে গেল। পড়া লেখা অসমাপ্ত রেখেই মিসরে চলে এলাম ধীরে ধীরে আমার চারপাশ, চেনা পরিবেশ অপরিচিত হয়ে উঠতে লাগলো এখন আর আরাম আয়েশ, সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে না। নরম বিছানা, গরম খাবার, মনোরম আবহ কোন কিছুতে স্বস্তি পাইনা। ব্যস সব ফেলে বেরিয়ে পড়লাম শান্তির খোজে, পরম শান্তির চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতের তালাসে। এভাবে চলে আসলাম আফগানিস্তানে। কারন হাদিছে যে জান্নাতী যুবকদের বিবরণ এসেছে - ঘোড়ার লাগাম ধরে উড়ে চলে, মজলুমের ফরিয়াদ শুনে মৃত্যুর তালাসে ''। সেই জান্নাতী যুবক হওয়ার জন্য আফগানিস্তানে উত্তম ক্ষেত্র।

তো এই হল সেই মিসরীয় যুবকের কারগুজারি। আফগানিস্তানে আসার পর থেকে তিনি মুজাহিদদের ঘাটিতে ঘাটিতে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন- কোথায় এখন সব চেয়ে ঝুকিপুর্ন অবিযান চলছে। সবচেয়ে গুত্বতর ও স্পর্শকতর অভিযান গুলোতেই তিনি অংশ নিতেন। এরই ধারবাহিকতায় মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ এর নেতৃত্বে পরিচালিত অত্যন্ত কার্যকারি ভীতসংকুল এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং

আল্লাহর রহমত এই অভিযানে মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করেন। এটা ছিলো শাবান মাসের প্রথম ঘটনা। সেখান থেকে ফিরে আরেটা অভিযানে শরিক হলেন এটাও ছিলো রমজান মাস। শায়েখ বলেন আমার সৌভাগ্য যে আমি, ১ম,২য়,৩য় রমজানে তার সংগে সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে। তখন তিনি মসজিদ নির্মানের কাজে উদ্দেশ্য জমিন সমান করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দেখতাম তিনি নীরবে নিঃশব্দে কাজ করছেন। মুখে কোন কথা নেই, কোন হৈচৈ হুলস্থুল নেই। আত্মানিমগ্ন হয়ে কাজ করছেন। ক্লান্তি-বিরক্তি নেই কোন কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। তার আরেকটি বড় বৈশিস্ট্য ছিলো, সংগী- সাথীর সেবায় নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া। তার অভ্যাস ছিলো সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর খেতে বসা, তিনি দূরে বসে অপেক্ষা করতেন, যখন সবাই দস্তরখান থেকে ফারেগ হতো তখন তিনি দস্তরখান ঝেরে রুটির টুকরা ও ভগ্নাংশগুলো জড়ো করতেন, আর সব কাপের উচ্ছিস্ট চা কাপে জমা করতেন। ব্যস এতটুকু তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আংগুল চেটে খাওয়া, বাসন পরিস্কার করে খাওয়ার খুব এহতেমামের সংগে পালন করতেন। আর সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক রোজার আমল করতেন।

পাচই রমজান সকাল দশটার দিকে ভয়াবহ এক বিমান হামলায় তিনি শাহাদাত লাভ করেন। মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ করে শত্রুদের বোমারু বিমান থেকে বৃস্টির মত গোলা বর্ষন চলছিলো। গোলার আঘাতে বিশাল এক পাথর খন্ড উপর থেকে ধ্বসে সরা সরি তার মাথার উপর এসে পড়ে। সংগে সংগে তার রুহ পরওয়াজ করে চলে যায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে।

আল্লাহ তায়ালা শায়েখ এর মত আমাদেরকে ও শহিদ হওয়ার তাওফিক দান করুন আমিন.....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩০৪

শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক || কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালবাসে

maskor_২

Junior Member

০৫-২৪-২০১৯

"শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক"

কারকুক প্রদেশের কুফরা অঞ্চলে হতদরিদ্র এক ছোট্ট পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বাধা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর পথের দাঈ হিসাবেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন ও হয়েছিলেন, যা আসলে প্রত্যেক দায়ীর ক্ষেত্রেই ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

মানুষ কি ভেবেছে যে, তারা বলবে 'আমরা ঈমান এনেছি। আর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কোন পরীক্ষা ও করা হবে না?(সূরা আনকাবূত, আয়াত-২)

প্রায় এক বছর তিনি জেলের অন্ধকারে কাটিয়েছেন, সে সময় তিনি দশ পারা কোরআন হেফজ করেছেন। জেলের মধ্যেই তিনি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আরো যারা তার সাথে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের প্রতি ইহসান ও কোরবানির অপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন। তাদের একজনের ভাষ্য অনুযায়ী-' যখনই গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙ্গতো, দেখতাম হয় তিনি বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছেন অথবা দাড়িয়ে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করছেন।

জিহাদের প্রতি ছিল তার হৃদয়ের টান তাই তিনি ইরাকের মাটি ছেড়ে এমন কোথাও যাওয়ার সংকল্প গ্রহন করেছিলেন যেখানে জান্নাতের ঘ্রাণে আর তরবারির ঝংকারে তার দিন রাত কেটে যাবে। তিনি ডাক্তারি পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু মন তার পড়ে থাকতো জিহাদের ময়দানে। তবে সাথীদের পীড়াপীড়িতে অবশ্য ডাক্তারী শেষ করেছিলেন। যাতে জিহাদের ময়দানে তা কাজে আসে। একসময় তিনি সব ফেলে জিহাদের ময়দানে চলে এলেন। তিনি যেই দলে ছিলেন, সেই দলের আমীর একদিন ঘোষনা করলেন যে, তাদের হাতে থাকা সকল অর্থ ফুরিয়ে

গেছে। সুতরাং যে কোন একজনকে ঝুকি নিতে হবে। মুজাহিদদের কেন্দ্র থেকে অর্থ আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তো কে প্রস্তুত আছো? কিন্তু কেউই দাড়ালো না, কেননা রাস্তার প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি বাকে মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে। আর কারো কাছেই এমন কোন কাগজ পত্র নেই, যা রাস্তার চেকপোস্ট গুলোতে পুলিশদের রোষানল থেকে তাদের রক্ষা করবে; বরং তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের কাছে পূর্ব পরিচিত, যা তাদেরকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং রাস্তায় বের হওয়া মানেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া। সেই মুহুর্তে তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং সাথীদের রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। আমীরের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তার এই ঘটনা খন্দকযুদ্ধের রাতে হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহুর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য সাহাবাদের থেকে একজনের বের হওয়া কামনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কেউই বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হননি। তো শহীদ ফারুক যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার হৃদয়ে ছিল শহীদী মওতের তামান্না। তার এক সঙ্গী বলেছে - আমি গাড়ীতে তার সাথে ছিলাম। যখন গুরুত্বপূর্ণ কোন চেকপোস্টের কাছে এসে পৌছাতাম, তখনই আমি তাকে জিঙ্গাসা করতাম, ওদেরকে দেখানোর মত আপনার কাছে কি আছে? তিনি বললেন- রাব্বুল আলামিনের উপর ভরসার পাথেয় ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তাই আমরা যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছি। কিন্তু জাগতিক কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি, তাই আমার কাছে শুধু রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানের পাথেয়টুকুই আছে। এ কথাগুলো আমার হৃদয়ের গভীরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমনিতে এই চেকপোস্টে খুব কঠিনভাবে চেক করা হত। কিন্তু সেদিন মুহূর্ত কয়েক অতিক্রম না করতেই দায়িত্বশীল অফিসার সব গাড়ীকে চেক করা ছাড়াই চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলো। তো এটা ছিল মহান আল্লাহ পাকের কালামের বাস্তব প্রমান।

যেমন তিনি বলেছেন - " যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। এবং তাকে তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিজিক দান করেন। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা করতে পারেন। আল্লাহ সকল কিছুর জন্য তাকদীর নির্ধারন করে দিয়েছেন।"

পরবর্তীতে তিনি ইরানে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে পৌছে গেলেন আফগানিস্তানে। যেখানে মুজাহিদ বীর পুরুষরা রক্ত আর সত্যের মাঝে মিশে যায়।

হারাত অঞ্চলে পৌছে তিনি পরবর্তীতে রণাঙ্গনে তার চিকিৎসা কাজে লাগালেন। পরবর্তীতে সেখানেই তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আল্লাহর কি ইচ্ছা! শাহাদাতের জন্য তাকে ময়দানে ছুটে যেতে হয়নি ; বরং শাহাদাত তাকে এসে আলিঙ্গন করেছে তার কর্মস্থলে। এভাবেই তিনি আল্লাহর নিকট পৌছে গেলেন এবং আল্লাহর পথের পথিক সেই মহান দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। যাদের কবর ছড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের সুবিস্তৃত পর্বতভূমির নিচে। আর ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন যে এই জিহাদ আন্তর্জাতিক ইসলামি জিহাদ ; কোন জাতীয়তাবাদী লড়াই নয়। যদিও তাতে কোরবানি ও ইচ্ছার এবং সবর ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সন্তানদের জন্যই থাকবে সর্বোচ্চ স্থান। হে আল্লাহ আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আপনার প্রশংসা সহ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তওবা করছি।

(কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালবাসে পৃ: ২০৯)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৭৬

জিহাদী কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: এক

হাসান বসরী (১১০হি.) রহ.

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-৩০-২০১৯

এক.:হাসান বসরী রহ. (১১০হি.)

বিশিষ্ট তাবিয়ী। অনেক সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাফসীর, হাদিস ও ফিকহে যামানার শ্রেষ্ঠ ইমাম। খলিফায়ে রাশেদ উমার ইবনু আব্দুল আজিজ রহ. এর খেলাফতকালে তিনি বসরার কাযি ছিলেন।

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ।

তার পিতা-মাতা উভয়ই যুদ্ধবন্দী দাস ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরই ঔরসে এ মহামানবের জন্ম দেন। তার মা উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে কাজ করতেন। অনেক সময় তিনি কাজের ব্যস্ততায় শিশু হাসান রহ.কে দুধ পান করাতে পারতেন না। তিনি যখন কাঁদতে থাকতেন, অনেক সময় উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে দুধ পান করাতেন। বলা হয়, সে দুধের বরকতেই এ ইলম ও হিকমতের দৌলত তিনি লাভ করেন। তাছাড়া তার মা তাকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে নিয়ে যেতেন এবং দোয়া চাইতেন। তারা তার জন্য দোয়া করতেন। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দোয়া করেন,

اللهم فقهه في الدين، وحببه إلى الناس. اهـ

“হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সমঝ দান কর এবং মানুষের কাছে তাকে প্রিয় বানিয়ে দাও।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৯/২৯৫

তার যামানায় তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। এমনকি এও বলা হয় যে, তিনি নবীগণের সাদৃশ্য রাখতেন।

তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, শক্তিশালী ও বীরবাহাদুর সুপুরুষ ছিলেন। বীরত্বের জন্য সুখ্যাত ছিলেন। শুরু শুরুতে তিনি জিহাদ নিয়েই পড়ে থাকতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন। তার হাতের কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল- যা খুবই বিরল। উমাইয়া শাসনামলে তিনি খুরাসানে জিহাদ করতেন। তিনি এমনই প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন যে, আমীরুল মুজাহিদিন আলমুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান বসরী রহ.কে সামনের কাতারে রাখতেন।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ গ্রন্থে হিশাম ইবনু হাসসান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭৮),

كان الحسن أشجع أهل زمانه. اهـ

“হাসান রহ. যামানার সর্বশ্রেষ্ট বীর ছিলেন।”

আছমায়ী রহ. এর সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭২),

ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا. قلت: كان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. اهـ

“হাসান বসরীর কব্জির চেয়ে প্রশস্ত কোন কব্জি দেখিনি। তার কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল। আমি বলি- অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন- শারীরিকভাবে তিনি পূর্ণ গড়নবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সুদর্শন ও চক্ষুশীতলকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বীরদের একজন ছিলেন।”

আরো বলেন (৪/৫৭২),

لم يطلب الحديث في صباه، وكان كثير الجهاد، وصار كاتبا لأمير خراسان الربيع بن زياد. وقال سليمان التيمي: كان الحسن يغزو، وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء، ثم جاء الحسن، فكان يفتي. اهـ

"তিনি বাল্যকালে হাদিস অন্বেষণ করেননি। খুব বেশি জিহাদ করতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন। সুলাইমান আততাইমি রহ. বলেন, হাসান রহ. জিহাদ করতেন। তখন বসরার মুফতি ছিলেন, আবুশ শা'ছা জাবির ইবনু যায়দ রহ.। এরপর যখন হাসান রহ. আসলেন, তখন তিনিই ফতোয়া দিতেন।"

ইতিহাসবিদ ফাসাবি রহ. (২৭৭হি.) 'আলমা'রিফাতু ওয়াততারিখ' কিতাবে জা'ফর ইবনু সুলাইমান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

كان الحسن من أشد الناس إذا حضر الناس ... وكان المهلب إذا قاتل المشركين فكان الحسن من الفرسان الذين يقدمون. اهـ

"যুদ্ধ যখন বেঁধে যেতো, তখন হাসান রহ. অতীব জানবাজ ব্যক্তি পরিগণিত হতেন। ... (আমীর) মুহাল্লাব যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান রহ. ঐসকল বীর ঘোড়সওয়ারদের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন, যাদেরকে অগ্রে রাখা হতো।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

سألت محمدا عن شيء من أمر الطعام في الغزو. فقال: سل الحسن فإنه كان يغزو. اهـ

"আমি মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ. এর কাছে যুদ্ধের ময়দানে খাদ্য সংক্রান্ত একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'হাসানকে জিজ্ঞেস কর। কারণ, তিনি জিহাদ করতেন'।"

আবু খালিদ মুহাজির রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৫২),

ذكر لأبي العالية الحسن، فقال: رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اهـ

“আবুল আলিয়া রহ. এর কাছে হাসান রহ. এর আলোচনা উঠল। তিনি বললেন, তিনি এমন একজন মুসলিম ছিলেন, যিনি আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন।”

হাসান বসরী রহ. ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৬১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দুই

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. (১৬২হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-০৩-২০১৯

দুই: ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.)

সাইয়্যিদুয যুহহাদ ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. মূলত খুরাসানের বালখের অধীবাসী ছিলেন। পরে শামে চলে যান এবং সেখানেই রোমানদের বিরুদ্ধে রিবাতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আবু ইসহাক আসসাবিয়ী, মানসূর ইবনুল মু'তামির, মালিক ইবনু দিনার, সুলাইমান আলআ'মাশ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান সাওরি, বাক্বিয়্যাতুবনুল ওয়ালিদ, শাক্বিক্ব আলবালখি প্রমুখ বড় বড় ইমাম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফি দুনিয়ায় ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ.কে নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়ে থাকে। তার নামে বানোয়াট অনেক কিছুই প্রচলিত আছে। তবে আমরা যদি তার বাস্তব ইতিহাস দেখতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, সুফিবাদিরা ইবরাহীম ইবনু আদহামের আদর্শ থেকে কত হাজারো কোটি মাইল দূরেই না অবস্থান করছে। বরং বলতে গেলে ভ্রান্ত সুফিবাদিরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইবরাহীম ইবনু আদহামের মতো যাহেদ ইমামদেরকে ব্যবহার করছে, আর বাস্তব জীবনে তারা এসকল ইমামদের অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণই বিমুখ।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. বালখের এক উচ্চবংশীয় ও ধনাঢ্য রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্যের কোন অভাব তার ছিল না। কিন্তু হালাল রিযিকের অন্বেষণে তিনি শুধু নিজ পরিবারই ত্যাগ করেননি, নিজ জন্মভূমিও ত্যাগ করেছেন।

প্রথমে তিনি ইরাক চলে যান। কিন্তু ইরাক তার কাছে ভাল ঠেকলো না। অনেকে পরামর্শ দিল, শামে চলে যান। সেখানে হালাল রিযিকের সন্ধান পাবেন। তিনি শাম চলে গেলেন। দিনমজুরি করে চলতে লাগলেন। একমাত্র নিজের হাতের হালাল কামাই ছাড়া অন্য কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে, তাতে হারাম নেই। এজন্য তিনি পিতার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এসেছেন। আর রাজা বাদশাদের হাদিয়া তোহফা গ্রহণের তো কোনো প্রশ্নই নেই। কখনো ক্ষেতে কাজ করতেন, কখনো বাগান দেখাশুনার মজুরি নিতেন, কখনও বা অন্য কোন হালাল মজুরি। যখন প্রয়োজন হতো মজুরি করতেন। পারিশ্রমিক যা পেতেন ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনটুকু রেখে বাকিটুকু সাদাকা করে দিতেন। এরপরও আপসোস করতেন আর কাঁদতেন এই ভয়ে যে, আখেরাতের নিয়ামত দুনিয়াতেই ভোগ করে ফেলছেন কি'না।

এই মহামানবের রাত যেমন কাটতো ইবাদতে, দিন কাটতো রিবাতের ময়দানে। এমনকি তার শিষ্যত্ব যারা গ্রহণ করতো, তারাও মুজাহিদ হয়ে যেতো। এমনকি জিহাদ না করার কারণে তিনি জগদ্বিখ্যাত ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস: সুফিয়ান সাওরি রহ.কে-ও তিরস্কার করতেন।

যাহাবি রহ. (৭২৮হি.) খুরাইবি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

جلست إلى إبراهيم بن أدهم، فكأنه عاب على سفيان ترك الغزو، وقال: هذا الأوزاعي يغزو، وهو أسن منه. اهـ

"একবার ইবরাহীম ইবনু আদহামের কাছে বসলাম। মনে হল তিনি জিহাদ তরক করার কারণে সুফিয়ান (সাওরি) কে তিরস্কার করেছেন এবং বলেছেন, এই যে আওযায়ী! তিনি জিহাদ করছেন অথচ তিনি সুফিয়ানের চেয়েও বয়স্ক।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৬৯

এই মর্দে মুজাহিদ মৃত্যুকালে জিহাদপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, আজকালকার জিহাদবিদ্বেষী সুফিমহল যদি একটু বিবেচনা করে দেখতো! **ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,**

وذكروا إنه توفي في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط، وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة مات نحوا من عشرين مرة، وفي كل مرة يجدد الوضوء بعد هذا،

وكان به البطن، فلما كانت غشية الموت قال :أوتروا لي قوسي، فأوتروه فقبض عليه فمات وهو قابض عليه يريد الرمي به إلى العدو رحمه الله وأكرم مثواه. اهـ

"ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, তিনি রোম সাগরের এক দ্বীপে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তারা লিখেছেন, যে রাত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে রাত্রে বিশ বারের মতো ইস্তিনজাখানায় গিয়েছেন। প্রত্যেকবারই ইস্তিনজার পর (নামাযের জন্য) অজু করেছেন। তার পেট খারাপ ছিল। যখন (দেখলেন) মৃত্যুর আখিরি মূর্ছা শুরু হচ্ছে (সাথীদের) বললেন, 'আমার ধনুকে রশি লাগিয়ে দাও'। সাথীরা ধুনুকে রশি লাগিয়ে দিল। তিনি ধনুক হাতে নিলেন। (আকাঙ্খা: দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় হন যেন,) দুশমনদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। এভাবে ধনুক হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন। সম্মানজনক ঠিকানা দান করুন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৫৪

ইবনে আসাকির রহ. (৫৭১হি.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

قال: فدفناه في بعض الجزائر في بلاد الروم. اهـ

"বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা তাকে রোম সাম্রাজ্যের একটি দ্বীপে দাফন করলাম।"- তারিখে দিমাশক ৬/৩৪৯

বর্তমান সুফি দুনিয়াকে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর সীরাতের সাথে তুলনা করলে কত বৈপরীত্বই না দেখতে পাবো:

- তিনি হালাল রিযিকের তালাশে নিজের পিতার রাজত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, ক্ষেত খামারে দিনমজুরি করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল সরকার, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকাংশের অধিকাংশ মাল সুনিশ্চিত হারাম, তাদের পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হালাল হারামের কোন তোয়াক্কা না করে, যা আসে সবই গ্রহণ করে নেন।

- তিনি দুনিয়া খুব সামান্যই গ্রহণ করেছেন। ক্ষুধানিবারণের প্রয়োজনটুকুই শুধু গ্রহণ করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহলের ধন-ঐশ্বর্য্যের কোন শেষ নেই। একেক জন কলাগাছের মতো এমনই ফুলে উঠেছেন, যেন হস্তিপেট না হলে সুফিই

হওয়া যায় না। বরং অবস্থা এমন ধারণ করেছে যে, ধন ভাণ্ডার আর আরাম আয়েশের লোভে এখন যে কেউ নিজেকে সুফি দাবি করে বসছে।

- আল্লাহ তাআলার দ্বীন বুলন্দ করার লক্ষ্যে খুরাসান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের এক নির্জন সমূদ্র-দ্বীপে তিনি রিবাতে চলে গেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল আজ একেতো অপব্যাখ্যা করে শরীয়তের জিহাদের প্রকৃত রূপ বিকৃত করেছেন, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার এই বিধানটিকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বসামর্থ্য দিয়ে জিহাদের বিরোধীতা আর মুজাহিদদের সমালোচনা ও গালিগালাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ আরোপ করে যাচ্ছেন। এরপরও তাদের লজ্জা হয় না যে, নিজেদেরকে ইবরাহীম ইবনু আদহামের অনুসারি দাবি করে?!

শেষে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি,

كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة، وكل عالم لا يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة، وكل من خدم سوى الله فهو والكلب بمنزلة واحدة .اهـ

- "প্রত্যেক সুলতান যে আদেল-ন্যায়পরায়ণ না হবে, সে আর চোর একই কথা।

- প্রত্যেক আলেম যে পরহেযগার না হবে, সে আর হিংস্র বাঘ একই কথা।

- প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সেবক হবে, সে আর কুকুর একই কথা।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৫১

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৯২

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: তিন

আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. (১৫১হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

09-07-2019

হাসান বসরী রহ. ও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুজাহিদ শাগরেদ

আলহামদুলিল্লাহ! এতক্ষণ আমরা তাসাওউফ জগতের প্রথম সারির দু'জন শায়েখ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম, তারা মুজাহিদ ছিলেন। এখন আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে শাগরেদ নিয়ে আলোচনা করবো যারা মুজাহিদ ছিলেন। যাতে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তাসাওউফ দুনিয়ায় যাদের দোহাই দিয়ে চলা হয়, তাদের বড় বড় মাশায়েখগণ নিজেরাই যে শুধু মুজাহিদ ছিলেন তাই নয়, তাদের সোহবতে যারা আসতো তারাও জিহাদি হয়ে যেত। যাতে এও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, বর্তমান তাসাওউফের দাবিদার বহু শায়েখ, যাদের সংস্পর্শে আসলে পুরুষসূলভ গুণটিই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় এবং জিহাদের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়: তারা আর যা কিছুই হোক, অন্তত আইম্মায়ে আহলে সুন্নাহর ত্বরীকার উপর নেই।

হাসান বসরী রহ. এর দু'জন মুজাহিদ শাগরেদ: হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.) ও আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর দু'জন মুজাহিদ শাগরেদ: শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) ও আলী ইবনু বাক্কার আলবাসরী রহ. (২০৭হি.)।

***

তিন: হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.)

তিনি হাসান বসরী রহ. এর প্রথম সারির শাগরেদ। বসরার ইমাম। হাফিজুল হাদিস। নজীর বিহীন তাকওয়া-পরহেযগারির অধিকারী। বুখারি-মুসলিমসহ সুনানে

আরবাআর সকলেই নিজ নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। **যাহাবি রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বলেন (১/১১৭-১১৮):**

ابن عون الإمام شيخ أهل البصرة ...الحافظ

حدث عن: سعيد بن جبيرو أبي و ائل و إبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والشعبي والحسن والقاسم بن محمد وخلق .

وعنه: حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون و أبو عاصم الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وخلق كثير .

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من بن عون. وقال قرة : كنا نعجب من ورع بن سيرين فأنساناه ابن عون. وقال شعبة: ما رأيت مثل أيوب و ابن عون ويونس. وقال هشام بن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون. وقال شعبة: شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره ... وقال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال بكار السيريني: كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما وصحبته دهرا، وكان ... يختم كل أسبوع. اهـ

"ইমাম ইবনু আউন রহ. বসরার শায়েখ। ... হাফিজুল হাদিস।

সাঈদ ইবনু যুবায়ের, আবু ওয়ায়িল, ইব্রাহিম নাখায়ি, আতা, মুজাহিদ, শা'বি, হাসান (বসরী) ও কাসিম ইবনু মুহাম্মাদসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তার থেকে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, ইসামাঈল ইবনু উলাইয়া, ইসহাক আলআযরাক, ইয়াযিদ ইবনু হারুন, আবু আসিম আলআনসারি ও মুসলিম ইবনু ইব্রাহিমসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন, ‘ইরাকে ইবনে আউনের চেয়ে সুন্নাহয় বড় আলেম আর কেউ নেই’। কুররা রহ. বলেন, ‘আমরা ইবনে সিরিনের তাকওয়া-পরহেযগারিতে আশ্চর্যান্বিত হতাম। কিন্তু পরে ইবনে আউন (আপন পরহেযগারির সামনে) ইবনে সিরিনের পরহেযগারির কথা (আমাদেরকে) ভুলিয়েই দিলেন’। ...হিশাম ইবনু হাসসান রহ. বলেন, ‘আমার দু’ চক্ষু ইবনে আউনের মতো ব্যক্তি দ্বিতীয়টি দেখেনি’। ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আমি দেখিনি’। শু’বা রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের সংশয়জনক রিওয়ায়াতও আমাদের কাছে অন্যদের ইয়াকিনের তুলনায় অধিক প্রিয়’।ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, ‘তিনি সকল বিষয়েই নির্ভরযোগ্য’। বাক্কার আসসিরিনি রহ. বলেন, ‘ইবনে আউন একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আমি দীর্ঘ যামানা তার সোহবতে ছিলাম। ... তিনি প্রতি সপ্তাহে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন’।”

এরপর ইমাম যাহাবি রহ. বলেন (১/১১৮):

لابن عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس؛ لأنه كان إماما في العلم رأسا في التأله والعبادة حافظا لأنفاسه. كبير الشأن. مات في رجب سنة إحدى وخمسين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

“ইবনে আউন রহ. এর আশ্চর্য রকমের জালালত ও জনপ্রিয়তা ছিল। কেননা, তিনি ছিলেন ইলমের জগতে ইমাম। ইবাদাত ও আল্লাহমুখীতায় সকলের অগ্রগামী। আপন শ্বাস-প্রশ্বাসেরও হিফাজতকারী ছিলেন। বড় শানদার ব্যক্তি ছিলেন। রজব, ১৫১হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।”

অন্যত্র বলেন,

كان ابن عون عديم النظير في وقته، زهدا، وصلاحا. اهـ

“যুহদ ও বুযুর্গীতে আপন যামানায় ইবনে আউনের সমকক্ষ কেউ ছিল না।”-সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭৫

***

জিহাদের ময়দানে

ইলম ও আমলের ময়দানের এ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি জিহাদের ময়দানেও ছিলেন বাহাদুর। **তার দীর্ঘ দিনের শাগরেদ বাক্কার রহ. বলেন,**

وكان يغزو ويركب الخيل. بارز مرة علجا فقتله. اهـ

"তিনি জিহাদ করতেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। একবার এক মল্লযুদ্ধে এক (রুমান) বাহাদুরকে হত্যা করেছেন।"- তাযকিরাতুল হুফফাজ ১/১১৮

বাক্কার রহ. আরো বলেন,

وكان - فيما حدثني بعض أصحابنا - لابن عون ناقة يغزو عليها، ويحج. اهـ

"ইবনে আউনের একটি উষ্ট্রী ছিল, যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি জিহাদ ও হজ করতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৭০

আরো বলেন,

وكان يغزو على ناقته إلى الشام، فإذا صار إلى الشام، ركب الخيل، وقد بارز روميا، فقتل الرومي. اهـ

"জিহাদে যাওয়ার সময় প্রথমে উষ্ট্রীটিতে চড়ে শাম যেতেন। শামে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তেন। একবার এক রুমান সৈন্যের সাথে মল্লযুদ্ধে নেমেছিলেন। তিনি রুমান সৈন্যটিকে হত্যা করেছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৭০

মল্লযুদ্ধের ঘটনাটি অন্য রেওয়াতে আরো চমৎকারভাবে এসেছে। ইমাম যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৬৮):

محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني مفضل بن لاحق، قال: كنا بأرض الروم، فخرج رومي يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله، ثم دخل في الناس، فجعلت ألوذ به لأعرفه، وعليه المغفر. فوضع المغفر يمسح وجهه، فإذا ابن عون!. اهـ

"মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আলআনসারি বলেন, আমাদের কাছে মুফাজজাল ইবনু লাহিক্ব বর্ণনা করেছেন, 'আমরা একবার রোম সাম্রাজ্যে (জিহাদে) ছিলাম। তখন এক রুমান সৈন্য বেরিয়ে এল। সে মল্লযুদ্ধের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলো। তার ডাকে সাড়া দিয়ে (আমাদের) এক ব্যক্তি বের হলেন। তিনি সৈন্যটিকে হত্যা

করে এসে লোকদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। আমি তাকে চেনার জন্য তার পিছু নিলাম। তার মাথায় তখন শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। তিনি মুখ মুছতে মুছতে শিরস্ত্রাণটি খুললেন। আশ্চর্য! তাকিয়ে দেখি তিনি ইবনে আউন।”

এই ছিল সালাফদের অবস্থা। তারা ইলম ও আমলের ময়দানে যেমন ছিলেন অতুলনীয়, জিহাদের ময়দানেও ছিলেন বীর সেনানি।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১২৮

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: চার-পাঁচ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৫-২০১৯

চার:আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)

বসরার বিশিষ্ট আবেদ ও যাহেদ। হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ। এছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন, আতা ইবনু আবি রাবাহ, সাবিত বুনানি প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি, আবু দাউদ তায়ালিসি, সুফিয়ান সাউরি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ও আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ অনেকে তাকে ছিকাহ তথা হাদিসে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন মাহদির আমলে হিন্দুস্তানে জিহাদ করতে এসে তিনি মারা যান। বিজয়ের পর বাহিনি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন বিশেষ এক রোগ দেখা দেয়। তাতে আক্রান্ত হয়ে রবি রহ. সহ এক হাজার মুজাহিদ মারা যান। তাছাড়া জাহাজ ডুবিতেও অনেকে মারা যান। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহম করুন। তাদেরই কুরবানির উসিলায় আজ আমরা ঈমানদার। **১৬০ হিজরির আলোচনায় ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,**

وفيها افتتح المسلمون وعليهم عبد الملك المسمعي مدينة كبيرة بالهند ... وتُوفي في غزوة الهند في الرجعة بالبحر الربيع بن صبيح البصري صاحب الحسن .اهـ

"আব্দুল মালিক আলমিসমায়ির নেতৃত্বে এ বছর মুসলমানগণ হিন্দুস্তানের বিশাল একটি এলাকা বিজয় করেন। ... এ গাযওয়াতুল হিন্দে সমূদ্রপথে ফেরার সময় হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ রবি ইবনু সাবিহ রহ. মৃত্যুবরণ করেন।"- আলইবার ১/১৭৯

***

পাঁচ: শাকিক আল বালখি রহ. (১৯৪হি.)

ইব্রাহিম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। তাসাউফ জগতে অতি পরিচিত ব্যক্তি। প্রথমে আবু হানিফা রহ. এর সান্যিধ্য গ্রহণ করেন। তার ওফাতের পর যুফার রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়ের কাছ থেকে ইলমে ফিকহ শিখেন। আবু ইউসুফ রহ. থেকেও ফিকহ শিখার সুযোগ হয়েছে।

তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন দুনিয়া বিমুখ যাহেদ ইবাদতগুজার, অন্যদিকে ছিলেন অনন্য সাধারণ মুজাহিদ। **ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,**

وقد جاء عن شقيق مع تألهه وزهده، أنه كان من رؤوس الغزاة. وروى: محمد بن عمران، عن حاتم الأصم، قال: كنا مع شقيق ونحن مصافو العدو الترك، في يوم لا أرى إلا رؤوسا تندر ، وسيوفا تقطع، ورماحا تقصف، فقال لي: كيف ترى نفسك، هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: لا والله. قال: لكني أرى نفسي كذلك .اهـ

“শাকিক রহ. এর ব্যাপারে জানা যায় যে, আবেদ ও যাহেদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান, হাতিম আল আছাম্ম থেকে বর্ণনা করেন, একবার তুর্কি দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাকিকের সাথে আমরা কাতারবন্দী দণ্ডায়মান ছিলাম। সেদিন এমনই এক ভয়াবহ দিন ছিল যে, শুধু দেখছি- দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তরবারি ভেঙে খানখান হচ্ছে। বৃষ্টির মতো তীর-বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নিজেকে কেমন অনুভব করছো? বাসর রাতের মতো মনে হচ্ছে কি’? আমি উত্তর দিলাম, ‘না তো’। তিনি বললেন, তবে আমার কিন্তু এমনই অনুভব হচ্ছে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৭১

এ মর্দে মুজাহিদ অবশেষে ১৯৪ হিজরিতে মা-ওয়ারাউন নাহরে এক যুদ্ধে শহীদ হন।

আব্দুল কাদির আলকুরাশি রহ. (৭৭৫হি.) বলেন,

مات قتيلا شهيدا فى غزوة كولار سنة أربع وتسعين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

“১৯৪ হিজরিতে কুলার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন।”- আলজাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ ২৫৮

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৯৫

তারিক মেহান্নার জবানবন্দীতে তার "সন্ত্রাসী" হয়ে ওঠার গল্প...

[abu ahmad]

Senior Member

০৯-০৩-২০১৯

যদি জিজ্ঞেস করা হয় তারিক মেহান্না মানুষটি কেমন, তাহলে তার পরিচিত জনেরা বলে থাকেন, তিনি বিনয়ী, গুরুগম্ভীর, সহানুভূতিশীল, মহিমান্বিত এবং ডেডিকেটেড একজন মানুষ। কিন্তু আজ, তার যে পরিচয়টা আর সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে তিনি একজন সত্যভাষী মুসলিম। মুসলিম বিশ্বে নব্য ফের'আউন আমেরিকার নিষ্ঠুর আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার "অপরাধে" আজ স্পষ্টবাদী এই মানুষটিকে আজ ১৭ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

নিচের লেখাটি আদালতে তার জবানবন্দী। আমি জানিনা, তারিকের এই অশ্রুভেজা কথাগুলো আমাদের এই "আমিময়" ব্যক্তিপূজারী স্বার্থপর সমাজে কতটুকু স্পন্দন

সৃষ্টি করতে পারে। আমি জানিনা, তারিকের অল্প কথায় চিত্রায়িত এ বিশ্ব চরাচরের নিষ্ঠুর বাস্তবতা আপনাকে থমকে দেবে কিনা। হয়তো, তারিকের কথাগুলোই সত্যি, আজ আপনি না বুঝলেও, একসময় না একসময় বুঝবেন। পাঠকবৃন্দ, আমার অনুরোধ, দিনটি যেন সেইদিন না হয়, যেদিন আমার বা আপনার আফসোস ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঠিক চার বছর আগে এই সময়টাতে আমি আমার একটি স্থানীয় হাসপাতালের কাজ শেষে ফিরে যখন আমার গাড়ির দিকে হেঁটে আসছি ঠিক তখন দুই আমেরিকান এজেন্ট আমার পথরোধ করল। তারা বলল, আমার হাতে দুটো অপশন আছে: একটি সহজ, অপরটি কঠিন। তাদের ভাষায় "সহজ" অপশনটি ছিল যে আমি সরকারের পক্ষে তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করব আর এতে আমাকে কখনও আদালত বা কারাকক্ষের ত্রিসীমানায়ও যেতে হবে না, অন্যদিকে "কঠিন" অপশনটি ছিল এর ঠিক উল্টোটা, আমাকে সারাজীবন কারাগারেই কাটাতে হবে। তো গত চার বছরের অধিকাংশ সময় ধরে আমি এখানে আছি, কারাগারের ছোট একটা কক্ষে। আমাকে এখানে আটকে রাখা, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং সবশেষে আমাকে মৃত্যুদন্ডের দন্ডে দন্ডিতাদেশে অভিযুক্ত করার জন্য FBI এবং এই আইনজীবীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সরকার কর থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে আসছে।

এই মুহূর্ত পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় গোছের অনেক মানুষের কাছ থেকে আমি "আমার কি বলা উচিত" টাইপের পরামর্শ পেয়েছি। অনেকে বলেছেন আমার ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত যাতে করে শাস্তি লঘু হয়, কেননা তা না করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি তা চাই না, আমি যেটা করতে চাই তা হল শুধু নিজের সম্পর্কে অল্প কয়েকটা মিনিটের জন্য কিছু কথা বলা, আর কিছু না। যখন আমি সরকারের বেতনপুষ্ট এজেন্ট সংবাদদাতা হবার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলাম, সরকার আমাকে মুসলিম বিশ্বের সেইসব মুজাহিদীনদের সাহায্য করার "অপরাধে" আটক করল, যারা মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা কর্তৃক দখলদারিত্বের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে, যাদেরকে সচরাচর "আখ্যা দেয়া হয় সন্ত্রাসী" হিসেবে। যদিও আমার জন্ম কোন মুসলিম দেশে ছিল না এবং আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায়, তবুও আজ আমি যেমন তা নিয়ে অনেক মানুষ রীতিমত রাগান্বিত আমার ওপরে! তারা বিশ্বাস করতে পারে না, আমেরিকায় জন্ম নিয়েও আমি কিভাবে এমন অদ্ভূত চিন্তা এবং বিশ্বাসের (মুসলিমদের প্রতি আমার আনুগত্য এবং সাহায্য করার মানসিকতা) অধিকারী হলাম! একটা মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতায় যা দেখে তাই শেখে এবং এটাই তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই, আমি বলব, আজ আমি যা, তার কারণ আমেরিকা নিজে।

আমার বয়স যখন ছয়, তখন আমার কাছে কমিকস বইয়ের সুবিশাল সংগ্রহ ছিল। ব্যাটম্যান দেখে আমার মনে একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার হয়, তা হল এই বিশ্ব চরাচরে কিভাবে কি হয়ে আসছে; এখানে শোষক আছে, আছে শোষিত, এবং তাদের মাঝে আছে এমন কিছু মানুষ যারা নিপীড়িত শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বাস্তবতা আমাকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে আমার পুরো শৈশব জুড়ে আমি যেসব বইয়েই এ ধরণের সামাজিক বাস্তবতার কথা উঠে আসত সেগুলো সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম, যেমন আংকেল টম'স কেবিন, ম্যালকম এক্স এর আত্মজীবনী, "ক্যাচার ইন দ্যা রাই" ইত্যাদি।

আমি যখন হাইস্কুলে সত্যিকারের ইতিহাস ক্লাসগুলো করতে শুরু করলাম, তখন আবিষ্কার করলাম শোষক-শোষিতের এই ঘটনাবলী উপন্যাসের সীমানা পেড়িয়ে আসলে আরো অনেক বেশি বাস্তব। আমি নেটিভ আমেরিকানদের ইতিহাস পড়লাম এবং জানতে পারলাম ঔপনিবেশিক ইউরোপিয়ানদের হাত ধরে তাদের উপর কি দুর্দশা নেমে এসেছিল। আবার এই ইউরোপিয়ানরাই কিভাবে রাজা জর্জ (তৃতীয়) এর হাতে শোষিত হয়েছিল তাও আমি জানতে পারলাম। আমি পল রেভার, টম পেইনদের সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কিভাবে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল, আজকে আমরা যেটাকে আমেরিকান রেভ্যুলেশন ওয়ার হিসেবে উদযাপন করি, তার সম্পর্কেও। আমি জানতে পারলাম হ্যারিয়েট টাবম্যান, ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউনদের গল্প, যাদের নেতৃত্বে এই দেশের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধের কাহিনী। আমি আরো জানলাম ইমা গোল্ডম্যান, ইউজেন ডেবসদের নিয়ে লেবার ইউনিয়নগুলোর সংগ্রাম, জানলাম কর্মজীবি শ্রেণী

এবং ভিন্নমতাবলম্বী হবার "দোষে" দুষ্ট জেলখানার বন্দীদের কাহিনী। আমি রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার কিং দের নাগরিক অধিকার এর জন্য আন্দোলন সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। হো চি মিনহ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে জানলাম কিভাবে ভিয়েতনামবাসীকে যুগ যুগ ধরে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ এর বিরুদ্ধে দাড়াঁতে হয়েছে।

আরো জানা হল নেলসন ম্যান্ডেলা আর তৎকালীন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে। আমার বয়স যখন ছয় তখন থেকেই এই ব্যাপারগুলো শিখতে শুরু করি, এবং যখনই এসব গল্প পড়তাম, সবসময়ই আমি নিজেকে শোষিত মানুষের পাশে কল্পনা করতে দেখেছি। মনের অজান্তে একসময় আমি শোষিতদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সম্মান করতে শুরু করেছি, তারা যে ধর্ম বা জাতিরই ছিল না কেন। আমি আমার ক্লাস নোটগুলোকে কখনই অযত্নে ফেলে দিতাম না। ঠিক এই মুহূর্তে যখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছি, আমার বেডরুমের তাকে সেই ক্লাসনোটগুলো এখনও দিব্যি সাজানো আছে।

এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর মাঝে একজনকে আমি দেখলাম, যেন তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ম্যালকম এক্স, তার অনেক কিছুই আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়েছি তার ভাবনার রুপান্তরে, তার নিজের রুপান্তরে। ম্যালকম এক্সকে নিয়ে নির্মিত স্পাইক লি এর "এক্স" চলচ্চিত্রটা আপনারা দেখেছেন কিনা জানিনা, প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার একটা চলচ্চিত্র, যেখানে দেখা যায় শুরুর দিকটাতে যে ম্যালকম এক্স ছিলেন একজন অশিক্ষিত ক্রিমিন্যাল, শেষের দিকটাতে সেই ম্যালকমই একজন স্বামী, একজন পিতা, গণমানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী একজন বাগ্মী নেতা, একজন নিয়মানুবর্তী মুসলিম যিনি হজ্জ করছেন এবং সবশেষে হলেন একজন শহীদ।

ম্যালকমের জীবন থেকেই আমি শিখেছিলাম ইসলামটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন বিষয় নয়, এটা কোন সংস্কৃতি বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নয়, এটি একটি জীবনব্যবস্থা, এটা মানবমনের এমন এক পরিস্থিতি, যা যেকোন মানুষ যখন খুশি বেছে নিতে পারে, তার অবস্থান যাই হোক না কেন বা যেখানেই সে বেড়ে উঠুক না কেন। এটা দেখে আমি ইসলাম নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে হোচট খেলাম। যদিও আমি তখন কেবল একটা কিশোর, কিন্তু ইসলাম আমার

সামনে সেসব প্রশ্নের উত্তর উন্মোচিত করলো, বড় বড় বিজ্ঞানীরা যার ধার ঘেঁষেও যেতে পারে নি, যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারার ব্যর্থতা অনেক ধনী আর বিখ্যাত মানুষকেও বিষাদ আর আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে, ""কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?", "এই মহাবিশ্বে আমরা কেন, কি করতে এই আমরা বেঁচে আছি?"।" এই যে আমাদের জীবনের এই এত এত কিছু, আমার জীবনে, আমার চারপাশের মানুষগুলোর জীবনে ইসলামের উপলক্ষ, এই পৃথিবীর জন্য ইসলামের কি দেয়ার আছে- তা জানতে গিয়ে আমি কুর'আন এবং রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষাগুলো ঘাটঁতে শুরু করলাম সরাসরিই, খ্রিস্টানিটির মত পুরোহিতবাদ এবং যাজকতন্ত্রের জটিলতা এখানে ছিল না। যতই আমি জানতে লাগলাম ততই আমি ইসলামকে আবিষ্কার করলাম, এ যেন স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান। এমন চমৎকার বোধটি আমার মনে সৃষ্টি হয়েছিল যখন আমি একজন কিশোর, কিন্তু বহু বছর পর আজও, বিগত কয়েক বছরের ক্রমাগত চাপ থাকা সত্ত্বেও আমি যে কারো সামনে এবং আদালতে সবার সামনে সে বোধ নিয়েই একজন গর্বিত মুসলিম হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে পারি।

আমার মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু একসময় নিবদ্ধ হল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের জীবনে কি ঘটে আসছে তার উপর। আমি যেখানেই দেখতাম, সেখানেই দেখতাম বড় বড় পরাশক্তিগুলো আমি যাদের ভালবাসতাম তাদের যেন ধ্বংস করতে তৎপর। আমি দেখেছি আফগানিস্তানের মুসলিমদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করেছে, দেখেছি চেচনিয়ার মুসলিমদের উপর রাশিয়ার অনাচার। আমি দেখলাম লেবাননের মুসলিমদের প্রতি ইসরায়েলের অনাচার এবং যা সে আজও চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে, আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতায়। আমার এও অজানা ছিল না যে আমেরিকা নিজেই মুসলিমদের সাথে কি পরিমাণ অন্যায় করে আসছে। আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কিভাবে ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাক জুড়ে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে মরণব্যাধি ক্যান্সারের উচ্চমাত্রার। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত Sanction এর কারণে ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ঔষধপত্র ইরাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি, যার ফলাফল ছিল ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর হারিয়ে যাওয়া। আমার মনে আছে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম, "৬০ Minutes" প্রোগ্রামে, সেখানে ম্যাডেলিন অলব্রাইটের সাক্ষাৎকারে তিনি

বলেছিলেন, ইরাকের এই মৃত শিশুরা নাকি এমন আচরণ পাবারই উপযুক্ত! আমি দেখলাম কিভাবে কিছু মানুষ এই নির্মম শিশু হত্যার ঘটনায় শান্ত থাকতে না পেরে এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে ১১ সেপ্টেম্বেরে বিল্ডিং উড়িয়ে দিল।

তৎপরবর্তী সময়ে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরুপ আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে বসল। আবিষ্কার করলাম "Shock & Awe" (এক ধরণের আক্রমণাত্মক মিলিটারি tactic) এর পরিণতি, ইরাকের শিশুরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে, তাদের কপালে বিঁধে আছে মিসাইলের তীক্ষ্ণ Shrapnel। না, CNN এ এসবের কিছুই দেখায় নি। মেরিন সেনারা হাদীসা শহরে ২৪ জন ঘুমন্ত মুসলিমকে, তাদের মধ্যে ৭৬ বছর বয়স্ক হুইলচেয়ারে বসা একজন লোকও ছিলেন, আরও ছিল নারী এবং শিশু, গুলি করে হত্যা করে উড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের বিছানাতেই। বোন আবীর-আল-জানাবিকে পাঁচজন আমেরিকার সেনা গণধর্ষণ করেছিল, তারপর হত্যা করেছে তাকে এবং তার পরিবারকে এবং মৃতদেহটাকেও ছেড়ে দেয়নি, পুড়িয়ে দিয়েছিল আগুনে। আমি আপনাদের একটা জিনিষ মনে করিয়ে দিতে চাই, একজন মুসলিম নারী কখনও তার চুল পর্যন্ত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে না, আর কল্পনা করে দেখুন একটিবার, রক্ষণশীল পরিবারের এই ছোট্ট মেয়েটির কাপড় ছিড়ে ফেলা হচ্ছে, পাশবিকভাবে যৌন নির্যাতন করছে, একজন নয়, দুজন নয়, তিন বা চার জনও নয়, পাচ জন সৈনিক মিলে। এই আজও, আমি যখন বসে আছি কারাগারে, পাকিস্তান, সোমালিয়া আর ইয়েমেনে আমেরিকার চলমান ড্রোন হামলার খবর শুনছি। এইতো গত মাসেই, আমরা শুনলাম ১৭ জন আফগান মুসলিমকে, যাদের বেশিরভাগ ছিলেন মা এবং তাদের বাচ্চা, তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এরপর তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এগুলো হয়তো আপনার কাছে পত্রিকার খবর বৈ কিছু নয়, কিন্তু এই আমি, এরই মাঝে শিখেছি, ইসলামের আনুগত্য আর ভাতৃত্বের সংজ্ঞাটুকু, যে প্রতিটা মুসলিম নারী আমার বোন, আর প্রতিটা পুরুষ আমার ভাই, আর এই আমরা একসাথে একটা বিশাল পরিবার যারা একে অপরকে সাহায্য করে যাব। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে আমার ভাইবোনদের উপর এমন নির্বিচার অত্যাচার দেখে চুপ বা "নিষ্ক্রিয়" থাকতে পারি নি, শোষিতের জন্য সম্মান আমার সবসময়ই ছিল, কিন্তু আজ যেন ব্যাপারটা একদমই নিজের, একেবারেই নিজের মানুষগুলোকে রক্ষার জন্য আমার সমবেদনা।

আমি পল রেভারের কথা উল্লেখ করেছি, যখন সে মধ্যরাতে টহল দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছিল স্যাম এডামস আর জন হ্যাংককে (এ দুজন ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের দুজন অগ্রপথিক) গ্রেপ্তার করতে লেক্সিংটনের দিকে আগত ব্রিটিশ সেনাদের ব্যাপারে। এরপর ব্রিটিশ সেনারা অভিমুখী হয় কনকর্ডের দিকে, সেখানে "মিনিটম্যান"দের (মিনিটম্যান হচ্ছে একদল আমেরিকান গেরিলা সশস্ত্রযোদ্ধা) কাছ থেকে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে। কনকর্ডে গিয়ে ব্রিটিশ সেনা মুখোমুখি হয়েছিল সেই সব মিনিটম্যানদের, তারা অস্ত্র হাতেই অপেক্ষা করছিল যুদ্ধের জন্য। ব্রিটিশরা যুদ্ধে পরাজিত হয়, আর এ বিজয়ের হাত ধরে আসে আমেরিকান রেভ্যুলেশন। আমেরিকার মিনিটম্যানরা ব্রিটিশদের সাথে যা করেছিল, তাকে আরবীতে বলা হয় ""জিহাদ"", যা নিয়ে আজ আমি বিচারের সম্মুখীন।

আমার বিরুদ্ধে জঙ্গিদের বক্তব্য এবং ভিডিও অনুবাদ নিয়ে যত ধরণের হাস্যকর অভিযোগ এসেছে, তার পুরোটা প্রকৃতপক্ষে একটা ব্যাপার নিয়েই, তা হল, আমি মনে করি, আজ মুসলিম মুজাহিদীনরা নিজেদের রক্ষা করতে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একই কাজটা করেছিল আমেরিকানরা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। আমার ব্যাপারে আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে বলা যেতে পারে, এটা খুব স্ফটিক-স্বচ্ছ একটা ব্যাপার যে আমি কখনই শপিং মলে আমার বিরুদ্ধে আনীত সে গল্পগাঁথা, "American Killing"এর পরিকল্পনা করি নি, যা আমার বিরুদ্ধে পাতানো হয়েছে। সরকারদলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলোই এমন অভিযোগের বিপরীতে কথা বলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে আমার লেখা ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অভিযোগের পক্ষে কিছুই বের করতে পারেন নি। পরে, আমি যখন মুক্ত হলাম, তখন সরকার আমাকে ছদ্মবেশী চর প্রেরণ দিয়ে একটি "সন্ত্রাস পরিকল্পনা"র সাথে যুক্ত করার মিথ্যে প্রস্তাব পাঠিয়ে সাজানো নাটক তৈরি করে আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু আমি তাতে সাড়া দেই নি। রহস্যজনকভাবে, বিচারকরা সেটা শোনার চেষ্টা করেন নি।

তো যাই হোক, আমার বিরুদ্ধে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তা আমেরিকার নাগরিকদেরকে হত্যা করা নিয়ে নয়। এ বিচার স্রেফ আমেরিকা কর্তৃক নির্বিচারে মুসলিম হত্যার বিরুদ্ধে আমার যে অবস্থান, তা নিয়ে। মুসলিমদেরকে অবশ্যই আমেরিকান হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে, হোক সে হানাদার সোভিয়েত

বা আমেরিকা কিংবা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত- আমি এটাই বিশ্বাস করি, আমি সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করতাম এবং সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করে যাব। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, এটা চরমপন্থা নয়, এটা নিছক আত্মরক্ষা, নিজের ভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। আমি আমার আইনজীবিদের সাথে এই মতের সাথে সহমত পোষণ করি না যখন তারা বলে, "আমার বিশ্বাসের সাথে তোমার একমত হওয়া জরুরি কিছু নয়"। না, অবশ্যই ব্যাপারটি নিজের যেমন খুশি তেমন মনে করার মত কোন বিষয় না। যার সামান্য কান্ডজ্ঞান এবং মানবতাবোধ আছে, আমার সাথে সে এই বিষয়ে একমত না হয়ে পারেই না। কেউ যদি আপনার বাসায় ডাকাতি করতে আসে এবং আপনার পরিবার পরিজনের ক্ষতি সাধন করে, সাধারণ যুক্তিই বলে আপনাকে এখন ডাকাত তাড়ানোর জন্য যা করণীয়, তা করতে হবে। কিন্তু যখন সেই ভূমি হয় "মুসলিম ভূমি" আর আক্রমণকারী বাহিনী হয় আমেরিকান সেনাবাহিনী, তখন নিজ মাতৃভূমিকে রক্ষা করার স্বাভাবিক অধিকারটা যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিজ ভূমি রক্ষার সাধারণ কান্ডজ্ঞান এর নাম তখন পালটে হয়ে যায় "সন্ত্রাসবাদ"; আর যারা নিজ ভূমিকে প্রতিরক্ষা করতে যুদ্ধ করে আকাশ আর সাগর পাড়ি দিয়ে আসা হানাদারদের সাথে, তারা হয়ে যায় "সন্ত্রাসী" এবং তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয় "আমেরিকান হত্যাকারী, খুনী"।

আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে আমেরিকা ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক একই মানসিকতার শিকার আজ মুসলিমরা, আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। যখন সার্জেন্ট বেলস সে নিরীহ আফগানদেরকে হত্যা করেছিলেন তখন কি মিডিয়াতে দেখানো হয়েছিল ? মিডিয়াতে বারবার করে দেখানো হচ্ছিল সার্জেন্ট সাহেবের জীবন, তার উপর ক্রমাগত মানসিক চাপ, তার বন্ধককৃত বাড়ি, তার PTSD – পুরো ব্যাপারটায় তার জন্য এমনভাবে একটা সহানূভূতি তৈরি করা হয়, যেন সে-ই ভিক্টিম ! যাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, তাদের প্রতি তেমন কোন সহানূভূতি দেখানো হয় নি, যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়, আফগানরা তো আর মানুষ নয়! দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই ধরণের মানসিকতা আজ সবার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে, সচেতন কিংবা অসচেতন চিত্তে। এমনকি আমার আইনজীবি যারা ছিলেন, তাদের এই ধরণের বদ্ধ চেতনার বাক্স থেকে বেড়িয়ে এসে "মুসলিমদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে"- এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে দু'বছর সময় লেগেছে এবং শেষ

পর্যন্ত তারা উপর দিয়ে আমার সাথে একমত হয়েছে। দু'বছর ! আমি যখন দেখি এই ধরণের বিচক্ষণ আইনজীবিদের তাদের পুরোন ধ্যান-ধারণা ছেড়ে আত্মরক্ষার মৌলিক অধিকারের এই ব্যাপারটা বুঝতে দু'বছর সময় লেগে যায়, আমি যখন দেখি তারা কোনরকমে কিছু বিচারককে ধরে এনে বলে, "এরা নিরপেক্ষ এবং তোমার সমমনা", তখন আমার ইচ্ছে হয় আমি বলি, "শোন, এই আমেরিকায় আমার সহজ স্বাভাবিক কথাগুলো বুঝতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিচারক নেই"। এরই পরিণামস্বরুপ সরকার আমার বিরুদ্ধে তার মামলা অব্যাহত রেখেছে, সত্যি বলতে কি, এটা এজন্য নয় যে এটা করা তাদের খুব প্রয়োজন, বরং তারা এটা করেছে কারণ তারা এমনটা করার ক্ষমতা রাখে।

ইতিহাসের ক্লাস থেকে আমি আরো একটা জিনিষ শিখেছি, আমেরিকা হল সেই দেশ যারা ঐতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল, এমন সব আচরণ তারা করত যেটা আইনেই নিষিদ্ধ ছিল, পরবর্তীতে তারাই আবার অবাক হয়ে ভাবত, "আরে, আমরা এমন ছিলাম!" দাসত্ব, জিম ক্রো আইন (কালোদের প্রতি একধরণের বৈষম্যমূলক আইন যা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের অন্তরীণ রাখা- এর প্রত্যেকটাই আমেরিকান সমাজ খুব স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত দিয়েছে এবং সুপ্রীম কোর্টও এই বৈষম্যমূলক আইনগুলো লালন করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে আমেরিকা তার চেহারা পরিবর্তন করেছে, মানুষ এবং সরকার এখন অবাক হয়ে ভাবে," আরে, আমরা এমন ছিলাম!" নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধরুন, তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করত, এবং তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তিতে দন্ডিতও করেছিল। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বদলেছে বিশ্বের রুপ, মানুষ জানতে পেরেছে আসলে সরকারই শোষকের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা আরো জেনেছে, ম্যান্ডেলা সন্ত্রাসী ছিল না। ম্যান্ডেলা পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতিও হয়েছিল। তো, পুরো ব্যাপারটা আসলে কোনভাবেই বস্তুনিষ্ঠ নয়, যে যেভাবে চায়, সেভাবেই "সন্ত্রাস" এবং "সন্ত্রাসী"দের সংজ্ঞায়িত করে। এই সংজ্ঞা বদলে যায় কাল,পাত্র ভেদে এবং সে সংজ্ঞা নির্ভর করে সেই কাল ও পাত্রে কোন পরাশক্তি ছিল তার উপরে।

হ্যাঁ, আপনার চোখে আমি আজ একজন সন্ত্রাসী। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা কমলা রঙের কারা পোষাকে, আর আমি এই পোষাকেই সারাটি জীবন কাটিয়ে

দেব, এটাই আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে, বদলে যাবে এর মানুষগুলো, তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কি প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কিভাবে হাজার হাজার মুসলিমদের হত্যা করেছিল, পঙ্গু করেছিল আমেরিকান সেনাবাহিনী, আর তারপরেও তাদেরকে নয়, কিভাবে কিভাবে যেন কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই, "হত্যার ষড়যন্ত্রে", কারণ আমি সমর্থন করেছিলাম সেইসব মুজাহিদীনদের, যারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তাদের মানুষগুলোকে রক্ষা করতে। তারা একদিন দেখবে, আমাকে "সন্ত্রাসী" সাজাতে সরকার কিভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, এরপরেও আমরা যদি বোন আবীর আল জানাবিকে মৃত থেকে জীবিত করতে পারতাম, যখন তাকে গণধর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হত, "বল তো সন্ত্রাসী কারা?", আমি নিশ্চিত সন্ত্রাসী হিসেবে সে আমাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করত না।

সরকার বলছে সহিংস কর্মকান্ডে আমার মন নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে, আমেরিকান হত্যার চিন্তা নাকি আমায় আবিষ্ট করে রেখেছে। একজন মুসলিম হিসেবে এতটা শ্লেষাত্মক মিথ্যা, না, আমি কল্পনাও করতে পারি না।

১২ এপ্রিল, ২০১২

সংগ্রহীত

'যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ' -শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৮৯

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ছয়

আলী ইবনু বাক্কার (২০৭হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২৭-২০১৯

ছয়: আলী ইবনু বাক্কার আবুল হাসান আল বাসরী রহ. (২০৭হি.)

আলী ইবনু বাক্কার

রিবাত-ই শান তার

পাহারায় পাহাড়

রণাঙ্গণে বারবার

জিহাদই প্রাণ তার

আবু নুআইম ইস্পাহানি রহ. (৪৩০হি.) 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে (৯/৩১৭) তার আলোচনা এভাবেই শুরু করেছেন।[১]

তিনিও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। বিশিষ্ট যাহেদ। ময়দানের বীর সেনানী। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,

الإمام، الرباني، العابد، أبو الحسن البصري، الزاهد، نزيل المصيصة، ومريد إبراهيم بن أدهم ... قال يوسف بن مسلم: بكى علي بن بكار حتى عمي، وكان قد أثرت الدموع في خديه. قلت: وكان فارسا، مرابطا، مجاهدا، كثير الغزو، فروي

[1] المرابط الصبار المجاهد الكرار علي بن بكار- رحمه الله تعالى. سكن المصيصة مرابطا، صحب إبراهيم بن أدهم و أبا إسحاق الفزاري. اهـ

عنه أنه قال: و اقعنا العدو، فانهزم المسلمون، وقصر بي فرسي، فقلت: إنا لله و إنا إليه راجعون. فقال الفرس: نعم، إنا لله و إنا إليه راجعون، حيث تتكل على فلانة في علفي، فضمنت أن لا يليه غيري. اهـ

"আবুল হাসান আলবাসরী। ইমামে রব্বানী। আবেদ। যাহেদ। (রিবাতের জন্য) মিসসিসিয়্যাতে এসে বসবাস করেন। ইবরাহীম ইবনু আদহামের মুরীদ। ... ইউসুফ ইবনু মুসলিম বলেন, 'আলী ইবনু বাক্কার রহ. এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের পানিতে উভয় গালে দাগ পড়ে গিয়েছিল'।

আমি বলি (অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন), তিনি বিশিষ্ট ঘোড়সওয়ারও ছিলেন। মুরাবিত ও মুজাহিদ ছিলেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। তার থেকে একটি (আশ্চর্য) ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমরা শত্রুর উপর হামলা করলাম। কিন্তু মুসলিম বাহিনি পশ্চাদপসরণ করল। আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারছিল না। আমি বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! তখন ঘোড়াও বলে উঠল, হ্যাঁ; এখন তো ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- ই পড়তে হবে। আমার দানা-পানির দায়িত্ব যখন অমুক মহিলার হাতে সোপর্দ করে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন, তখন তো এমনটাই হবে। তখন থেকে ঠিক করলাম, এ দায়িত্ব আমি নিজেই পালন করবো, অন্য কারো হাতে ছাড়বো না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/২৩৪

***

প্রিয় পাঠক! যেহেতু একজন সুফি সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের প্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাই প্রথমে বিখ্যাত কয়েকজন যাহেদের আলোচনা আনলাম। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের আলোচনা আনবো।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৭৮

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: সাত

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-০৫-২০১৯

সাত: কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.)

তিনি ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ- সকলের শাগরেদ। ইমাম মালেক থেকে মুআত্তা রিওআয়াত করেছেন। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহর কাছে ফিকহ শিখেছেন। **'আল আসাদিয়া'** কিতাবের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। আবু ইউসুফ রহ. উস্তাদ হয়েও তার থেকে মুআত্তা মালেক রিওয়াত করেছেন।

তিনি বংশীয়ভাবে খুরাসানের নিশাপুরের মানুষ। তবে তার পিতার সাথে আফ্রিকার মাগরিবে কায়রাওয়ান শহরে চলে যান। তার পিতা সেনাবাহিনির উচ্চ পদস্থ সৈনিক ছিলেন। ইলম তলবের জন্য তিনি আবার মাশরিকে আসেন। মদীনায় ইমাম মালেক রহ. এর কাছে হাদিস পড়েন। ইরাকে গিয়ে আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর কাছে ফিকহ শিখেন। ইরাকে থাকাবস্থায়ই ইমাম মালেক রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

ইরাকে আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব শিখে তিনি মিশরে চলে যান। সেখানে ইমাম মালেক রহ. এর বড় বড় দু'জন শাগরেদ বিদ্যমান ছিলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ও আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম। প্রথমে তিনি ইবনু ওয়াহাব রহ. এর কাছে গিয়ে আবু হানিফা রহ. এর মাসআলাসমূহ পেশ করেন। আবেদন করেন, এর বিপরীতে প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেকের কি অভিমত তা তুলে ধরতে। কিন্তু ইবনু ওয়াহাব রহ. হিম্মত করেননি। তিনি ইবনুল কাসিম রহ. এর কাছে চলে যান। ইবনুল কাসিম রহ. প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেক রহ. এর অভিমত তুলে

ধরেন। যেখানে ইমাম মালেকের স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই, সেখানে তার অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে সমাধান কি হতে পারে তা বলে দেন। আসাদ রহ. এসব মাসআলা সংকলন করে মাগরিবে চলে যান। তার সংকলিত এ কিতাবগুলো **'আল আসাদিয়া'** নামে প্রসিদ্ধ।

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قال سلمان بن عمران: ... بسبب أسد ظهر العلم بإفريقية. قال غيره. كان أسد أعلم العر اقيين بالقيروان كافة. ومذهبه السنة لا يعرف غيرها. اهـ

"সালমান ইবনু ইমরান রহ. বলেন, আসাদ রহ. এর মাধ্যমেই আফ্রিকায় ইলমের প্রচার-প্রসার হয়েছে। অন্য একজন বলেন, ইরাক থেকে ইলম অর্জনকারীদের মধ্যে কায়রাওয়ান শহরে আসাদ রহ.- ই ছিলেন সবচেয়ে বড় আলেম। তার মাযহাব সম্পূর্ণ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত (বিদআতি) কিছুই তিনি জানেন না।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

আরো বলেন,

قال عمران بن أبي محرز: جاءنا موت أسد فاستعظمه أبي، وقال: اليوم مات العلم. اهـ

"ইমরান ইবনু আবু মুহরিয রহ. বলেন, আমাদের কাছে আসাদ রহ. এর মৃত্যুর খবর আসলো। আমার পিতার কাছে তার মৃত্যু অতিশয় দুঃখের বিষয় মনে হল। বললেন, আজ ইলমের মৃত্যু ঘটে গেছে।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

বীরত্ব

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان مع توسعه في العلم فارسا، بطلا، شجاعا، مقداما. اهـ

"প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। বাহাদুর। সাহসী বীর। ময়দানের অগ্রসৈনিক।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৫১

জিহাদ ও শাহাদাত

মাগরিরেবর গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ আল আগলাবি প্রথমে ২০৩/২০৪ হিজরিতে তাকে কায়রাওয়ানের কাজি নিয়োগ দেন। তিনি কাজি হিসেবেই বহাল ছিলেন। ২১২ হিজরিতে তিনি তাকে দশ হাজার সৈন্যের আমীর বানিয়ে সিকিল্লিয়া দ্বীপ বিজয়ের জন্য পাঠান। তখন তিনি একাধারে বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়ার সম্রাট দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে তার মোকাবেলায় আসে। তিনি তাদের পরাজিত করেন। পরে গিয়ে সারাকুসা অবরোধ করেন। এ অবরোধকালে তিনি মারা যান। আঘাতে আঘাতে গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ জখমেই তিনি শহীদ হন। রাহিমাহুল্লাহ।

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قام قاضياً إلى أن خرج إلى صقلية، سنة اثنتي عشرة والياً على جيشها. وكان على علمه وفقهه أحد الشجعان. فخرج أسد في عشرة آلاف رجل منهم تسعمائة فارس ... فقال أسد إذ ذاك لزيادة الله: من بعد القضاء، والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة؟ فقال: لا، ولكني وليتك الإمرة، وهي أشرف، و أبقيت لك اسم القضاء .فأنت أمير، قاض، فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها وتوفي وهو محاصر سرقوسة منها. اهـ

"২১২ হিজরিতে সেনাবাহিনির আমীর হিসেবে সিকিল্লিয়া রওয়ানা হওয়া পর্যন্তই তিনি কাজি ছিলেন। প্রভূত ইলম ও ফিকহের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বীর। আসাদ রহ. দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন, যাদের মধ্যে নয়শো ছিল ঘোড়সওয়ার। ... তখন তিনি যিয়াদাতুল্লাহর কাছে আরজ করেন, এত দিন আমি কাজি ছিলাম। হালাল হারামের ফতোয়া দিতাম। (এখন) আমাকে (এ সম্মানিত পদ থেকে) বরখাস্ত করে আমীর বানাবেন? তিনি উত্তর দেন, না! বরং আমি আপনাকে আমীর বানাচ্ছি- আর এটি অধিক সম্মানজনক- পাশাপাশি কাজি হিসেবেও বহাল রাখছি। আপনি আমীরও, কাজিও।

এরপর তিনি সিকিল্লিয়া রওয়ানা হন। সেখানকার অনেক এলাকা বিজয় করেন। সারাকুসা (সিকিল্লিয়ার একটা এলাকা) অবরোধ করা অবস্থায় সেখানেই ইন্তেকাল করেন।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৪-৩০৫

আরো বলেন,

وحكى سليمان بن سالم أن أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً وفي يده اللواء وهو يزمزم و أقبل على قراءة يس، ثم حرض الناس، وحمل وحملوا معه، فهزم الله جموع النصارى، ورأيت أسداً وقد سالت الدماء على قناة اللواء. حتى صار تحت إبطه، ولقد رد يده في بعض تلك الأيام فلم يستطع مما اجتمع من الدم تحت إبطه. اهـ

"সুলাইমান ইবনু সালিম রহ. বর্ণনা করেন, আসাদ রহ. সিকিল্লিয়া সম্রাটের মুখোমুখি হন। তখন সম্রাটের সৈন্য সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম- দেড় লাখ সৈন্য-সমেত আগত সিকিল্লিয়া সম্রাটের সাথে আসাদ রহ. মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম আসাদ রহ. এর হাতে ঝাণ্ডা। গুণগুণ আওয়াজে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে করতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এরপর তিনি সৈন্যদের (জিহাদে) উৎসাহিত করলেন এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সৈন্যরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। আল্লাহ তাআলা নাসারা বাহিনিকে পরাজিত করলেন। আসাদ রহ.কে দেখলাম, ঝাণ্ডার হাতল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এমনকি তার বগলের নিচে পর্যন্ত গড়িয়েছে। ঐ সময় এক দিন তিনি হাত নাড়াতে চাইলেন, কিন্তু বগলের নিচে এত রক্ত জমেছিল যে, হাত নাড়াতে পারছিলেন না।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৬

শেষে বলেন,

وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة، من غزوة صقلية، وهو أمير الجيش وقاضيه. سنة ثلاث عشر ومائتين. وقيل أربع عشرة، وقيل سبع عشرة. وقبره ومسجده بصقلية. اهـ

"২১৩/২১৪/২১৭ হিজরিতে তার ওফাত। সিকিল্লিয়া যুদ্ধে সারাকুসা অবরোধকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়াতে তার কবর ও মসজিদ বিদ্যমান।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৯

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৩২

আপনি জানেন কি খাইরুদ্দিন বারবারোসা কে?

[the unknown](#)

Junior Member

১০-০৩-২০১৯

খাইরুদ্দিন বারবারোসা!

যদি মুসলিম তরুণদের জিজ্ঞেস করা হয় খাইরুদ্দিন বারবারোসার কথা, তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশই তাকে চেনে না। যারা চেনে তারাও হয়তো এটুকুই জানে, তিনি ছিলেন লাল দাড়িওয়ালা একজন জলদস্যু। ভূমধ্যসাগরে লুটতরাজ করে বেড়াতেন।

আফসোস, ইসলামের এই মহান মুজাহিদ সম্পর্কে এমন চিত্রই অংকন করা হয়েছে হলিউড মুভি এবং পশ্চিমা লেখকদের গল্প-উপন্যাসে। অথচ, খাইরুদ্দিন বারবারোসা কোনো জলদস্যু ছিলেন না। তিনি ছিলেন উসমানি সালতানাতের নৌবাহিনী প্রধান। উম্মাহর প্রতি তার অসামান্য অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আমরা কি কখনো ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখার সুযোগ পেয়েছি? বা ইচ্ছে করেছি ?

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসা হয়তো মধ্যযুগের আর দুচারজন সেনাপতির মতই ইতিহাসের কোনো এক কোণে ঠাই পেতেন, কিন্তু তার অসামান্য কর্মকান্ডের ফলে তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছেন। উম্মাহ তাকে স্মরণ করতে বাধ্য তার অবিস্মরনীয় কর্মকান্ডের জন্য। খাইরুদ্দিন বারবারোসাকে উম্মাহ স্মরণ করে কারণ,

১। তিনি অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মহান খেদমতে।

২। তিনি আন্দালুস থেকে ৭০ হাজার মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন।

৩। স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ভূমধ্যসাগরকে তিনি নিরাপদ করে তোলেন।

৪। প্রিভেজার যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদের নির্মমভাবে পরাজিত করেন।

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসার জন্ম ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে, গ্রীসের লেসবস দ্বীপে। তিনি ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজন। পিতা ইয়াকুব বিন ইউসুফ ছিলেন উসমানি বাহিনীর একজন সাধারণ যোদ্ধা। মা ছিলেন আন্দালুসের বংশোদ্ভুত। সাদামাটা ছিমছাম পরিবার। রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে এই পরিবারের কোনো কতৃত্ব ছিল না। খাইরুদ্দিনের অন্য ভাইয়েরা হলেন আরুজ, ইসহাক ও মুহাম্মদ ইলিয়াস। খাইরুদ্দিনের মূল নাম খাসরুফ।

দ্বীপে বসবাস করার কারনে খাইরুদ্দিনের ভাইয়েরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বড় ভাই আরুজের বেশ কয়েকটি নৌকা ছিল। প্রথমদিকে তিন ভাই নাবিক হিসেবে কাজ করলেও পরে তারা ভূমধ্যসাগরে সেন্ট জনের জলদস্যুদের মোকাবিলা করতে থাকেন। আরুজ ও ইলিয়াস লিভেন্টে (আধুনিক সিরিয়া ও লেবানন) এবং খিজির এজিয়ান সাগরে তৎপরতা চালাতেন। খাইরুদ্দিনের মূল ঘাটি ছিল থেসালোনিকা। ছোট ভাই ইসহাক গ্রীসেই অবস্থান করতেন। তার কাজ ছিল পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করা।

--

আরুজ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ নাবিক। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লেবাননের ত্রিপোলিতে এক অভিযান শেষে ফেরার পথে সেন্ট জনের জলদস্যুরা তার উপর হামলা করে। আরুজ বন্দী হন। সংঘর্ষে ইলিয়াস নিহত হন। আরুজ তিন বছর বোদরুম দুর্গে বন্দী থাকেন। সংবাদ পেয়ে খাইরুদ্দিন বোদরুম যান এবং আরুজকে পালাতে সাহায্য করেন।

মুক্তি পেয়ে আরুজ তুরস্কের আনাতোলিয়ায় যান। সেখানে উসমানি গভর্নর শাহজাদা কোরকুতের সাথে দেখা করেন। শাহজাদা কোরকুত তার কর্মকান্ডের কথা জেনে তাকে ১৮ টি গ্যালে দেন এবং জলদ্যুসের বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব অর্পন করেন। সে সময় এই জলদস্যুরা উসমানিয়দের বানিজ্যিক জাহাজগুলোর

উপর হামলা করে বেশ ক্ষতি করছিল। পরের বছর আরুজকে ২৪ টি জাহাজ দিয়ে ইটালির আপুলিয়াতে এক অভিযানে পাঠানো হয়। এই অভিযানে আরুজ বেশ কয়েকটি দুর্গে গোলা বর্ষণ করেন। জলদস্যুদের দুটি জাহাজ দখল করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আরুজ আরো তিনটি জাহাজ আটক করেন। এসময় তিনি তিউনেসিয়ার জারবা দ্বীপকে নিজের ঘাটি বানান। আরুজ একের পর এক অভিযান চালাতে থাকেন। একবার তিনি পোপের দুটি জাহাজ আটক করেন। তবে আরুজ বিখ্যাত হয়ে উঠেন আন্দালুস তথা স্পেনে অভিযান পরিচালনা করে।

--

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসের ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আন্দালুসের মুসলমানদের অনেকে এসময় সাগর পাড়ি দিয়ে তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় চলে আসেন। যারা পালাতে পারেননি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। এই ধর্মান্তরিতদেরকেই পরে মরিসকো বলে অভিহিত করা হয়। তবে মুসলমানদের অনেকেই বাহ্যিকভাবে ধর্ম পরিবর্তন করে গোপনে নিজের আকিদা বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন। তারা গোপনে ইবাদতও করতেন। কিন্তু এই সুযোগ বেশিদিন মিললো না। তাদেরকে মুখোমুখি হতে হলো ইনকুইজিশনের। ইনকুইজিশন হলো ক্যাথলিক চার্চের অধিনে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা যাদের কাজ ছিল বিরোধী মত দমন করা। ইতিপূর্বে ইনকুইজিশনের মাধ্যমে ইউরোপে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। আন্দালুসের পতনের পর এখানেও চালু করা হয় ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশনের গোয়েন্দারা শহরের অলিগলিতে ঘুরতে থাকে। কারো ঘরে কুরআনুল কারিম পাওয়া গেলে কিংবা কাউকে ইবাদত করতে দেখলেই তাকে গ্রেফতার করা হত। এমনকি কেউ যদি শুকরের মাংস খেতে অস্বীকার করতো, কিংবা শুক্রবার গোসল করতো তাহলেও তাকে গ্রেফতার করা হত। ইনকুইজিশনের আদালত ছিল ভয়ংকর। সেখানে কারো নামে অভিযোগ উঠলে তার আর রেহাই ছিল না। কোনো না কোনো শাস্তি তাকে পেতেই হত। ইনকুইজিশনের কাছে নির্যাতন করার জন্য অনেক ভয়ংকর যন্ত্রপাতি ছিল। এসবের সাহায্যে নির্যাতন করা হতো কিংবা জীবন্ত কবর দেয়া হত।

ইনকুইজিশন শুরু হলে আন্দালুস হয়ে উঠে মুসলমানদের জন্য নরকতূল্য। এমন নরক, যেখান থেকে পালানোর উপায় নেই।

--

১৫১৪ সালে আরুজ ও খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার জিজেল শহরে অবস্থিত স্প্যানিশদের নৌঘাটিতে হামলা চালান। এই যুদ্ধে স্প্যানিশরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। শহরের নিয়ন্ত্রন আরুজের হাতে চলে আসে। শহরটি সমুদ্রের কূলে অবস্থিত হওয়ার কারনে এর সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আরুজ এই শহরকেই নিজেদের হেড কোয়ার্টার বানান। ইতিমধ্যে রোডস দ্বীপে একটি অভিযান চালানোর সময় আরুজ সেন্ট জনের বাহিনীর হাতে বন্দী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে ইটালি চলে যান। সেখানে ক্রুসেডারদের একটি জাহাজ দখল করে মিসরের পথ ধরেন।

১৫১৮ খিস্টাব্দে আরুজ ও খাইরুদ্দিন তিলিসমান শহরে অবস্থিত স্প্যানিশ বাহিনীর ঘাটিতে হামলা করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের এক ফাকে আরুজকে স্প্যানিশরা ঘিরে ফেলে। তরবারীর আঘাতে তাকে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। আরুজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে তিনি শহীদ হয়ে যান। স্প্যানিশরা আরুজের মাথা কেটে ইউরোপে নিয়ে যায়। তার কাটা মাথা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরানো হয়। আরুজের কাটা মাথা যেদিক দিয়ে যেত সেখানকার গির্জায় ঘন্টা বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হত।

আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানরা খুশি ছিল। তারা ভাবছিল আরুজের মৃত্যুর ফলে মুসলমানদের মনোবল ভেংগে যাবে। অথচ মুসলমানরা ব্যক্তি নির্ভর কোনো জাতী নয়। তাদের কাছে পতাকা উত্তোলন করাটাই মূল কাজ, কে করলো তা বড় নয়। আরুজের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, তাদের এই স্বস্তি বাতাসে মিলিয়ে যাবে। শীঘ্রই তাদের মুখোমুখি হতে হবে এমন এক সেনাপতির, যিনি আরুজের চেয়েও দুর্ধর্ষ ও বিচক্ষণ। সামনের দিনগুলিতে যিনি একাই ইউরোপিয়ান বাহিনীর ঘুম কেড়ে নিবেন। সেই সেনাপতির নাম খাইরুদ্দিন বারবারোসা।

--

আরুজের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব খাইরুদ্দিনের হাতে আসে। তার হাতে রয়েছে ছোট একটি নৌবাহিনী । এছাড়া আলজেরিয়ার বিশাল এলাকা তার দখলে। তিনি চাইলে স্বাধীন শাসক হিসেবে আলজেরিয়ায় নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। আরাম আয়েশে দিন কাটাতেন। স্প্যানিশদের সাথে খাতির করে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করতে পারতেন, যেমনটা করছিল তখন তিউনেসিয়ার হাবসি সুলতানরা।

খাইরুদ্দিন সেপথে গেলেন না। তিনি তো আরাম আয়েশের জীবন চান না। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। প্রায়ই তিনি সংগীদের বলতেন, মৃত্যুই যখন শেষ গন্তব্য তখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বেছে নেয়াই শ্রেয়। খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন আন্দালুসের মুসলমানদের কথা। ইতিপূর্বে তিনি ও তার ভাই বেশকিছু মুসলমানকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখনো অনেকে বন্দী ইনকুইজিশনের কারাগারে। খাইরুদ্দিন তাদেরকেও মুক্ত করতে চান। এদিকে ভূমধ্যসাগরে ঘুরছে ইউরোপিয়ানদের নৌবহর। খাইরুদ্দিন চান তাদের দম্ভ চূর্ণ করতে। কিন্তু খাইরুদ্দিনের ছোট বাহিনী নিয়ে একাজ করা সম্ভব নয়। তারপাশে চাই শক্তিশালী কোনো মিত্রকে। খাইরুদ্দিন ভাবছিলেন কে হতে পারে সেই মিত্র। অনেক ভেবে খাইরুদ্দিন ঠিক করলেন, উসমানিয়রাই হতে পারে কাংখিত সেই মিত্র।

--

৩ নভেম্বর ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিনের আদেশে আলজেরিয়ার গন্যমান্য ব্যক্তিত্বরা সুলতান প্রথম সেলিমের কাছে একটি পত্র লিখে। পত্রে তারা আরুজ ও খাইরুদ্দিনের অবদানের কথা উল্লেখ করে। ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়। তারপর সুলতানের কাছে আবেদন জানানো হয় সুলতান যেন আলজেরিয়াকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুলতান প্রথম সেলিম তখন সবেমাত্র মিশর ও সিরিয়া সফর শেষে ফিরেছেন। এই পত্র পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তিনি আলজেরিয়াকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেদিন থেকে সুলতান সেলিমের নামে আলজেরিয়াতে খুতবা পড়া শুরু হয়। সুলতান আলজেরিয়াতে দু হাজার সৈন্য ও একটি তোপখানা প্রেরণ করেন। খাইরুদ্দিনকে সম্মানসূচক বেলারবি পদ দান করা হয়। খাইরুদ্দিন তার ভাইয়ের স্থালি্ভষিক্ত হন এবং ভাইয়ের অসমাপ্ত মিশন সমাপ্ত করার দায়িত্ব পান।

--

খাইরুদ্দিন তো এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি ক্ষমতা চাচ্ছিলেন না। চাচ্ছিলেন সামান্য একটু সাহায্য, যা নিয়ে তিনি ছুটে যাবেন নির্যাতিত মুসলমানদের কাছে।

--

সুলতান প্রথম সেলিমের পর ক্ষমতায় বসেন সুলতান সুলাইমান আল কানুনি। তিনিও পিতার মতো খাইরুদ্দিনকে সাহায্য করতে থাকেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিন আলজেরিয়ার একটি দ্বীপে অবস্থিত স্প্যানিশ দুর্গে হামলা করেন। তিনি ২০ দিন একটানা গোলাবর্ষণ করেন। পরে কেল্লার পতন হয়। স্প্যানিশরা পালিয়ে যায়, অনেকে বন্দি হয়। সে বছরই খাইরুদ্দিন ৩৬ টি জাহাজ নিয়ে স্পেনের উপকূলের বিভিন্ন শহরে যান এবং অনেক মুসলমানকে মুক্ত করে আলজেরিয়া নিয়ে আসেন। স্পেন তখন রোমানিয়ার শাসক চার্লস পঞ্চমের অধীনে। এভাবে খাইরুদ্দিন বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। খাইরুদ্দিন ৭ দফায় ৭০ হাজার বন্দী মুসলমানকে স্পেন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। খাইরুদ্দিনের মূল নাম ছিল খসরুফ।

আন্দালুসিয়ার বাসিন্দারা তাকে উপাধি দেয় খাইরুদ্দিন। পরে এই নামই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এই নামের সাথেই মিশে আছে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য তার অসামান্য কোরবানীর ইতিহাস। ইউরোপিয়রা তাকে নাম দেয় বারবারোসা। ইটালিয় ভাষায় এই শব্দের অর্থ লাল দাড়িওয়ালা।

খাইরুদ্দিন নিয়মিত ভূমধ্যসাগরে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। একের পর এক ইউরোপিয়ান নৌবহরকে তিনি পরাজিত করতে থাকেন। তিনি হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য।

--

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুলাইমান কানুনি খাইরুদ্দিনকে ইস্তাম্বুলে আমন্ত্রণ করেন। খাইরুদ্দিন ৪৪ টি জাহাজ নিয়ে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হন। পথে যেসব দ্বীপে তিনি যাত্রাবিরতী করছিলেন সবখানেই উতসুক জনতা তাকে এক নজর দেখতে ছুটে আসে। খাইরুদ্দিন ইস্তাম্বুল পৌছলে তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথীর মর্যাদা দেয়া হয়। প্রাসাদের পাশেই একটি মহলে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। উজিরে

আযম তখন হালাবে অবস্থান করছিলেন। খাইরুদ্দিনের ইস্তাম্বুল আগমনের সংবাদ পেয়ে তার মন আনচান করে ওঠে। তারও ইচ্ছে হয় এই মর্দে মুজাহিদকে এক নজর দেখার। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারনে তিনি ইস্তাম্বুল ফেরার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তিনি সুলতানের কাছে পত্র লিখে নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। সুলতান সুলাইমান খাইরুদ্দিনকে হালাবে প্রেরণ করেন। একইসাথে উজিরে আজমকে পত্র লিখে বলেন, খাইরুদ্দিনকে সম্বর্ধনা দিতে এবং আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি না করতে।

হালাবে খাইরুদ্দিনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরে তিনি ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন। সুলতান তাকে উসমানি নৌবাহিনীর প্রধান (কাপুদান-ই-দরিয়া) নিযুক্ত করেন। একইসাথে তাকে উত্তর আফ্রিকার বেলারবি (গভর্নর) নিয়োগ দেয়া হয়। সুলতান তাকে রত্নখচিত একটি তরবারী উপহার দেন। খাইরুদ্দিনকে নির্দেশ দেয়া হয় একটি নতুন নৌবাহিনী গঠন করার। তাকে অস্ত্রাগার ও গোল্ডেন হর্নের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। খাইরুদ্দিন দ্রুত কাজ শুরু করেন। এক বছরে ৮৪ টি জাহাজ নির্মান হয়। খাইরুদ্দিন তার বহর নিয়ে ইটালির কয়েকটি দ্বীপে হামলা করেন। কয়েকটি শহর উসমানিদের দখলে আসে।

ঐতিহাসিক হাজি খলিফা লিখেছেন, বারবারোসা ১২ টি দ্বীপ দখল করেন। আরো ১৩টি দ্বীপে হামলা করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। তার অভিযানে মোট ১৬ হাজার লোক বন্দী হয়। মুক্তিপণ হিসেবে পাওয়া যায় চার লাখ স্বর্নমুদ্রা।

--

একের পর এক হামলায় বিপর্যস্ত ইউরোপিয়ানরা সিদ্ধান্ত নেয় এবার তারা খাইরুদ্দিনের উপর চুড়ান্ত হামলা করবে। ভূমধ্যসাগর থেকে মুসলিম নৌবহরকে বিতাড়ন করা হবে। পোপ তৃতীয় জন পল হলি লীগ আহবান করেন। পুরো ইউরোপে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। গঠিত হয় সে সময়ের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনী। এই বহরে ছিল

১। রিপাবলিক অব ভেনিস।

২। ডাচি অব মান্তুয়া

৩। স্প্যানিশ এম্পায়ার

৪। পর্তুগিজ এম্পায়ার

৫। পাপাল স্টেটস

৬। রিপাবলিক অব জেনোয়া

৭। অর্ডার অব সেইন্ট জন

ইউরোপিয়ানদের প্রস্তুতির খবর পৌছে যায় খাইরুদ্দিনের কাছে। তিনিও তার বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকেন। অবশেষে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর দুই বাহিনী গ্রীসের প্রিভেজা এলাকায় মুখোমুখি হয়।

--

২৮ সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ। ইউরোপিয়ান বাহিনীর মুখোমুখি উসমানি বাহিনী। আজই ফয়সালা হবে কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ভূমধ্যসাগরের নৌপথ। ইউরোপিয়ানদের বিশাল বাহিনী। যুদ্ধ জাহাজ এসেছে ৩০২ টি। মোট সেনাসংখ্যা ৬০ হাজার। অপরদিকে উসমানি বাহিনীর জাহাজ ১২২ টি। সেনাসংখ্যা মাত্র ১২ হাজার। ইউরোপিয়ান বাহিনীর নেতৃত্বে এন্ড্রিয়া ডোরিয়া। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে খাইরুদ্দিন বারবারোসা। তার সহকারী হিসেবে আছেন সাইয়িদি আলি রইস, বিখ্যাত মিরআতুল মামালিক গ্রন্থের লেখক।

যে কোনো বিশ্লেষণেই এই যুদ্ধ ছিল অসম যুদ্ধ। শক্তির বিচারে দূর্বল উসমানি বাহিনী ইউরোপিয়ান বাহিনীর সামনে বেশিক্ষণ টেকার কথা নয় ।

খাইরুদ্দিন বারবারোসা তার বহরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম তিনটি বহর তিনি বক্রাকারে সাজান। যুদ্ধের শুরুতেই এই তিন বহর বক্রাকারে এগিয়ে যায় ইউরোপিয়ান বাহিনীর দিকে। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া অবাক হয়ে দেখলেন উসমানি বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলতে চাচ্ছে। স্বল্পসংখ্যক উসমানি বাহিনী থেকে এমন দুঃসাহসিক হামলা রীতিমত অবিশ্বাস্য। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া তার বহর নিয়ে সরে যেতে চাইলেও বাতাস স্থির থাকায় তার চেষ্টা সফল হয় না। ইতিমধ্যে খাইরুদ্দিনের বহর থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। ইউরোপিয়ান বাহিনী পাল্টা জবাব দেয় কিন্তু খাইরুদ্দিনের প্রথম আক্রমণ তাদের মনোবলে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্র হয়ে ওঠে কুরুক্ষেত্র। একের পর এক কামান গর্জাচ্ছে, বাতাসে বারুদ ও রক্তের গন্ধ। চারপাশ থেকে আহতদের চিৎকার ও জীবিতদের

শ্লোগান ভেসে আসে। যুদ্ধে উসমানি বাহিনী এগিয়ে যায়। বিপুল সেনা থাকা সত্ত্বেও ইউরোপিয়ান বাহিনীর মনোবল ভেংগে যায়। সাত ঘন্টার লড়াই শেষে ইউরোপিয়ান বাহিনী পরাজিত হয়। এন্ড্রিয়া ডোরিয়া পালিয়ে যায়। যুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের ১৩টি জাহাজ ধবংস হয়। ৩৬ টি জাহাজ উসমানিয়রা দখল করে। ৩০০০ ইউরোপিয়ান সেনা বন্দি হয়। অপরদিকে উসমানিয়দের ৪০০ সেনা শহিদ হন, ৮০০ আহত হন। তাদের কোনো জাহাজই হারাতে হয়নি। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল অবিশ্বাস্য। শীঘ্রই এই যুদ্ধের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বজুড়ে। মক্কা, মদীনা, আল কুদস, সমরকন্দ, দামেশক, কায়রোর মসজিদগুলোর মিনার হতে উচ্চারিত হতে থাকে আল্লাহু আকবর ধবনী। এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরে উসমানিয়দের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতেই। এমনকি ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও সিসিলির জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরে চলার জন্য উসমানিয়দের ট্যাক্স দিত।

এই যুদ্ধ জয়ের পেছনে ছিল খাইরুদ্দিন বারবারোসার কুশলী আক্রমন ও সেনা পরিচালনা। ইউরোপের কাছে এই নাম ছিল আতংকের মত।

--

১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে খাইরুদ্দিন ইতালির সানরেমো, বোরঘেট্টো সান্টো স্পিরিটো ও সিরাইলিতে আক্রমন করেন। তিনি স্পেন ও ইতালির নৌবহরকে পরাজিত করেন। নেপসলের ভেতরে হামলা চালান। এরপর তিনি ২১০ জাহাজের পুরো বহর নিয়ে জেনোয়ার দিকে রওনা হন। সেখানে তুর্কি এডমিরাল তুরগুত রইসকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। খাইরুদ্দিন হুমকি দেন রইসকে মুক্তি না দিলে তিনি শহরে হামলা চালাবেন। জেনয়ার ফাসোলতে এন্ড্রিয়া ডোরিয়ার প্রাসাদে খাইরুদ্দিনের সাথে বৈঠক হয়। শেষে সিদ্ধান্ত হয় ৩ হাজারের স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রইসকে মুক্তি দেয়া হবে।

এরপর খাইরুদ্দিন এলবো শহরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। এই শহরে অটোমান নৌকমান্ডার সিনান রইসের পুত্র বন্দী ছিলেন। খাইরুদ্দিন হুমকি দেন তাকে মুক্তি দেয়া না হলে তিনি শহরে গোলাবর্ষন করবেন। শহরের প্রশাসক খাইরুদ্দিনের কথায় রাজি না হলে খাইরুদ্দিন তীব্র হামলা চালান। শেষে বারবারোসার তীব্রতার কাছে শহরের প্রশাসক হার মানতে বাধ্য হন। সিনান রইসের পুত্রকে মুক্তি দেয়া

হয়।

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসার সারাজীবন কেটেছে সমুদ্রে। একের পর এক লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। চাইলেই নির্বিঘ্ন জীবন বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু সে পথে হাটেননি কখনো। উম্মাহর কল্যান সাধনের মাঝেই খুজে পেয়েছিলেন সুখ। পুথিগত বিদ্যায় খাইরুদ্দিন হয়তো বড় কেউ ছিলেন না। কিন্তু তার জীবনটাই হয়ে উঠেছে উত্তরসূরিদের জন্য হাজারো বইয়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু।

-

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে পুত্র হাসান পাশাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে খাইরুদ্দিন বারবারোসা ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। তিনি মুরাদি সিনানকে তার আত্মজীবনি লেখার জন্য নির্দেশ দেন। পাচ খন্ডে হস্তলিখিত এই আত্মজীবনি সমাপ্ত হয়। এটি সাধারণত গাজাওয়াত-ই-খাইরুদ্দিন নামে পরিচিত। সম্প্রতি তুর্কি অধ্যাপক ড আহমদ সামগিরশিল কাপ্তান পাসানিন সায়ের দেফতরি (ক্যাপ্টেন পাশার লগবুক) নামে এই আত্মজীবনি প্রকাশ করেছেন।

--

খাইরুদ্দিন বারবারোসার পতাকার শীর্ষে ছিল সুরা আস সাফের ১৩ নং আয়াত।

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

'এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।' আয়াতের নিচে ছিল চারটি তারকা। চার তারকার ভেতরে চার খলিফার নাম। চার তারকার মাঝখানে একটি দ্বিফলা তরবারী যা ছিল জুলফিকারের প্রতিক। নিচে একটি ৬ প্রান্তবিশিষ্ট তারকা।

--

এই মহান যোদ্ধা ৪ জুলাই ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন।

সূত্র

১। আদ দাওলাতুল উসমানিয়া-- আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি।

২। খাইরুদ্দিন বারবারোসা-- বাসসাম ইসিলি।

৩। দাওলাতে উসমানিয়া-- ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ।

৪। মুজাকারাতু খাইরুদ্দিন।

Collected likha

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩২৮

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: আট

ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২৫-২০১৯

আট:আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১১৮-১৮১হি.)

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল মারওয়াজি। শাইখুল ইসলাম। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস। যামানার অতুলনীয় ইমাম। যুহদ ও তাকওয়ার রাহবার।

তিনি খোরাসানের অধিবাসী। বংশগতভাবে তুর্কি। তার পিতা মুবারক বনু হানযালার এক ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলেন। এজন্য ইবনুল মুবারককে আল হানযালি বলা হয়। এক ক্রিতদাসের ঔরসে আল্লাহ তাআলা এ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

তলবে ইলমের উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তের দেশে সফর করেছেন। হারামাইন শরীফাইন, খোরাসান, শাম, ইরাক, মিশর- কোন দেশই বাকি রাখেননি। বিশেষভাবে আবু হানিফা রহ. এর কাছে ফিকহ ও সুফিয়ান সাওরি রহ. এর কাছে হাদিস পড়েছেন। চার হাজার উস্তাদ থেকে তিনি ইলম শিখেছেন। তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। চার লাখ দিরহাম ছিল তার ব্যবসার মূলধন। যখন সফরে বের হতেন, তখন ব্যবসাও করতেন। মুহাদ্দিসিন, তুলাবা ও ফকির-মিসকিনদের মাঝে অকাতরে দান করতেন। এ উদ্দেশ্যেই মূলত তিনি ব্যবসা করতেন। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন।

ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ রহ. বলেন,

لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير، إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. اهـ

“আল্লাহ তাআলা যত ভাল গুণ সৃষ্টি করেছেন, তার সবগুলোই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দান করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৮

আব্বাস ইবনু মুসআব রহ. বলেন,

جمع عبد الله الحديث، والفقه، والعربية، و أيام الناس، والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عند الفرق. اهـ

“ফিকহ, আরবি ভাষার ব্যুৎপত্তি, ইতিহাস, বীরত্ব, দানশীলতা, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কিছুর সমাহার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে ঘটেছে এবং সকল মতাদর্শের লোকের কাছেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৭

ইবনুল মুবারক রহ. এর কৃতদাস হাসান ইবনু ঈসা রহ. বলেন,

اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن الحسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، والشجاعة، والفروسية، والقوة، وترك الكلام فيما لا يعنيه، والإنصاف، وقلة الخلاف على أصحابه. اهـ

“ফজল ইবনু মূসা ও মাখলাদ ইবনুল হুসাইনের মতো বিশিষ্ট এক দল আলেম সমবেত হলেন। তারা বললেন, চল! ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে যেসব ভাল গুণ ছিল, আমরা সেগুলো হিসেব করি। তারা হিসেব করলেন, ইবনুল মুবারক রহ. নিম্নোক্ত সকল গুণের সমাহার ছিলেন: ইলম, ফিকহ, আদব, নাহু, লুগাত, যুহদ, ফাসাহাত, কাব্য, কিয়ামুল লাইল, ইবাদাত, হজ্ব, জিহাদ, বীরত্ব, ফিরাসাত-সুদূর প্রসারি অন্তর্দৃষ্টি, প্রভূত শারীকি শক্তি, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা না বলা এবং যথাসম্ভব সাথী-সঙ্গীদের সাথে মতভেদ না করা।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৭৬

যাহাবি রহ. বলেন,

أكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم، وفي الغزو، وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله، وتجهيزهم معه إلى الحج. اهـ

"মৃত্যু পর্যন্তই দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। তলবে ইলম, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনি ভাইদের পেছনে খরচ করা এবং তাদের জন্য হজ্বের সামগ্রী প্রস্তুত ও ব্যবস্থা করে দেয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৫

সর্ব মহলে তিনি এমনই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, আসওয়াদ ইবনু সালিম রহ. এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন,

إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك، فاتهمه على الإسلام. اهـ

"কোন ব্যক্তিকে যদি দেখো যে, সে ইবনুল মুবারকের সমালোচনা করে, তাহলে তার মুসলমান দাবির ব্যাপারে তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৪

জিহাদ ও বীরত্ব

জিহাদের ময়দানে ইবনুল মুবারক রহ. এমনই প্রসিদ্ধ তারকাতুল্য যে, নতুন করে বলার কিছু নেই। ইলম ও জিহাদ উভয় ময়দানেই তিনি ছিলেন ঘোড়সওয়ার। এখানে তার বীরত্বের দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি:

এক.

আবু হাতিম রাজি রহ. এর সূত্রে আবদা ইবনু সুলাইমান আলমারওয়াজি রহ. থেকে যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৪),

كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو، فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل، فقتله، ثم آخر، فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البزاز، فخرج إليه رجل، فطارده ساعة، فطعنه، فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرت، فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم

وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه، فمددته، فإذا هو هو، فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا!!. اهـ

"আমরা রোম সাম্রাজ্যে ইবনুল মুবারক রহ. এর সাথে এক যুদ্ধে গেলাম। শত্রু বাহিনি আমাদের মুখোমুখী হল। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, তখন শত্রুদের এক যোদ্ধা এসে মুবারাযা (তথা মল্লযুদ্ধ)- এর জন্য আহ্বান করতে লাগল। তখন (মুসলিম বাহিনি থেকে) এক ব্যক্তি তার ডাকে সারা দিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হল এবং শত্রুসৈন্যটিকে হত্যা করলো। শত্রু বাহিনির আরেক যোদ্ধা আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। (তৃতীয়) আরেক যোদ্ধা আসলো। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এরপর মুবারাযার জন্য শত্রু বাহিনিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তাদের থেকে এক যোদ্ধা অগ্রসর হল। তার সাথে কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি তাকেও আঘাতে হত্যা করলেন। লোকজন মুসলিম সৈন্যটিকে দেখার জন্য ভীড় করলো। আমিও তাকে দেখার জন্য তাকালাম। দেখি তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক! তিনি জামার আস্তিনের দ্বারা নিজের চেহারা লুকানোর চেষ্টা করছেন। আমি তার আস্তিনের এক পার্শ্ব ধরে টান দিলাম। (এতে চেহারা খোলে গেল এবং) দেখলাম যে, আসলেই তিনি ইবনুল মুবারক ...।"

দুই.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না রহ. এর সূত্রে যাহাবি রহ. আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩-৩৮৪),

كنت مع ابن المبارك، ومعتمر بن سليمان بطرسوس، فصاح الناس: النفير. فخرج ابن المبارك، والناس، فلما اصطف الجمعان، خرج رومي، فطلب البراز، فخرج إليه رجل، فشد العلج عليه، فقتله، حتى قتل ستة من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة، ولا يخرج إليه أحد، فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان! إن قتلت، فافعل كذا وكذا. ثم حرك دابته، وبرز للعلج، فعالج معه ساعة، فقتل العلج، وطلب المبارزة، فبرز له علج آخر، فقتله، حتى قتل ستة علوج، وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه، فضرب دابته، وطرد بين الصفين،

ثم غاب، فلم نشعر بشيء، وإذا أنا به في الموضع الذي كان، فقال لي: يا عبد الله! لئن حدثت بهذا أحدا، و أنا حي، فذكر كلمة. اهـ

"আমরা ইবনুল মুবারক রহ. ও মু'তামির ইবনু সুলাইমান রহ. এর সাথে তরাসুসে ছিলাম। এমন সময় লোকজন চিৎকার করে উঠল, এখনই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে। ইবনুল মুবারক রহ. সহ সকলেই বেরিয়ে পড়লো। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, এক রোমান সৈন্য এসে মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগল। মুসলিম বাহিনির এক ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। সৈন্যটি তার উপর হামলা করে তাকে শহীদ করে দিল। এভাবে একে একে সে মুসলিম বাহিনির ছয়জন মুজাহিদকে হত্যা করল। এরপর উভয় বাহিনির মাঝখানে গর্বভরে হেঁলে-দুলে ফিরতে লাগল আর মুবারাযার আহ্বান করতে লাগল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না। এমন সময় ইবনুল মুবারক রহ. আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হে অমুক! যদি আমি শহিদ হই, তাহলে তুমি এই এই কাজগুলো সম্পাদন করবে। তারপর তিনি তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং রোমান সৈন্যটির মোকাবেলায় গেলেন। কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি সৈন্যটিকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। এক সৈন্য তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এভাবে একে একে তিনি ছয়জন সৈন্যকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু মনে হল, শত্রু বাহিনির লোকেরা তার মোকাবেলায় আসতে সাহস পাচ্ছে না। এরপর তিনি উভয় বাহিনির মাঝখানে তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি, তিনি আমার পাশে সে স্থানেই উপস্থিত, যেখানে আগে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! আমি জীবিত থাকতে যদি তুমি এ ঘটনা কাউকে বলেছো তাহলে কিন্তু ....' ... এখানে তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন (যা আমি বলতে চাচ্ছি না)।"

একটি স্বপ্ন

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال محمد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم، فقلت: أي العمل أفضل؟ قال :الأمر الذي كنت فيه .قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفرلي مغفرة ما بعدها مغفرة. اهـ

"ফুজাইল ইবনু ইয়াজের পুত্র মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমি ইবনুল মুবারক রহ.কে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যে কাজটি করতাম সেটি। আমি প্রশ্ন করলাম, রিবাত ও জিহাদ (-এর কথা বলছেন)? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার রব আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। এমন মাফ করেছেন, যার পর আর কোন মাফ হতে পারে না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৯০

কবিতা

'ইয়া আবিদাল হারামাইন' নামে ফুজাইল ইবনু ইয়াজের কাছে পাঠানো ইবনুল মুবারকের একটি কবিতার কথা সকলেই জানি। জিহাদ নিয়ে তার আরো একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আছে। যাহাবি রহ. সেটি উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৯),

كيف القراروكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي

الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد

القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد

ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

"# কিভাবে স্থির থাকা যায়? কিভাবে কোনো মুসলিম প্রশান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?!

তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।

যখন তারা সম্ভ্রমহানির ভয়ে শঙ্কিত, তখন শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!

নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই তার করার নেই।”

বি.দ্র.

এতক্ষণ যে আটজনের আলোচনা গেল, তাদের মধ্যে

ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.) এবং ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.) আবু হানিফা রহ. এর শাগরেদ।

শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) আবু হানিফা, যুফার ও আবু ইউসুফ রাহিমাহুমুল্লাহ সকলের শাগরেদ।

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.) আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর শাগরেদ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫২২

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: নয়

আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২৯-২০১৯

নয়:আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

শাইখুল ইসলাম। ইমামু আহলিশ শাম। আবু আমর আব্দুর রহমান ইবনু আমর আল আওয়ায়ি। হাদিস, ফিকহ, ইবাদত-বন্দেগি, সত্যকথনে স্পষ্টবাদিতা: সকল ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ইমাম। আইম্মায়ে আরবায়ার মতো তিনিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। শাম ও আন্দালুসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তার মাযহাব প্রচলিত ছিল। পরে তা মিটে যায়। তার ইলমী মাকাম তুলে ধরতে গিয়ে কোন এক হাফেয বলেন,

وهو في الشاميين نظير معمر لليمانيين، ونظير الثوري للكوفيين، ونظير مالك للمدنيين، ونظير الليث للمصريين، ونظير حماد بن سلمة للبصريين. اهـ

“ইয়ামানবাসীর জন্য যেমন মা’মার, কূফাবাসীর জন্য যেমন সুফিয়ান সাওরি, মদীনাবাসীর জন্য যেমন ইমাম মালেক, মিশরবাসীর জন্য যেমন লাইস ইবনু সাদ এবং বসরাবাসীর জন্য যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামা- শামবাসীর জন্য তেমনি আওযায়ি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫৬

রিবাতের ময়দানে আওযায়ি

প্রথমে তিনি ‘আল আওযা’ এলাকায় বাস করতেন। পরে রিবাতের জন্য বৈরুতে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আওযায়ি রহ. নিজেই বলেন,

جئت إلى بيروت أرابط فيها. اهـ

“রিবাতের উদ্দেশ্যে আমি বৈরুতে আসি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫০

যাহাবি রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

كان يسكن بمحلة الأوزاع ... ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. اهـ

"তিনি 'আলআওযা' এলাকায় বাস করতেন। ... তারপর রিবাতের উদ্দেশ্যে বৈরুত চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৪২

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

لا خلاف أنه مات ببيروت مرابطا. اهـ

"এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, তিনি বৈরুতে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১২৮

সত্য উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন আওযায়ি

উমাইয়া ইবনু ইয়াযিদ রহ. বলেন,

كان قد جمع العبادة، والعلم، والقول بالحق. اهـ

"প্রভূত ইলমের অধিকারী ও ইবাদতগুজার হওয়ার পাশাপাশি আওযায়ি ছিলেন হকের বেলায় স্পষ্টভাষী।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৪৪

জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি জালেম শাসকদের সামনে হক কথা বলেছেন। আওযায়ি রহ. এর জন্ম হয় উমাইয়া আমলে। তার বয়স যখন চল্লিশেরে কোটা পেরিয়েছে, তখন ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীরা উমাইয়াদের পরাজিত করে খেলাফত দখল করে। উমাইয়া খেলাফতের দারুল খিলাফা ছিল শাম। আওযায়ি রহ. শামের অধিবাসী ছিলেন। আবুল আব্বাস সাফফাহ ছিলেন আব্বাসীদের প্রথম খলিফা। তার চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী শামে উমাইয়াদের কচুকাটা করে। তার সাথে আওযায়ি রহ. এর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। আওযায়ি রহ. নিজের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন,

بعث عبد الله بن علي إلي فاشتد ذلك علي، وقدمت فدخلت، والناس سماطان، فقال: ما تقول في مخرجنا، وما نحن فيه؟ قلت :أصلح الله الأمير قد كان بيني،

وبين داود بن علي مودة قال: لتخبرني. فتفكرت ثم قلت: لأصدقنه، واستبسلت للموت، ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال، وبيده قضيب ينكت به ثم قال: يا عبد الرحمن: ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه، وسلم- قال: "لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث..."، وساق الحديث. فقال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم-؟ فقلت: لو كانت وصية من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم- ما ترك علي -ﷺ- أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم .فأمرني، فأخرجت. اهـ

“আব্দুল্লাহ ইবনু আলী আমাকে হাজির করার জন্য লোক পাঠাল। আমার কাছে বিষয়টা বিপদসংকুল ঠেকল। আমি গেলাম। তার কাছে হাজির হলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, দু’জন সৈন্য দু’বাহুতে ধরে তাকে হাজির করল।) তখন তার সৈন্যরা (অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায়) দু’ সারিতে দাঁড়ানো ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং বর্তমানে আমরা যা করছি, সে ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি জিহাদ গণ্য হবে?) ... আমি কিছুক্ষণ ফিকির করলাম। তারপর মনে মনে বললাম, আমি তার সামনে সত্য কথাই বলবো (যদিও এ কারণে আমার মরণ হয়)। আর আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে আমার মৃত্যুর ভয় লাগছিল। কিন্তু পরে যখন চিন্তা করলাম যে, এক দিন আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন সত্য সত্য জবাব দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম।) (তার প্রশ্নের জবাবে) আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, ‘সকল কর্ম তার নিয়ত অনুযায়ী বিবেচিত হয়ে থাকে’। তার হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুর রহমান! এ পরিবারের (তথা বনী উমাইয়ার) লোকদের হত্যার ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? জবাবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, ‘তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ...।’ (অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ ধরণের নেতিবাচক উত্তরে তিনি রাগে ফুলে উঠছিলেন আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম,

এবার হয়তো আমার মস্তক উড়িয়ে দেয়া হবে।) এরপর জিজ্ঞেস করলেন, খেলাফতের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা আমাদের (তথা নবী বংশের লোকদের) জন্য অসিয়ত করে যাননি? আমি উত্তর দিলাম, যদি অসিয়তই করে যেতেন, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য কাউকে তা গ্রহণ করতে দিতেন না। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, বনী উমাইয়ার ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি আমাদের জন্য হালাল?) আমি উত্তর দিলাম, যদি তারা তা হালাল পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তা হারাম। আর যদি তারা হারাম পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তো এর আগেই হারাম। (এ ধরণের নেতিবাচক উত্তর শুনে) তিনি আমাকে বের করে দেয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো আমাকে বের করে দেয়া হল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫২

তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হচ্ছিলাম আর প্রতিটি কদমে কদমে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি আমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর যাহাবি রহ. বলেন,

قلت: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا، سفاكا للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأزواعي يصدعه بمر الحق كما ترى؛ لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. اهـ

"আমি বলি, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ভয়ানক প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারি শাসক ছিল। ছিল রক্ত পিপাসু। উদ্যত প্রকৃতির। এরপরও ইমাম আওযায়ী রহ. তার মুখের উপর হকের তিক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন- যেমনটা তুমি দেখেছো। উলামায়ে সূ-দের মতো আচরণ তিনি করেননি; যারা শাসকরা যত জুলুম-অবিচার করে থাকে, সব কিছুকেই সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের সামনে সদাচাররূপে দেখিয়ে থাকে। বাতিলকে হকরূপে পেশ করে, কিংবা হক বলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে। আল্লাহ তাআলা এদের ধ্বংস করুন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫২

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৫১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দশ

ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-০৩-২০১৯

দশ. ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

আমাদের সালাফদের মধ্যে যাদের মূল ব্যস্ততা ছিল ইলম, তারাও সর্বদা জিহাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন, যেন প্রয়োজন হলেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এর দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারি রহ.। যার সারা জীবন হাদিস সাধনায় নিমজ্জিত, তিনিও জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত। ইমাম বুখারি রহ. এর শাগরেদ আবু হাতিম আলওয়াররাক রহ. এর বরাতে খতীব বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন,

كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا ... ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقت له: يا أبا عبد الله سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. اهـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، 2/332-333

“যখন আবু আব্দুল্লাহ (বুখারি রহ.) এর সাথে সফরে থাকতাম, তখন আমি আর তিনি একই ঘরে থাকতাম। তবে বেশি গরম পড়লে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হত। ... একদিন দেখলাম, তিনি উপর দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এ সময় আমরা ফিরাবরাতে ছিলাম। আমাদের মগ্নতা ছিল কিতাবুত তাফসির রচনা। অত্যধিক পরিমাণে হাদিস তাখরিজ করার কারণে সেদিন তিনি ক্লান্ত ছিলেন।

এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আব্দুল্লাহ! একদিন শুনেছিলাম আপনি বলেছিলেন, 'যে দিন থেকে আমার বুঝ হয়েছে, সেদিন থেকে কখনও না বুঝে ইলম ছাড়াই কোন কাজ করিনি'। আপনি যে এভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, এটা আপনি কি বুঝে করছেন? তিনি উত্তর দেন, আজ আমরা অনেক ক্লান্ত। আর এ এলাকাটা হচ্ছে সীমান্ত এলাকা। ভয় হচ্ছে, কাফেরদের থেকে কোন অঘটন ঘটতে পারে। এজন্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে প্রফুল্লতার সাথে লড়তে পারবো।"- তারিখে বাগদাদ ২/৩৩২-৩৩৩

শাগরেদের প্রশ্ন জেগেছিল, এভাবে শুয়ে থাকা কি কোন কাজের কাজ? বুঝা গেল, এভাবে শুয়ে থাকা ইমাম বুখারির অভ্যাস ছিল না। তবে আজ যেহেতু কাফেরদের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন, যেন লড়াইয়ের সময় ক্লান্তি না আসে।

এ হলেন ইমাম বুখারি। রিবাতের ভূমিতে বসে তিনি বুখারি শরীফ লিখেছেন। প্রয়োজনের সময় জিহাদের সংকল্পও করেছেন। আর স্পষ্ট যে, পূর্ব থেকে যথার্থ ট্রেনিং না থাকলে প্রথম দিনই যুদ্ধ করা যায় না। তাই স্পষ্ট এটাই যে, তিনি আগে থেকেই জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। অশ্ব চালনা, তীরন্দাজি, বর্শা ও তলোয়ার চালনা: সব কিছুরই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছেন, যেন প্রয়োজনের সময় ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এবার আমাদের সমাজে যারা বুখারি শরিফ পড়িয়ে শাইখুল হাদিস হচ্ছেন, বুখারি শরীফের জিহাদের হাদিসগুলোকে যারা অপব্যাখ্যা করে উম্মাহকে জিহাদ-বিমুখ করছেন, কিংবা অন্তত গোপন করে কিতমানে ইলম করছেন, চিন্তা করুন! এজন্যই কি ইমাম বুখারি কিতাব লিখেছেন রিবাতের ময়দানে বসে?

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৮২

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১১, ১২, ১৩

ইবনু সীরিন, ইবরাহীম নাখায়ী, ইমাম নাসায়ী

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১০-২০১৯

এগার. মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন রহ. (১১০হি.)

৭২ হিজরির আলোচনায় আহনাফ ইবনু কায়স রহ. এর জীবনীতে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

قال الحاكم: وهو الذي افتتح مروالروذ، وكان الحسن و ابن سيرين في جيشه. اهـ البداية والنهاية ط. إحياء التراث 8\360

“হাকেম রহ. বলেন, তিনিই হলেন সেই বীর যিনি মারওয়াররুজ বিজয় করেছেন। হাসান (বসরী) রহ. এবং ইবনে সীরিন রহ. সে বাহিনিতে ছিলেন।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৩৬০

***

বার. ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (৯৬ হি.)

ফিকহ ও হাদিসের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখেন এমন যে কেউ ইবরাহীম নাখায়ী রহ.কে চেনেন। ইমাম হরব আলকিরমানী রহ. (২৮০ হি.) আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. এর সূত্রে আ’মাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

كان عبد الرحمن بن يزيد، وأبو حذيفة، وإبراهيم النخعي، وعمار بن عمير يغزون في أمرة الحجاج، قلت: أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان، والديلم، وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. اهـ مسائل حرب الكرماني (280هـ): 3\1061

“আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ, আবু হুজায়ফা, ইবরাহীম নাখায়ী, আম্মার ইবনু উমায়র রাহিমাহুমুল্লাহ- এরা সকলেই হাজ্জাজের শাসনকালে জিহাদ করতেন। (আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. বলেন) আমি (আ’মাশ রহ.কে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় জিহাদ করতেন? তিনি উত্তর দেন, ‘খোরাসান ও দাইলামসহ বিভিন্ন এলাকায়’। উপস্থিত এক লোক জিজ্ঞেস করল, তাদেরকে কি জিহাদে যেতে বাধ্য করা হতো? তিনি উত্তর দেন, না! তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই করতেন এবং এটি তাদের পছন্দের বিষয় ছিল।”- মাসায়িলু হরব আলকিরমানী ৩/১০৬১

হাজ্জাজ অত্যন্ত ভয়ানক প্রকৃতির জালেম শাসক ছিল। সকলেই তাকে ঘৃণা করত। এতদসত্ত্বেও আইম্মায়ে দ্বীন তাকে আমীর মেনে তার নেতৃত্বে জিহাদ করতেন। হাজ্জাজ অনেককে জোর করে জিহাদে পাঠাতো। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মতো ইমামগণ জিহাদের আকর্ষণে স্বেচ্ছায়ই জিহাদ করতেন। জোর করতে হতো না। বুঝা গেল, জিহাদের আমীর ফাসেক হলেও অসুবিধা নেই। আজ যারা মুজাহিদদের সামান্য ভুল-ত্রুটি দেখলেই সমালোচনার ঝড় তুলেন, তাদের এ বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিৎ।

***

তের. ইমাম নাসায়ী রহ. (৩০৩ হি.)

সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব নাসায়ী শরীফের সংকলক। হাদিসের জগতে নাসায়ী শরীফ এবং ইমাম নাসায়ী রহ. এর মান সম্পর্কে সকলে অবগত। ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

قال ابن المظفّر الحافظ: سمعتهم بمصر يصفون اجتهاد النّسائي في العبادة بالليل والنهار، و أنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر، فوصف من شهامته و إقامته السّنن في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس الأمير. اهـ شذرات الذهب 4\15-16

“হাফেয ইবনুল মুজাফফার রহ. বলেন, মিশরে উলামা-সাধারণ থেকে শুনলাম, তারা ইমাম নাসায়ীর গুণ-গান গাইছেন যে, তিনি রাত-দিনে অত্যধিক পরিমাণে

ইবাদতে মশগুল থাকেন। এও শুনলাম যে, তিনি মিশরের আমীরের সাথে জিহাদে গিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, নাসায়ী রহ. জিহাদের ময়দানে নিজের বাহাদুরির প্রমাণ দিয়েছেন। মুসলিম বন্দীদের মুক্তির শরয়ী সুন্নত কায়েম করেছেন। সব কিছু সত্ত্বেও সতর্কতার সাথে আমীরের দরবার থেকে দূরে দূরে থেকেছেন।”- শাযারাতুয যাহাব ৪/১৫-১৬

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬৬৮

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৪

আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৫-২০১৯

চৌদ্দ. আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.)

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর সমসাময়িক এবং তার সমমানের ইমাম। উভয়ই জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুজাহিদ। কোন কোন সময় উভয়ে একই ভূমিতে রিবাতে মিলিত হতেন। তখনকার সময় মাসসিসাহ ছিল ভীতি সংকুল রিবাতের ভূমি। এখানে প্রায়ই রোমানদের সাথে যুদ্ধ বাঁধত। ইমাম ফাযারি রহ. এ ভূমিকেই নিজের রিবাতের স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। এখানেই আবাসস্থল গড়েন করেন। শেষে এখানেই ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি রহ. তার আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন,

أبو إسحاق الفزاري: الإمام، الكبير، الحافظ، المجاهد. اهـ

“বড় ইমাম, হাফেয ও মুজাহিদ আবু ইসহাক ফাযারি রহ.।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭২

১৮৫ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

فيها، وقيل: في التي تليها، توفي الإمام الغازي القدوة أبو إسحاق الفزاريّ إبراهيم بن محمّد بن الحارث الكوفيّ نزيل ثغر المصّيصة. اهـ

“এ বছর কিংবা মতান্তরে পরের বছর অনুসৃত ইমাম ও গাজি আবু ইসহাক ফাযারি রহ. ইন্তেকাল করেন, যিনি (নিজ ভূমি কূফা ছেড়ে) সীমান্তভূমি মাসসিসাকে আবাসস্থলরূপে গ্রহণ করেছিলেন।”- শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

আরো বলেন,

كان إماما، قانتا، مجاهدا، مرابطا، آمرا بالمعروف، إذا رأى بالثغر مبتدعا أخرجه. اهـ

"তিনি একাধারে ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহর অনুগত বান্দা। মুজাহিদ। মুরাবিত। সৎ কাজের আদেশদাতা। সীমান্তে কোন বিদআতিকে দেখলে বের করে দিতেন।" শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سنة، صالحا، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. اهـ

"আহমাদ আলইজলি রহ. বলেন, ফাযারি রহ. ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম। সুন্নাহর অনুসারি নেককার ব্যক্তি। তিনিই সীমান্তবাসীদের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৎ কাজে আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। সীমান্তে কোন বিদআতি প্রবেশ করলে বের করে দিতেন। তিনি হাদিসের প্রভূত জ্ঞান রাখতেন। ফিকহেও দক্ষতা ছিল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রহ. অনেক সময় শুধু ফাযারি রহ.কে দেখার জন্য মাসসিসায় যেতে পাগলপারা হয়ে উঠতেন।

ফাযারি রহ. মুজাহিদ ও মুরাবিতদের প্রয়োজনে জিহাদের উপর একটি বিখ্যাত কিতাবও লিখেছেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,

لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. اهـ

"জিহাদের উপর আবু ইসহাক রহ. এর কিতাবের মতো কিতাব আর কেউ লিখতে পারেনি।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭১৪

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৫, ১৬

আলী ইবনু খাশরাম+শাকিক ইবনু সালামা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৭-২০১৯

পনের. আলী ইবনু খাশরাম রহ. (২৫৭ হি.)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদিসের ইমাম। ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযি নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ যাহেদ বিশরে হাফির ভাগ্নে।

সহীহ বুখারির রাবি ফিরাবরি রহ. (৩২০ হি.) এর আলোচনায় যাহাবি রহ. বলেন,

المحدث، الثقة، العالم، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، راوي (الجامع الصحيح) عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين. وسمع أيضا من علي بن خشرم لما قدم فربر مرابطا. اهـ

"আবু আব্দুল্লাহ আলফিরাবরি। ইমাম বুখারি থেকে জামে সহীহ (বুখারি) এর বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারি থেকে তিনি ফিরাবরায় সহীহ বুখারি দুইবার শুনেছেন। এছাড়া আলী ইবনু খাশরাম থেকেও হাদিস শুনেছেন, যখন আলী ইবনু খাশরাম রিবাতের উদ্দেশ্যে ফিরাবরায় এসেছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩৫১

বুঝা গেল, আলী ইবনু খাশরাম রহ. ফিরাবরায় রিবাতে গিয়েছেন।

***

ষোল. শাকিক ইবনু সালামা আবু ওয়ায়িল আলকূফি (৮২ হি.)

মুখাদরাম তাবিয়ি। জাহিলি যামানা পেয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের যামানা পেয়েছেন, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ হয়নি। সিহাহ সিত্তার সকলেই তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আসিম ইবনু বাহদালা রহ. বলেন,

كان لأبي وائل -رحمه الله- خص من قصب، يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه، وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. اهـ

“আবু ওয়ায়িল রহ. এর একটি বাঁশের কুড়েঘর ছিল, যেখানে তিনি তার ঘোড়া নিয়ে থাকতেন। যখন জিহাদে যেতেন, কুড়েঘরটি ভেঙ্গে সাদাকা করে দিতেন। জিহাদ থেকে যখন ফিরে আসতেন, নতুন করে বানিয়ে নিতেন।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৫/৯০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৩৪

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৮

আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২১-২০১৯

সতের. আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। বিশিষ্ট তাবিয়ি। সর্বজন স্বীকৃত হাদিসের ইমাম। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ২/৩ বছর বাকি থাকতে তার জন্ম। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। বলা হয়, আটত্রিশ জন সাহাবিসহ চারশত শায়খের কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন। ইবনু সিরিন, শুবা, যুহরি, কাতাদা, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার শাগরেদ। সিহাহ সিত্তার সকলে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

غزا الروم في دولة معاوية. اهـ

"মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১২২

সাবিয়ি রহ. নিজেই বলেন,

غزوت في زمن زياد -يعني: ابن أبيه- ست غزوات، أو سبع غزوات. اهـ

"যিয়াদ রহ. গভর্নর থাকাকালে আমি ছয়/সাতটি জিহাদে শরীক হয়েছি।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১২৩

উল্লেখ্য, যিয়াদ রহ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহুর পক্ষ থেকে কূফার গভর্নর ছিলেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৬৩

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী- পর্ব-১

omayer

Junior Member

১১-২১-২০১৯

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী- পর্ব-১
খাওলা বিনতে আব্দুল আজিজ

এয়ারপোর্টে বিশাল জনস্রোত। সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য অস্থির। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় লাল, সাদা, রঙ্গিন, শুভ্র চুল এবং হলুদ চোখের মরা চেহারাগুলো এবং রোবটের ন্যায় দেহগুলো আমার সামনে ছিল। প্রত্যেকটা মূহুর্তই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হচ্ছিল। আমি কাফেরদের দেশকে সর্বদার জন্যই বিদায় জানাচ্ছিলাম। ভয় ছিল যে, প্রাণটা না আবার এই দারুল কুফরেই চলে যায়। আর এই আশংকাও হৃদয়ে ছিল যে, কোথাও এই কাফের সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের নজরে এসে যাইনি তো?

আমার আলেমা (লেখিকার শিক্ষিকা) বোনের সতর্ক বাণীগুলো আমার সামনে ভাসছিল যে, ইমিগ্রেশন (ভিসা অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম) থেকে বের হওয়ার সময় সতর্ক থেকো। কারণ, এই (গোয়েন্দা) কাফের পাগলরা কুত্তার মতো মুমিনদের পিছনে লেগে আছে। যেখানেই ঈমানের হালকা ঝলক দেখে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ ইমিগ্রেশন অতিক্রম করেছি। বিমানে চড়ে আমি আমার প্রিয় আলেমাকে শেষ মেসেজ দিলাম যে, আমি অচিরেই দারুল কুফর থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি তার শান অনুযায়ী তোমাকে বিশাল প্রতিদান দেন। আল্লাহ তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন এবং আমি যেন দ্রুত জিহাদের ময়দানে যোগ দিতে পারি। আর দুনিয়াতে যদি না হয় তাহলে কিয়ামতের দ্বীন আরশের ছায়ার নিচে আমরা একত্রিত হবো।

বিমান ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমার দিলের ধরপাকড় বাড়ছিল। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। মাথা নিজে নিজে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে সেজদায়

লুটিয়ে পড়ল। আমার রবকে আমি কি বলতে পারি, যিনি আমার মতো গুনাহগার বান্দীকে একাকী দারুল কুফর থেকে হিজরত করে, সম্মান ও বরকতের ভূমি "খোরাসানে" যাওয়ার তাওফিক দিচ্ছেন। আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম। ভিতর,বাহির চতুর্দিকেই নিরবতা আর নিরবতা অনুভব করলাম। এই কাফের রাষ্ট্রে আমার জীবনের নয়টি বছর চোখের সামনে দ্রুত অতিক্রম করছিল।

পাকিস্তানে এম.বি.বি.এস করার পর আমি বহির্বিশ্বে চলে যাই। অন্যান্য যুবতীদের মতো আমিও পশ্চিমা সভ্যতা এবং তাদের মিথ্যা চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই,দুনিয়ার একপ্রান্ত ছেড়ে অন্য প্রান্তে (ইউরোপে) একাকী চলে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চ থেকে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করা। যাতে আমি খুব ভালোভাবে দুনিয়া কামাতে পারি এবং নিজ দেশ, বিশেষ করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর খেদমত করতে পারি। আমার এই চিন্তা চেতনা বুঝতে হলে আপনাদের প্রথমেই আমার অতীত ইতিহাস জানতে হবে।

আমি এক সৈনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। আর পাকিস্তানী সেনা পরিবারের অধিকাংশই অনৈসলামিক এবং পশ্চিমা সভ্যতা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। সুতরাং এটা কেনই বা হবে না, যখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষাই কাফেরদের তৈরী করা ইসলাম। ইসলামের দুশমন এবং তাগুতদের বানানো শিক্ষা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাদের শিক্ষা। আমিও ছোট বেলা থেকেই শুধু নামায, রোযা, বেশী বেশী হজ্ব করাকে ইসলাম মনে করতাম। আমি যখন মানুষের সাথে চলমান বেইনসাফী, জুলুম এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে নির্ধারিত পদগুলোর মাঝে বৈপরিত্ব দেখতাম তখন এমন এক জীবন পদ্ধতির অনুসন্ধান করতাম যা মানুষকে এই লাঞ্ছনা থেকে বের করবে এবং সম্মানের যিন্দেগী দান করবে। দূর্ভাগ্যবশত: আমি ইসলামকে না জেনে, না বুঝে একটা অপরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মনে করতাম এবং কিছু ইবাদত ও রিয়াজাতের সমষ্টি মনে করতাম। আমি এভাবে নিজের বরকত ও রহমতপূর্ণ দ্বীন থেকে উদাসীন থেকে যাই। আমি বিভিন্ন সভ্যতা নিয়ে ভাসা ভাসা পড়াশুনা করেছি । ফলে আমার দৃষ্টি পশ্চিমা সভ্যতার উপর আটকিয়ে যায়। আমি আমার প্রিয় ভূমি পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহের সমস্যাবলীর সমাধান এই দাজ্জালী সভ্যতার মাঝে দেখতে পেলাম। আফসোস! শত আফসোস! যে, আমি ডাকাতকেই

রাহবার ভাবতে লাগলাম। সম্ভবত: এটাই আমার বহির্বিশ্বে ভ্রমণের মূল কারণ ছিল। (চলবে)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৬৪

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্নাইপার একজন মুজাহিদ

مصعب بن عمير

Member

১১-১৬-২০১৯

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্নাইপারঃ বাগদাদ_স্নাইপার '

জানতেন কি এখন পর্যন্ত একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্নাইপার মার্কসম্যান হলেন একজন মুসলিম, মুজাহিদ যিনি ছিলেন ইরাকে অ্যামেরিকান সৈন্যদের নিকট এক মূর্তিমান আতঙ্ক? অ্যামেরিকানরা এ অজানা স্নাইপারের নাম দিয়েছিল 'জুবা', যার

অর্থ আফ্রিকার যম নৃত্য; অর্থাৎ জুবা এসে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রেহাই পাওয়া কঠিন।

..

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মাঝে তিনি পুরোপুরি অপরিচিত হলেও আরব বিশ্বে তাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে শর্ট ফিল্ম, কমিক্স থেকে শুরু করে ভিডিও গেইম।

.

তার আবির্ভাব হয় ২০০৫ সালে, ইরাকে অ্যামেরিকার দখলদারিত্বের দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে। বোঝা যায় তিনি থাকতেন বাগদাদের দক্ষিণে সুন্নী অধ্যুষিত এলাকায়। পশ্চিমা মিডিয়ার মধ্যে প্রথম ব্রিটেনের গার্ডিয়ান ২০০৫ এর আগস্টে তার স্টোরি কভার করে।

..

এর শুরুটা হয়েছিল এভাবে-

..

১) "তারা কখনো জুবাকে দেখেনি। যখন তারা তাকে শুনতে পায় ততক্ষনে অনেক দেরী হয়ে গেছে; একটি গুলি বেরিয়ে যায় আর আরেকজন অ্যামেরিকান সৈন্য আহত বা নিহত হয়ে ধপ করে পড়ে যায়।

কখনো ফলো আপ শট হয়না, অ্যামেরিকান সৈন্যদের জন্য কখনো সুযোগ হয়না উৎস চিহ্নিত করে শিকারিকে শিকার করার। সে একবার গুলি করে, এরপর নাই হয়ে যায়।

জুবা ডাকনাম অ্যামেরিকান সৈন্যরা এক বিদ্রোহী স্নাইপারকে দিয়েছে যে বাগদাদের দক্ষিণে অপারেট করে। তারা তার চেহারা, জাতীয়তা বা আসল নাম জানেনা কিন্তু তার দক্ষতাকে জানে এবং ভয় করে।

"সে দক্ষ," ক্যাম্প রুসতামিয়ায় ঘাঁটি গড়া ১-৬৪ ব্যাটালিয়নের ২২ বছর বয়সী স্নাইপার ও বিশেষজ্ঞ ট্র্যাভিস বিউরেস বলেন "যখনই আমরা (আরমার্ড পারসোনেল ভেহিকল বা হামভি থেকে) নামি, আমি নিশ্চিত আমাদের প্রত্যেকের মাথায় তার চিন্তা ঘুরে। সে আমাদের জন্য এক বিশাল হুমকি।"

(They have never seen Juba. They hear him, but by then it's too late: a shot rings out and another US soldier slumps dead or wounded.
There is never a follow-up shot, never a chance for US forces to identify the origin, to make the hunter the hunted. He fires once and vanishes.

Juba is the nickname given by American forces to an insurgent sniper operating in southern Baghdad. They do not know his appearance, nationality or real name, but they know and fear his skill.

"He's good," said Specialist Travis Burress, ২২, a sniper with the ১-৬৪ battalion based in Camp Rustamiyah. "Every time we dismount I'm sure everyone has got him in the back of their minds. He's a serious threat to us.")

কয়েক মাসের ব্যবধানে সে ব্যাটালিয়নেরই আটজন সৈন্য জুবার শিকারে পরিণত হন। এরপর সাংবাদিক ররি ক্যারোল লিখেনঃ “এ যুদ্ধ যা সাম্প্রদায়িক বোমাবাজি আর বেসামরিক হতাহতের জন্য চিহ্নিত, তাতে প্রথাবিরুদ্ধভাবে জুবা শুধুমাত্র কোয়ালিশন সেনাদেরই টার্গেট করে যা একটি কঠিন লক্ষ্যবস্তু তাদের আরমার্ড ভেহিকল, বডি আরমার আর হেলমেট দিয়ে সুরক্ষিত থাকার কারণে।

সে সৈন্যদের হামভির টারেটে দাঁড়ানো বা তা থেকে নামার জন্য অপেক্ষা করে; এরপর তাদের বডি আরমারের ফাঁকে, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে, পাঁজর বা বুকের উপরে টার্গেট করে। সে ২০০ মিটার দূর থেকেও হত্যা করেছে।

“এটা একদম নিখুঁত শট ছিল,” ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে কর্নেল কেভিন ফ্যারেল এক ঘটনার উল্লেখ করেন, “মেরুদন্ড একদম উড়িয়ে দিয়েছে।” “আমাদের বিভিন্ন কৌশল আছে তাকে টোপ দিয়ে বের করে নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু সে খুবই ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ধৈর্যশীল। সে দ্বিতীয় গুলি করেনা।”

দ্বিতীয়বার শট করলে স্নাইপারের অবস্থান কম্প্রোমাইজড হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। দিন হলে শব্দের দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে বা রাত হলে বন্দুকের ফুলকি দেখে। দুই বছর পর অবশ্য জুবা তার ট্যাকটিকস পরিবর্তন করেন। প্রথম শটে কোন অ্যামেরিকান সৈন্য মারা না গিয়ে আহত হলে তার সাহায্যে আসা দ্বিতীয় সৈন্যকেও ধরাশায়ী করে দেয়া হয়।

২) কিছুদিনের মধ্যে জুবার স্টাইলের উন্নতি ঘটে। গুলি করে চলে যাবার আগ দিয়ে তিনি ব্যাটম্যানের মত একটা গুলির খোসা ও চিরকুট রেখে যেতেন। পরে অ্যামেরিকান সৈন্যরা আশে পাশে খোঁজ করতে গিয়ে সেই চিরকুট পেত যাতে লেখা থাকতোঃ قناص بغداد مرا من هنا ( ) অর্থাৎ বাগদাদ স্নাইপার এখান দিয়ে গিয়েছিল। অথবা লেখা থাকতো, "What has been taken in blood cannot be regained except by blood — The Baghdad Sniper."

৩) উনি নিজেকে জুবা বলতেন না, নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন 'বাগদাদ স্নাইপার' আর দখলদার প্রতিরোধকারী মুজাহিদীনদের নিকট তার কুনিয়া ছিল আবু সালেহ, কেউ কেউ বলতো 'Eagle Eye'। ইরাকের বিদ্রোহী মুজাহিদীন গ্রুপগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিল এমন একজন লিখেন তার পরিবার জানতো না তার অপারেশনগুলোর ব্যাপারে। তিনি প্রতিদিন বাসা থেকে বের হতেন কাজে বের হবার নাম করে।

বাগদাদ স্নাইপারের প্রিয় ফিচার ছিল হেডশট, মাথায় গুলি খাবার পর অ্যামেরিকান সৈন্যরা মরার আগে একটু শব্দ করারও সময় পেতনা। আর অপারেশনের জন্য ব্যবহার করতেন 'তাবুক' স্নাইপার রাইফেল। এটি সোভিয়েত "ড্র্যাগোনোভ" রাইফেলের ইরাকী আপগ্রেড ছিল (যেমন বাংলাদেশ অ্যাসাল্ট রাইফেল হিসেবে এখন মূলত BD-০৮ ব্যবহার করে যার ডিজাইন একে-৪৭ থেকে নেয়া হয়েছে)।

পেন্টাগন মিডিয়ায় বাগদাদ স্নাইপারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা শুরু করলে তিনি তার স্পটারকে দিয়ে তার অপারেশনের ভিডিও করা শুরু করেন। ২০০৫ এর নভেম্বরে বাগদাদ স্নাইপার নামে প্রথম তার অপারেশনের ভিডিও প্রকাশিত হয়। সে ভিডিও থেকে জানা যায় তিনি "জাইশুল ইসলামী ফিল ইরাক" এর সাথে কাজ করতেন, এক ইরাকী সালাফি ইনসার্জেন্ট দল। ভিডিও শুরু হয় একটি কণ্ঠ দিয়ে-

"আমার এ বন্দুকে নয়টা বুলেট আছে, সেই সাথে জর্জ বুশের জন্য আমার একটা উপহার আছে। এই নয় বুলেট দিয়ে আমি (তার) নয়জন সৈন্যকে মারতে যাচ্ছি।" এরপর বাগদাদের ভেতর নয়টি ভিন্ন ভিন্ন অপারেশনের ফুটেজ দেয়া হয় যেখানে নয়জন অ্যামেরিকানের সমাপ্তি দেখা যায়।

ভিডিওর কারণে পেন্টাগনের পক্ষে কঠিন হয়ে যায় এ নিয়ে মিথ্যা বলা। ইরাকের পুতুল সরকার দুই বার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মিথ্যা দাবী করে তারা বাগদাদ স্নাইপারকে গ্রেফতার করেছে...

৪) ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় ভিডিও "বাগদাদ স্নাইপার ২" ইন্টারনেটে আসে। যেখানে একটি ক্যালেন্ডার দেখা যায়। আবু সালেহ/ জুবা যে সব দিনে শিকার করেছে সে সব দিনে ক্রস চিহ্ন দেয়া। ভিডিওতে মোট ৩৭ অ্যামেরিকান সৈন্যের ধরাশায়ী হবার ঘটনা দেখা যায়। ভিডিওর শেষে জাইশুল ইসলামী ফিল ইরাক জানায় আবু সালেহ তার অধীনে তরুণদের স্নাইপার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এও জানানো হয় যে এক বছরে আবু সালেহ ও তার স্নাইপার ব্রিগেড মোট ৬৩৪ অ্যামেরিকান সৈন্য, ২৩ অফিসার ও ১১ স্নাইপারকে হত্যা ও ২০৬ অ্যামেরিকান সৈন্যকে আহত করেছে। মজার বিষয় হল যে বইটি থেকে মূলত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সাবেক এক অ্যামেরিকান মেজরেরই লেখা- The Ultimate sniper. বইয়ের লেখক জন প্লাস্টার বাগদাদ স্নাইপারের ব্যাপারে এবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে তার দক্ষতার প্রশংসা করে বলেনঃ "সে অবশ্যই ভালোভাবে অবগত একটি বন্দুক দিয়ে কি করতে হয়। তার বিবেচনা ও শৃঙ্খলা আছে একটি শট নেবার, বুদ্ধিমত্তার সাথে সরে যাবার পথ বেঁছে রাখার এবং শটের পরপরই গ্রেফতার এড়াতে সে স্থান ত্যাগ করার। সে উন্মুক্ত কেউ না, সে একজন মাপা শুটার"।

এ ভিডিওগুলো অ্যামেরিকার PsyOps বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে একটা বিশাল আঘাত হানে। কেননা পেন্টাগন বরাবর বিশ্ব মিডিয়ায় মিথ্যে দাবী করে আসছিলো যে ইরাক যুদ্ধে তাদের সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা খুবই কম। অ্যামেরিকান সৈন্যদের বিপুল সংখ্যায় এভাবে হতাহত হবার প্রমাণ ভিডিও আকারে আসায় আরব জনগণের নিকট "অ্যামেরিকান ইনভিন্সিবিলিটি"র জুরাজুরি খতম হয়ে যায়।

২০০৭ সালে বাগদাদ স্নাইপারের নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয় এবং সেখান থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ ভিডিও আপলোড করা হয়।

২০০৭ সালে জাইশুল ইসলামী অ্যামেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে সাহাওয়াতে পরিণত হলে জুবা সে দল ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে সাহাওয়াতের খেয়ানতের ফলেই তিনি শাহাদাত (ইনশাআল্লাহ) লাভ করেন। তবে এখন পর্যন্ত তার জীবন-শাহাদাত পুরো বিষয়টিই গোপনীয়তাও রহস্যময়তায় ঢাকা; হয়তো আল্লাহর এ বান্দার নিকট মানুষের প্রশংসার চেয়ে আল্লাহর সন্তোষই বড় ছিল যেমন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবন মুবারাক (রাঃ) এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তিনি যাদের সাথে কাজ করেছেন সবাই তার ইচ্ছানুযায়ী তার আসল নাম-পরিচয় গোপন রেখেছে। তার আসল নাম কি, তার চেহারা ইত্যাদি এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

ইরাকী পুলিশ আবু নিজার আল জাবুরীকে গ্রেফতার করে দাবী করেছিল সেই বাগদাদ স্নাইপার, যদিও এটি মিথ্যা হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৫) অনেকে দাবী করেন তিনি এককালে মসুল থেকে আসা সাদ্দামের বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন যার কুনিয়া ছিল আবু বারা। এ দাবীর কোন যৌক্তিকতা নেই। কেউ বলেছে তার নাম ছিল ওসমান, এ দাবীরও কোন ভিত্তি নেই।

২০১৪ সালে অ্যামেরিকার প্রোপ্যাগান্ডা মুভি "American Sniper" এ মুস্তাফা নামের একজন ইনসার্জেন্ট স্নাইপারকে দেখানো হয় যাকে ক্রিস কাইল হত্যা করে। যদিও বিষয়টি জুবার ভয় থেকে অনুপ্রাণিত, তবু বিষয় হলো এ ঘটনাসহ মুভিতে দেখানো অধিকাংশ বিষয়ই হলো মিথ্যা ও সাজানো যার কিছুটা ক্রিস কাইল সাজিয়েছে তার জীবনীতে আর বাকীটা ইস্টউড তার মুভিতে।

অ্যামেরিকার শ্রেষ্ঠ মার্কসম্যান হিসেবে খ্যাত ক্রিস কাইলের কনফার্মড কিল নাম্বারের দাবীর কোন শক্ত ভিত্তি নেই। তার ১৬০ কনফার্মড কিলের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ। আর এখন পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মার্কসম্যান ও রেকর্ড নম্বর কনফার্মড কিলের দাবীদার হলেন ফিনিশ স্নাইপার সিমো হাইহা যার কনফার্মড কিলের সংখ্যা ৫০৫ সোভিয়েত সৈন্য। কিন্তু জাইশুল ইসলামের দাবী আবু সালেহ ওরফে বাগদাদ স্নাইপারের কনফার্মড কিলের সংখ্যা হলো ৬৪৫ অ্যামেরিকান সৈন্য যার মধ্যে পাঁচ শতাধিক হলো হেডশট। যদি এ দাবী সত্য হয় তাহলে তা বাগদাদ

স্নাইপার আবু সালেহকে শুধু মুসলিমদের মাঝে বা একাদশ শতাব্দীতেই শুধু শ্রেষ্ঠ স্নাইপার বানাবেনা বরং তিনি হবেন এখন পর্যন্ত সর্ব কালের সেরা স্নাইপার।

[তার কিছু শিকারের কম্পাইলেশনের একটি ভিডিও এখনও ইন্টারনেটে আছে। যারা আগ্রহী তারা এখান থেকে সেটি নামাতে পারেন-

https://archive.org/details/
JubaBaghdadSniper১-৪Compilation]

নোটঃ

১। ‘ Elusive sniper saps US morale in Baghdad’, The Guardian, ৫ August ২০০৫.

২। ‘Juba the Sniper Legend haunting troops in Iraq’, STARS AND STRIPES, April ২২, ২০০৭

৩। পূর্বোক্ত

৪। ‘Juba The Sniper’ in Iraqi Police custody?’, Nibras kazimi, Talisman Gate, ২৯ November ২০০৬.

৫। ‘Baghdad Sniper: Myth or Menace?’, ABC News, ১০ Feb ২০০৬

৬। kazimi, Ibid.

৭। ‘Famed ‘Baghdad Sniper’ Mourned by Jihadist Websites’, kazimi, Talisman Gate, ২৬ February ২০০৬.

৮। ‘We Had American Sniper Chris Kyle. The Enemy Had Juba the Baghdad Sniper’, History Network, ২৭ March, ২০১৫

৯। ‘American Sniper vs. Baghdad Sniper’, Sputnik News, ২৬ February, ২০১৬

১০। ‘American Sniper: ১০ burning questions’, The Telegraph (UK), ১৯ February, ২০১৫

১১। পূর্বোক্ত

১২। ‘Conflict in Iraq: The sniper who shoots on video’, Independent (UK) ,৯ November ২০০৬

১৩। قناص بغداد .. سهام الموت لحصد أرواح المحتلين' , , رسالة الإسلام , معتز بالله محمد 2013/02/13

Juba Baghdad Sniper ১-৪ Compilation : Islamic Army in Iraq,

Abu Talha (clips from "dunya is passing by&quot:Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive archive.org

collected

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭২৭

খোরাসানের পথে হিজরত করা এক পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-২

omayer

Junior Member

১১-২২-২০১৯

খোরাসানের পথে হিজরত করা এক পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-২

খাওলা বিনতে আব্দুল আজিজ

ইংরেজদের তৈরী এই সেনাবাহিনীকে খুব কাছ থেকেই আমি দেখেছি। শিক্ষা লাভ করেছি আর্মি পাবলিক স্কুলে। আমার একথায় সামান্যও বাড়াবাড়ি হবে না যে, নাস্তিক্যবাদ সম্বলিত এসব স্কুল বাস্তবে ইংরেজদের গোলাম এবং ইসলামের গোড়া কর্তনকারী মুশাররফ(পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী) এবং কায়ানী (সেনাপ্রধান) তৈরীর কারখানা। এসব স্কুলে নিযুক্ত দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ এবং পশ্চিমা সভ্যতায় আকৃষ্ট শিক্ষকরা আমার মাঝে দ্বীনের প্রতি সীমাহীন অনিহা সৃষ্টি করেছে। স্কুলে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা শত শত যুবকের চরিত্র ধ্বংস করতে ভূমিকা পালন করছে। স্কুলে শিক্ষকরা বাচ্চাদেরকে পিতার সাথে কৃতওয়াদা অনুযায়ী ক্লাস করান এবং ছাত্ররাও একে অপরের সাথে এই ভিত্তিতেই স্কুলে যায়। মোট কথা, বাচ্চাদের মাঝে অহংকারী চিন্তা-চেতনা প্রথম দিন থেকেই মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনীকে আমাদের সামনে ইসলামী হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। শুধু তাই নয়, বরং আমাদেরকে এই বিষয়টি পড়ানো হতো যে, পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা; যেমন, আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড একটি আদর্শিক জীবন ব্যবস্থা এবং এর আবিস্কারকরাও আদর্শবান। যেমন: হিলান-কিলার, ডারউইন ইত্যাদি। আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের ব্রেইনে ছোট বেলা থেকেই গোলামী চিন্তা-ভাবনা এবং কাফেরদের বড়ত্ব বসিয়ে দেওয়া হয়। তাদের অনুসরণ ও সমর্থনেই আমাদের মুক্তি। যার হৃদয়ের কোণে সামান্য ইসলামের মহব্বত বাকি আছে তাকে একটি ভাসা ভাসা এবং টাইমপাস বিষয় “ইসলাম শিক্ষা” নামক সাবজেক্ট পড়ানোর

মাধ্যমে খামোশ করিয়ে দেওয়া হয়। আমার খুব ভালো করেই মনে আছে যে, আমাদের আর্মি পাবলিক স্কুলের ইসলামী বিষয়ের শিক্ষিকা একজন পর্দাহিন নারী ছিল। যে আমাদেরকে কখনো নামায, রোযার জন্য তাম্বীহ করত না। আমাদেরকে বেতনভূক্ত এক বৃদ্ধা নারী পুলিশ ইসলাম শিক্ষা পড়াতো।

জাহায খুব দ্রুত গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। আমার ব্রেইনও খুব দ্রুত অতীতের স্মৃতিগুলো মন্থন করছে। সর্বশেষ মনে হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর এত খারাপিতা সত্ত্বেও আমি কেন এই পাপাচারের ভূমিতে বন্দী ছিলাম? আমি এত বছর কেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ইসলামী, কর্মঠ এবং আত্মমর্যাদাবান মনে করতাম? পাকিস্তান সৃষ্টির পর, বিশেষত: ২০০১ সালের পর পাকিস্তান যেভাবে আমেরিকার বিষাক্ত গোলামী ক্রয় করে নিয়েছে এবং ইসলামের শেকড় কাটা শুরু করেছে তা চোখের পর্দা সরানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারপরেও কেন আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম।

আমি সেনাবাহিনীকে মুজাহিদীনে ইসলাম এবং মুজাহিদীনকে সন্ত্রাস মনে করতাম। হয়তো এটা একারণে যে, সেনাবাহিনীর সাথে যেকোন ভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নাস্তিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির উপর গড়ে তোলা হয়। অত:পর মিডিয়া এবং আর্মি স্কুল ও কলেজে মিথ্যার বাজনা এমন ভাবে বাজানো হয় যে, অন্য কোন কথাই শুনতে দেওয়া হয়না। তখন সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হতে থাকে।

এটাতো ছিল আমার ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কেন্দ্র স্কুল কলেজের অবস্থা। আমার বাড়িও ছিল সেনা ক্যাম্পের ভিতর । সাধারণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা যখন এই ছাউনীতে প্রবেশ করে তখন সে নিজেকে নিজে এক নতুন দুনিয়ায় অনুভব করে। উভয় দলের পার্থক্য সুস্পষ্ট। সেনা ছাউনি যেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং বিনোদন অনুষ্ঠান হয় তা মূলত ভোগ বিলাস এবং পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। দিনে অফিস এবং ডিউটিতে “ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার” এর ধ্বনি এবং রাতে ঐ অফিসার এবং তাদের জওয়ান সন্তানদের নিয়ে পশ্চিমা সিস্টেমে নাচ গান এবং আনন্দ-ফূর্তির সভা জমে, জুয়া খেলা, ক্ল্যাব এবং আর্মি ম্যাচে বিনোদন প্রোগ্রামগুলোতে নারী পুরুষদের প্রকাশ্য মেলা মেশা এবং ইংরেজদের

কৃষ্টি কালচার অনুযায়ী অনুষ্ঠান। এসবই সেনাবাহিনীর শেয়ার। এরা ঐ সেনাবাহিনী যারা নিজেদেরকেও খোরাসানের মুজাহিদ” মনে করে থাকে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৭২

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৮

আমর ইবনু মারযুক্ব আলবাসরী রহ. (২২৪হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২৩-২০১৯

আঠার. আমর ইবনু মারযুক্ব আলবাসরী রহ. (২২৪হি.)

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ। শু'বা, হাম্মাদ ইবনু যায়দ, হাম্মাদ ইবনু সালামা প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশিষ্ট মুজাহিদ ছিলেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন,

كان عمرو صاحب غزو وخير. اهـ

"আমর রহ. মুজাহিদ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৫৭

মুসলিম ইবনু ইব্রাহিম রহ. বলেন,

كان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر. اهـ

"আমর (ইবনু মারযুক্ব) রহ. মুজাহিদ ছিলেন। সমূদ্রপথে জিহাদ করতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৫৬

উল্লেখ্য, সমূদ্রপথে জিহাদের সওয়াব স্থল জিহাদের চেয়ে বেশি। কারণ, সমূদ্র-জিহাদ অধিকতর ভীতিসংকুল। হাদিসে এসেছে,

المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين -سنن ابي داود، رقم: 2493؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، قال الأرنؤوط: أسناده حسن. اهـ

“সমূদ্রপথে যার মাথা ঘুরে বমি এসে যায় সে এক শহীদের সওয়াব পাবে। আর যে ডুবে মারা যাবে সে দুই শহীদের সওয়াব পাবে।”- সুনানে আবু দাউদ ২৪৯৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৮৩

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৩

omayer

Junior Member

১১-২৫-২০১৯

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৩

খাওলা বিনতে আব্দুল আজিজ

যে বিষয়টি আমাকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে তা হল তাদের "ক্লাস সিস্টেম"। সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ ব্যক্তির মর্যাদা একটি ফালতু কুত্তার চেয়ে বেশি না। তালেবানের একজন কমান্ডার সেনাদের সাধারণ সদস্যদের উদাহরণ এই বাক্যগুলোতে ব্যক্ত করেছেন যে,"বাহিনীতে সাধারণ সিপাহীদের অবস্থা শুদ্রদের ন্যায়(হিন্দুদের নিম্নশ্রেনী)এবং অফিসারদের অবস্থা হলো ব্রাহ্মণদের (হিন্দুদের উচ্চ শ্রেণী) ন্যায়। অফিসারদের টয়লেট সাধারণ সৈন্যদের ব্যারাকের চেয়ে উত্তম। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী জমিনে সবচেয়ে বড় আহমক; যারা নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত সামান্য কিছু টাকার বিনিময় বিক্রি করে দিয়েছে। আর সাধারণ সৈনিকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং তারা ভাতাও পায় সবচেয়ে কম।" মোট কথা, এসব নোংরা চরিত্রের কারণে অন্যদের মতো সৈন্যদের প্রতি আমার ধারণাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যেহেতু আমার চারপাশে এই সিস্টেমের বিপরীত কোন বিদ্রোহ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আর কেউ যদি চোখের ইশারায়ও কোন কথা বলতো তাহলে তাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, গাদ্দার এবং রাষ্ট্রের শত্রু ভাবা হতো। যার ফলে এমন কল্পনাকারী নিজেই লজ্জিত হতো। তাই, আমিও অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে নিলাম।

২০০১ সালের পর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রকাশ্যভাবে ক্রুসেডারদের সঙ্গ দিয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে ধ্বংসের কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ শুরু করলো তখনও আমি হতভাগ্যতার কারণে এই সেনাদের ওয়াফাদারীর গুন-কীর্তন করতে থাকি। আমি এবং আমার মতো অনেক যুবক এটা ভাবতে থাকে যে,

এসবকিছুই পারভেজ মোশাররফ দেশকে টিকিয়ে রাখার জন্যই করছে এবং ইমারাতে ইসলামীতে থাকা মুজাহিদীনরা আসলে ইহুদী এবং ইন্ডিয়ান এজেন্ট যারা পাকিস্তানকে দূর্বল করতে চাচ্ছে।

এখানে আমি দাজ্জালী মিডিয়ার কথাও স্মরণ করছি যে, স্থল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো জাতিসংঘ এবং আমেরিকার নেতৃত্বে মিডিয়া যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। পুরা বিশ্বে ইমার্জেন্সী হামলার গুরুত্বটা তুলে ধরেছে এবং ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানকে মানবতার নিকৃষ্ট শত্রু ও সন্ত্রাসীদের মারকায প্রমাণিত করেছে। সিকিউরিটি ফোর্সে একের পর এক বৈঠকে বসানো হচ্ছিল। বিভিন্ন খবর ও টকশোর মাধ্যমে জনগণের মাঝে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মানুষের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যে, আমেরিকা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি যার সামনে অন্যান্য শক্তিশালী জাতীগুলো অনেক তুচ্ছ। আমাদের জীবন এবং মরণ আমেরিকার হাতে।

মোট কথা, 'আমেরিকান ভূত' এসেম্বলী এবং পার্লামেন্টে খাড়া করে দেওয়া হলো যার সামনে আমাদের বুদ্ধিজীবি এবং সেনাপ্রধানরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ সৈন্যরা এই সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে নিরব তামাশার পাত্র হয়ে নিজেদের বুদ্ধিজীবিদের পিছনে ছুটাতে লাগল। বাস্তবতা হলো, আমি সহ অনেক লোকই জেনে বুঝেও অজ্ঞ সেজেছিল। নিজ স্বার্থ এবং মৃত অনুভূতিই কাজ করছিল। অন্যথায়, তখনো হক্ব এবং বাতিল এই পরিমাণ উজ্বল ছিল যে, সাধারণ ব্যক্তির জন্যও চেনা সহজ ছিল। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই হক্ব চেনাটা মুশকিল ছিল না। বরং হক্বের সাথী হওয়া এবং তাগুতের সাথে টক্কর দেওয়াটাই মুশকিল ছিল।

আমাকে সবচেয়ে বেশী এই প্রশ্নটাই করা হয় যে, সর্বশেষ আমি কিভাবে হঠাৎ আল্লাহর তাওফীকে অন্ধকার থেকে আলোর সফরে বের হয়েছি? বাস্তবতা হলো, আমি এরকম হেদায়াতের অনুসন্ধান অনেক বছর যাবতই করেছি। যেমনটা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমি এমন জীবন ব্যবস্থার অনুসন্ধান করছিলাম যা মানবতাকে বর্তমান জুলুমী জীবন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিবে এবং ন্যায়পরায়ণ ও নিরাপদ জীবন ব্যবস্থার ধারক বাহক হবে। যা মানুষের শারিরিক এবং আত্মিক উভয়ের উন্নতির কারণ হবে।

চলবে...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮০৭

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৯

হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (১৩২ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২৮-২০১৯

উনিশ. হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (১৩২ হি.)

তিনি ইয়ামানের রাজধানী সানআর অধিবাসী। সহিফায়ে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহের জন্য প্রসিদ্ধ, যাতে একশো চল্লিশটির মতো হাদিস আছে, যেগুলো তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছেন। মুসলিম শরীফে হাম্মাম সূত্রে এ সহিফার হাদিস বর্ণিত আছে। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال أحمد بن حنبل: كان يغزو. اهـ

"ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন, হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রহ. জিহাদ করতেন।"- **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৮**

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৩৫

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২০

আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-০১-২০১৯

বিশ. আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫ হি.)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর সবচেয়ে যোগ্য ও প্রিয় শাগরেদ। আহমাদ রহ. তাকে সবার উপর প্রাধান্য দিতেন। মৃত্যুর পর তিনিই আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর চক্ষু বন্ধ করেছেন এবং তিনিই গোসল দিয়েছেন। আহমাদ রহ. থেকে তিনি অসংখ্য মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উপর হাম্বলী মাযহাবের একটা বড় অংশের ভিত্তি।

মারওয়াযি রহ. এর যোগ্য শাগরেদ আবু বকর খাল্লাল (৩১১ হি.), যিনি আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ একত্রিত করে সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাবকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

খাল্লাল রহ. (৩১১ হি.) বলেন,

خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء، فجعل يردهم فلا يرجعون. قال: فحزروا فإذا هم بسامراء، سوى من رجع، نحو خمسين ألفا. اهـ

“একবার আবু বকর (মারওয়াযি) রহ. জিহাদে রওয়ানা হলেন। তাকে বিদায় জানাতে বাগদাদ থেকে সামেরা পর্যন্ত অগণিত লোকের ভিড় হল। তিনি ফিরে যেতে বললেও লোকজন ফিরে আসছিল না। সামেরায় গিয়ে আন্দাজ করা হল, এখনো যারা যারা রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারের মতো।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩১৫

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৬২

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সতর্কীকরণ

আল-কোরআনের সৈনিক

Member

১২-০৪-২০১৯

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সতর্কীকরণ

হযরত আব্দুল্লহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার বয়ান করিতে গিয়া বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আমীরের কথা মান্য করা ও একতাবদ্ধ হইয়া থাকাকে জরুরী মনে করিও। কারণ ইহাই আল্লহ তায়া'লার সেই রশি যাহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকার আল্লহ তায়া'লা নির্দেশ দিয়াছেন। পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া চলার মধ্যে তোমরা যে সকল অপছন্দীয় বিষয়ের সম্মুখীন হইবে তাহা ঐ সকল পছন্দনীয় বিষয় হইতে উত্তম হইবে, যাহা তোমাদের পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে হাসিল হইবে। আল্লহ তায়া'লা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটির জন্য একটি শেষ সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যেখান পর্যন্ত উহা পৌঁছিবে। বর্তমানে ইসলামের মজবুতি ও উন্নতির যুগ। অতিসত্বর উহা আপন শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যাইবে। তারপর কিয়ামাত পর্যন্ত উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহার আলামত এই যে লোকজন অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ হইয়া পড়িবে। এমনকি একজন অভাবগ্রস্থ লোক এমন কাহাকেও পাইবে না যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। আর একজন ধনী নিজের জন্য উহা যথেষ্ট মনে করিবে না যাহা তাহার নিকট রহিয়াছে। এমনকি একব্যক্তি তাহার আপন ভাই ও চাচতো ভাইয়ের নিকটে নিজের অভাবের কথা বলিবে কিন্তু তাহারাও তাহাকে কিছু দিবে না। এমনকি একজন অভাবগ্রস্থ ভিক্ষুক এক জুমআ হইতে দ্বিতীয় জুমআ পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে কিন্তু কেহই তাহার হাতে কিছু দিবে না। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিবে তখন জমিনের ভিতর হইতে এমন এক বিকট আওয়াজ বাহির হইবে যে, প্রত্যেক এলাকার লোকজন মনে করিবে যে, এই আওয়াজ তাহাদের এলাকা হইতে বাহির হইয়াছে। অতঃপর যতদিন আল্লহ তায়া'লা চাহিবেন জমিন নিস্তব্ধ থাকিবে। তারপর জমিন তাহার কলিজার টুকরাসমূহ বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত আব্দুল্লহ ইবনে মাসউদ

রদিয়াল্লহু আ'নহুকে জিজ্ঞাসা করা হইল হে আবু আব্দুর রহমান, জমিনের টুকরাগুলি কি জিনিস? তিনি বললেন স্বর্ণরূপার স্তম্ভসমূহ। আর সেদিন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত স্বর্ণ-রূপার দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করা হইবে না।

মুজাহিদ রহমাতুল্লহ আ'লাইহি ব্যতীত অন্যান্যদের রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কসমূহ ছিন্ন করা হইবে। আর অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, ধনীরা শুধু গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিবে। আর গরীব এমন কাহাকেও পাইবে না, যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। একব্যক্তি যাহার চাচতো ভাই ধনী হইবে এবং সে তাহার নিকট নিজের অভাবের কথা বলিবে, কিন্তু সেই চাচতো ভাই তাহাকে কিছুই দিবে না। এই রেওয়ায়েতে উপরোক্ত হাদীসের পরর্বতী অংশ বর্ণিত হয়নাই।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত আবুযার (রাঃ)এর উক্তি

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আবুযার (রাঃ)কে একটি জিনিস দেয়ার জন্য লইয়া চলিলাম। আমরা তাঁহার আবাসস্থল রাবাযাহতে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি সেখানে নাই। আমাদিগকে বলা হইল তিনি (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) হাজ্জের অনুমতি চাহিয়া ছিলেন। তাঁহাকে অনুমতি দেয়া হইয়াছিল। (সুতরাং তিনি হাজ্জে গিয়াছেন।) আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মিনা শহরে তাঁহার নিকটে গেলাম। আমরা তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলাম এমন সময়ে কেহ তাঁহাকে বলিল, (আমীরুল মুমিনীন) হযরত উসমান (রাঃ)মিনাতে চার রাকাত নামায পড়াইয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত শক্ত কথা বলিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসুল (সাঃ) এর (এই মিনাতে) নামায পড়িয়াছি। তিনি দুই রাকাত পড়াইয়াছিলেন।

আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত উ'মার (রাঃ)এর সহিত (এইখানে) নামায পড়িয়াছি। (তাঁহারাও দুই রাকাত পড়াইয়া ছিলেন।) অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন হযরত আবুযার (রাঃ)উঠিয়া চার রাকাত আদায় করিলেন। (কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ)যেহেতু মক্কায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের নিয়ত করিয়াছিলেন সেহেতু তিনি মুকীম ছিলেন বিধায় চার রাকাত পড়িয়াছিলেন।) কেহ আরজ করিল, আপনি আমীরুল মুমিনীনের উপর যে বিষয়ে আপত্তি করিলেন, নিজেই তাহা করিলেন? তিনি বলিলেন, আমীরের বিরোধিতা

করা ইহা অপেক্ষা গুরুতর। রাসুল (সাঃ) একবার আমাদিগকে খুতবা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমার পরে বাদশাহ হইবে, তোমরা তাহাদিগকে অপমান করিও না। কেননা যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অপমান করার ইচ্ছা করিল সে ইসলামের রশিকে আপন গলা হইতে খুলিয়া ফেলিল। এই ব্যক্তির তওবা ঐ সময় পর্যন্ত কবুল হইবে না যতক্ষন না সে ঐ ছিদ্রকে বন্ধ করিবে যাহা সে সৃষ্টি করিয়াছে। (অর্থাৎ বাদশাহকে অপমান করিয়া সে ইসলামের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণ না করিবে।) — কিন্তু সে এই কাজ করিতে পারিবে না — এবং যতক্ষন না সে (তাহার পূর্বের আচরণ হইতে) ফিরিয়া আসিবে এবং বাদশাহর সম্মানকারীদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। রাসুল (সাঃ) আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিন বিষয়ে যেন বাদশাহগন আমাদের উপর প্রবল হইতে না পারেন। (অর্থাৎ আমরা তাঁহাদেরকে সম্মান করিব কিন্তু তিনটি কাজ ছাড়িব না।) এক–আমরা সৎ কাজের আদেশ করিব, দুই–অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিব, তিন–লোকদের সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকব।

বিরোধ সম্পর্কে ইবনে মাসঊদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত কাতাদাহ (রাঃ)বলেন, রাসুল (সাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত উ'মার (রাঃ)মিনাতে দুই রাকাত কসর পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আ'নহুও তাঁহার খিলাফাতের প্রথম দিকে দুই রাকাতই পড়িয়াছেন। পরবর্তীতে তিনি চার রাকাত পড়িতে আরম্ভ করেন। হযরত আব্দুল্লহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)যখন ইহা জানতে পারিলেন তখন বলিলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন, (কিন্তু যখন নামাযের সময় হইল তখন) আবার তিনি উঠিয়া চার রাকাত পড়িলেন। কেহ বলিল চার রাকাতের কথা শুনিয়া আপনি ইন্না লিল্লাহ ..... পড়িলেন কিন্তু নিজেই আবার চার রাকাত পড়িলেন? তিনি বলিলেন আমীরের বিরোধিতা করা ইহা অপেক্ষা খারাপ জিনিস। (কানয)

হযরত আ'লী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আ'লী (রাঃ)একবার বলিলেন, তোমরা পূর্বে যেইভাবে ফয়সালা করিতে সেইভাবেই ফয়সালা কর। কেননা আমি বিরোধকে অত্যন্ত খারাপ মনে করি। হয় তোমরা এক জামাত থাকিবে নতুবা আমি মৃত্যুবরণ করিব যেমন আমার সঙ্গীগণ (অর্থাৎ আবু বকর রদিয়াল্লহু আ'নহু, উ'মার (রাঃ)ও উসমান (রাঃ)বিরোধহীন

ভাবে) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইবনে সীরীন রহমাতুল্লহ আ'লাইহি এর বিশ্বাস এই ছিল যে, লোকেরা হযরত আ'লী (রাঃ)হইতে যে সকল (বিরোধমূলক) রেওয়ায়েত বর্ণণা করে তাহা অধিকাংশই মিথ্যা। (মুন্তাখাব)

বিদআত, একতা ও বিছিন্নতা সম্পর্কে হযরত আ'লী (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে কাউয়া রহমাতুল্লহ আ'লাইহি হযরত আ'লী (রাঃ)কে সুন্নাত ও বিদআত এবং একতা ও বিছিন্নতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আ'লী (রাঃ)বলিলেন, হে ইবনে কাউয়া, তুমি প্রশ্ন স্মরণ রাখিয়াছ এখন উহার উত্তর বুঝিয়া লও। আল্লহর কসম, সুন্নাত হইল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর তরীকা, আর বিদআত হইল যাহা সুন্নাত হইতে ভিন্ন। এবং আল্লহর কসম, একতা হইল আহলে হক (অর্থাৎ হকপন্থীদের) এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় কম হয়, আর বিছিন্নতা হইল আহলে বাতেল (অর্থাৎ বাতেলপন্থীদের) এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় অধিক হয়। (কানয) হায়াতুস সাহাবাহ ২য় খন্ড (দারুল কিতাব, ডিসেম্বর ২০০৫) পৃষ্ঠা ৩৬২

~~~~***~~~~

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে উল্লেখিত বিষয়ের উপর আমল করার তাওফিক দিন। আমীন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৮০
~~~~

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৪

omayer

Junior Member

১১-২৮-২০১৯

খোরাসানের পথে হিজরত করা একজন পাকিস্তানি বোনের আত্মজীবনী, পর্ব-৪ খাওলা বিনতে আব্দুল আজিজ

খুব দ্রুতই বহির্বিশ্বে চাকুরীর অফার পাচ্ছিলাম। ফিজিশন ট্রেনিংয়ে ঢুকার পর সফলতার সাথেই তাতে পাশ করেছি। আমার সবচেয়ে বেশী ট্রেনিং আমার অন্তরের রোগের উপর হচ্ছিল। শুরু থেকেই হৃদযন্ত্রের যাদুময়ী সৃষ্টি এবং পেঁচানো রগ-রেশা খুব আকৃষ্ট করছিল। আমি অপারেশন থিয়েটারে দাঁড়িয়ে হৃদযন্ত্র এবং তার সাথে জড়িত রোগের লক্ষণসমূহ দেখতে পেতাম। কিভাবে এক টুকরো গোস্ত পুরা শরীরের রক্ত সঞ্চালিত করে। আমি সব সময় অনিচ্ছা সত্বেও তার স্রষ্টা এবং সকল অঙ্গের স্রষ্টার মহত্ব ও বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করে কেঁপে উঠতাম। ঐ সময় আমি ইসলামে হৃদয়ের ওপর কার্যকরী বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু এখন অধিকাংশ সময় ঐ গোস্তের টুকরার ব্যাপারে চিন্তা করি, যদি তা সুস্থ থাকে অর্থাৎ তাক্বওয়ার উপর থাকে তাহলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর উহা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যায়। আর এর নামই কলব। নিশ্চয় আধুনিক বিজ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদাসিন হওয়ার কারণে মানবাত্মার রোগ-ব্যাধি এবং তার সঠিক সমাধান বের করতে অক্ষম। তিনি কি উত্তম জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? এছাড়াও যখনই আমি কাফেরদের মৃত্যু শয্যায় দেখি তখনই আমার হৃদয় কেঁপে উঠে। তাদের নিরাশ, অন্ধকার চোখ, মৃত্যুর ভয়, দুনিয়া এবং ধন সম্পদ সর্বদার জন্য ছেড়ে যাওয়ার দুঃশ্চিন্তা এবং ঐ দুনিয়া যার জন্য সে পুরো জীবন ব্যয় করেছে, কিন্তু আজ তা সব তাকে এমন ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে যে, মনে হয় সে তাকে চিনেই না। অতঃপর প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়া। এসবই কাফেরের মৃত্যু শয্যায় জমা হয়েছিল।

আমার ওয়ার্ডে ব্লাড ক্যান্সারের এক রোগী ছিল। আমি তাকে দুই সপ্তাহ সময় বেধে দিয়ে বলেছিলাম যে, তোমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যাবে। তারপর তোমার জীবন প্রদ্বীপ নিভে যাবে। আমি যখন প্রতিদিন তার কামরায় তাকে দেখার জন্য যেতাম তখন সে ঘাড় উঁচু করে আমাকে দেখত এবং বলত,'ডাক্তার! আর দশ দিন বাকি' এবং পরেরদিন যখন আবার যেতাম তখন বলত,'ডাক্তার! নয় দিন বাকি'। অতঃপর কিছুদিন যাওয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করল। সময়ে-অসময়ে তার নিরাশ ভীতসন্ত্রস্ত চোখগুলো ও ফ্যাকাসে চেহারা আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে। রাতের বেলা যখন ড্রাইভিং করি তখন অধিকাংশ সময় আমার সামনে সে-ই লোকটির নিরাশ চেহারা এবং ভীতসন্ত্রস্ত চোখের চাহনি আমি দেখতে পাই; যা আমাকে নিজের জীবনের প্রতি নৈরাশ ও হতাশ করে তুলে। বিবেকের দংশনে কখনো কখনো নিজেকে গাড়িসহ সমুদ্রে ফেলে দেবার চিন্তাও আমার হৃদয়ে আসত। তখন আমি ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতাম এবং বিড় বিড় করে দোয়া করতে থাকতাম,"হে অন্তরযামী প্রভূ! আমাকে জুলুমের অন্ধকার থেকে তোমার হেদায়াতের আলোতে নিয়ে যাও। আমি ইহা থেকে পলায়নকারী, লোভী দুনিয়া কে ঘৃণাকারী।"

কিন্তু দুনিয়া আমার দিকে চারপাশ থেকে অক্টোপাসের মতো ধেয়ে আসছিল। চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি এক অজানা গন্তব্যের দিকে হাঁটছিলাম। আমি নিজের সঠিক গন্তব্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলাম।

মোট কথা, যে উদ্দেশ্যে আমি পাকিস্তান ছেড়েছি তার সবই পেয়েছি। তার সবই জীবনে এত পরিমাণে পেয়েছিলাম; যা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু তবুও যেন হৃদয় রাজ্যে মূল্যবান কোন জিনিসের শূন্যতা অনুভূত হচ্ছিল। দিন দিন আমি নিজেই নিজের প্রতি অস্থির ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলাম। আমার অন্তরের অন্ধকার বেড়েই চলছিল। আমি এই চিন্তা করে পুরো বিশ্ব সফরের ইচ্ছা করেছিলাম যে, সেখানে আমার পিপাসা নিবারণের জিনিসটি পেয়ে যাবো। কিন্তু সবখানেই পলায়নপরতা, নৈতিক অধঃপতন এবং প্রবৃত্তি পূজাই দেখতে পাচ্ছিলাম।আমার কাছে মানুষকে জীব-জন্তু থেকে আরো নিকৃষ্ট মনে হচ্ছিল।

আখেরাত ভুলে যাদের হৃদয় দুনিয়ার মহব্বতে আচ্ছাদিত, আশা করি তাদের জন্য আমার জীবন গল্পটি আধার রাতের আলোক মশাল স্বরূপ হবে। আমার কাছে

বর্তমানে যে হাত ব্যাগটা আছে তার দাম দুই লক্ষ টাকা, লক্ষ টাকার জুতা ও এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার সমমূল্যের পোশাক আমার পরিধানে আছে। বিমানের সফর আমার কাছে সাইকেলের সফর থেকেও সস্তা ছিল। হোটেলে এক বেলা খাবারের বিল আসত ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। আমার প্রাইভেট চেম্বারের বাহিরে ইংরেজরা হাত জোড় করে খাদেমের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

মোট কথা, দুনিয়ার জীবনই যদি সুখ-শান্তি ও আত্মিক সফলতার কারণ হতো তাহলে হয়তো আমি শান্তি ও সুখময় জীবন যাপনে শীর্ষে থাকতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবতা ছিল তার পুরো বিপরীত। আমার চেয়ে অধিক আন্তরিক প্রশান্তি শূন্য, চারিত্রিক দূরাবস্থা, রুহানী আধারে আচ্ছন্ন এবং মানসিক অস্থিরতার শিকার খুব কম লোকই ছিল। আর এটার কারণ ছিল আমার হৃদয়ে হক্ব আর বাতিলের চলমান লড়াই। আমার দিন কাটছিল হাসপাতালে কাফের রোগীদের খেদমতে এবং রাত অতিবাহিত হচ্ছিল কাফেরদের কোন ডিনারপার্টি বা ক্লাবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রতিটি মূহুর্তে আমার ভিতর এই বিষয়টি কাজ করত যে, আমি এক মিথ্যা ছলনাময় জীবন অতিবাহিত করছি। যে জীবন সম্পুর্ণ উদ্দেশ্যহীন। আমার আশ-পাশের মানুষগুলো এই জীবনের প্রতি শুধু খুশিই নয়। বরং তারা এই জীবনটাকে ভোগ করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে চলছে। তাদের হৃদয়গুলো যেন শূন্য শুষ্ক এক বিরান মরুভূমি। পরিশেষে আমি ইসলামের দিকে ফিরে আসার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মসজিদকে হেদায়াতের প্রথম মঞ্জিল বানালাম।

সে-ই মুহুর্তে আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কাজ ছিল একজন দরদী মুমিন বান্দাকে খুঁজে বের করা। যিনি আমার দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের তীব্র পিপাসা নিবারিত করবেন। কিন্তু নবী করীম সাঃ আমাদেরকে যে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, শেষ যমানায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হবে পথভ্রষ্টকারী আলেমরা। আমার কাছে এদেরকে আমার চেয়ে অধিক দুনিয়ালোভী এবং দ্বীনের বাস্তবতা বঞ্চিত মনে হল। এখানে ব্যর্থ হয়ে আমি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। কিন্তু তাদের শিক্ষা আমার কাছে সবচেয়ে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হল।

এবার আমি সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে সত্য দিলে আল্লাহর দিকে ফিরে এলাম। হে আল্লাহ! আমার অন্তর এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনিই সকল কিছুর খালিক এবং

মালিক। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে এমন জীবনের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন যা আসল অর্থেই জীবন।

চলবে...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৩৯

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২১

বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-১৪-২০১৯

একুশ. বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

শাইখুল ইসলাম। হাফিজুল হাদিস। আবু আব্দুর রহমান বাকি ইবনু মাখলাদ আলআন্দালুসি আলকুরতুবি। তিনি আমাদের হারানো গৌরব স্পেনের ইমাম।

দুইশো হিজরির দিকে জন্ম। প্রথমে আন্দালুসে ইলম অর্জন শুরু করেন। তারপর ইলম অর্জনে জন্য বাহিরে পাড়ি জমান। হারামাইন শরিফাইন, ইরাক, শাম ও মিশরসহ দূর-দূরান্ত সফর করেন। অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর কাছেও এসেছিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে আহমাদ রহ. ততদিনে হাদিস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে অনেক মাসায়েল ও ফাওয়ায়েদ অর্জন করেন।

আন্দালুসে তিনিই সর্বপ্রথম মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা নিয়ে যান। এছাড়াও আরো বেশ কিছু মূল্যবান ইলমী গ্রন্থ তিনি আন্দালুসে নিয়ে যান। তার মাধ্যমে আন্দালুসে হাদিসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) বলেন,

وعني بهذا الشأن عناية لا مزيد عليها، وأدخل جزيرة الأندلس علما جما، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث. اهـ

“হাদিস অধ্যয়নে তিনি এমনই মনোনিবেশ করেন যে, এর চেয়ে বেশি আর সম্ভব নয়। আন্দালুস দ্বীপে তিনি প্রভূত ইলমের সমাগম ঘটান। তার এবং মুহাম্মাদ ইবনু

ওয়াদদাহ এর মাধ্যমেই মূলত উক্ত অঞ্চল হাদিসের ভূমিতে পরিণত হয়।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৭৮

তিনি আফ্রিকায় মালিকি মাযহাবের ইমাম সুহনূন রহ. এর কাছে ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। হাদিস ও ফিকহে ইজতিহাদের দরজায় উন্নীত হন। তাই নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের পাবন্দী করতেন না। সরাসরি কুরআন সুন্নাহ থেকে ফতোয়া দিতেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان إماما مجتهدا صالحا، ربانيا صادقا مخلصا، رأسا في العلم والعمل، عديم المثل، منقطع القرين، يفتي بالأثر، ولا يقلد أحدا. اهـ

"তিনি একজন নেক্কার মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। সাদিক ও মুখলিস আলেমে রব্বানী ছিলেন। ইলম ও আমল উভয় ময়দানের শাহসওয়ার ছিলেন। এমন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার কোন দৃষ্টান্ত মেলা ভার। হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। কারো তাকলিদ করতেন না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তিনি যখন কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দিতে শুরু করেন, তখন আন্দালুসের প্রচলিত আলেমরা তার বিরোধীতায় উঠে-পড়ে লাগে। তাকে বিদআতি এমনকি যিন্দিক আখ্যা দেয়। সুলতানের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। প্রচলিত আলেমদের একমাত্র সম্বল ছিল মালিকি মাযহাব আর ফিকহের কিছু কিতাবাদি। কুরআন-হাদিসের সাথে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি যখন কুরআন হাদিস মতে ফতোয়া দিতে শুরু করেন, সেগুলো অনেক সময় তাদের মাযহাব এবং প্রচলিত মাসআলার বিরুদ্ধে চলে যেতো। ফলে তারা তাকে গোমরাহ ও বিদআতি মনে করতে থাকে। আন্দালুসের তখনকার সুলতান ছিলেন উমাইয়া শাসক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান। তিনি নিজে বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন। ইলমের প্রতি তার মোহব্বাতও ছিল যথেষ্ট। তিনি যাচাই করে দেখলেন যে, প্রচলিত আলেমদের দাবি সত্য নয়। তিনি তাদের দাবি প্রত্যাখান করে দেন এবং বাকি রহ.কে হাদিস ও ইলমের প্রচার প্রসারে উৎসাহ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে আন্দালুস ভূমিতে হাদিসের বিস্তার হতে থাকে। **(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮০-৩৮১)**

♣ গ্রন্থাদি

তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তবে দু'টি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। একটি তাফসিরে কুরআন, আরেকটি হাদিস গ্রন্থ।

ইবনু হাযম রহ. (৪৫৬হি.) তাফসির গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل (تفسير) بقي، لا (تفسير) محمد بن جرير، ولا غيره . اهـ

"একথা অকাট্য সত্য যে, বাকি রহ. এর তাফসিরের সমকক্ষ তাফসির ইসলামে দ্বিতীয়টি লিখা হয়নি। তাফসিরে ইবনে জারিরও না, অন্য কোন তাফসিরও না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তাফসিরে ইবনে জারির ত্বাবারি সম্পর্কে আশাকরি আমরা সকলে কমবেশ জানি। এটি একটি নজীরবিহীন তাফসির। ইবনে হাযম রহ. এর মতে বাকি ইবনু মাখলাদের তাফসিরের মান এরও উর্ধ্বে।

হাদিস গ্রন্থটি মুসনাদে বাকি ইবনু মাখলাদ নামে পরিচিত। এটি মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বলের সমমানের মানের কিতাব। অবশ্য মুসনাদে আহমাদের চেয়ে অতিরিক্ত একটি ফায়েদা এ কিতাবে আছে। তা হলো, তিনি শুধু হাদিস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের অধ্যায় অনুপাতে বিন্যস্ত করেছেন।

ইবনে হাযম রহ. বলেন,

(مسند) بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله. اهـ

"মুসনাদে বাকিতে তেরোশোরও বেশি সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের আবওয়াব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য গ্রন্থটি একই সাথে মুসনাদ ও মুসান্নাফ। তার আগে এই মর্যাদা আর কারো অর্জন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮১

♣ কারামত

তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪হি.) তার একটি কারামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وكان مع ذلك رجلا صلاحا عابدا زاهدا مجاب الدعوة، جاءته امرأة فقالت: إن ابني قد أسرته الإفرنج، وإني لا أنام الليل من شوقي إليه، ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه، فإن رأيت أن تشير على أحد يأخذها لاسعى في فكاكه بثمنها، فليس يقر لي ليل ولا نهار، ولا أجد نوما ولا صبرا ولا قرارا ولا راحة. فقال: نعم انصرفي حتى أنظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل لولدها بالخلاص من أيدي الفرنج، فذهبت المرأة فما كان إلا قليلا حتى جاءت الشيخ وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله .فقال: كيف كان أمرك؟ فقال: إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود، فبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال :لم أزلت القيد من رجليك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به، فجاؤوا بالحداد فأعادوه وأجادوه وشدوا مسماره وأيدوه، ثم قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك، فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم، فقالوا: إنها قد دعت لك وقد استجيب دعاؤها، أطلقوه. فأطلقوني وخفروني حتى وصلت إلى بلاد الإسلام. فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من رجليه، فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له ففرج عنه. اهـ

"(প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার) পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন নেককার, আবেদ, যাহেদ ও মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ব্যক্তি। কুশায়রি রহ. (তার একটি কারামত) উল্লেখ করেছেন যে, একবার এক মহিলা এসে তার কাছে আরজ করল, আমার ছেলেকে ফরাসীরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। ছেলে হারানোর ব্যথায় আমি রাত্রে ঘুমাতে পারছি না। আমার ছোট্ট একটি কুটির আছে। ছেলেকে ছাড়ানোর

জন্য আমি এটি বিক্রি করতে চাচ্ছি। আপনি যদি কাউকে এটি ক্রয় করার পরামর্শ দিতেন, যাতে আমি এর মূল্য নিয়ে ছেলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি- তাহলে অনেক ভাল হত। দিন-রাত কখনোও আমি প্রশান্তি পাচ্ছি না। আমার ঘুম আসে না। আমি সবর করতে পারছি না। আমি স্থির হতে পারছি না। আমার কোন শান্তি নেই।

তিনি উত্তর দিলেন, ঠিক আছে। তুমি যাও। ইনশাআল্লাহ আমি কিছু করতে পারি কি'না দেখি। এরপর শায়খ মাথা নিচু করলেন। ঠোঁট নাড়িয়ে আল্লাহর কাছে ছেলেকে ফরাসীদের হাত থেকে মুক্ত করে দেয়ার দোয়া করতে লাগলেন। মহিলা চলে গেল। অল্প (ক'দিন) পরেই মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে শায়খের কাছে হাজির হল। এসে আরজ করল, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহম করুন! এর কাহিনিটা একটু শুনুন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কাহিনি ঘটলো তোমার?

ছেলে উত্তর দিল, আমি ঐসব বন্দীদের মধ্যে ছিলাম যারা বাদশার খেদমত করতো। আমাদের শিকল পরিয়ে রাখা হত। একদিন (কাজের সময়) আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ পা থেকে আমার শিকল খুলে পড়ে গেল। আমার পেছনে নিযুক্ত সৈন্যটি আমাকে গালি দিয়ে বললো, অ্যাই! শিকল খুলেছিস কেন? আমি উত্তর দিলাম, 'না! আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শিকল এমনি এমনি খোলে গেলে। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি'। তারা শিকলওয়ালাকে ডেকে এনে পুনর্বার শিকল পরালো। ভাল করে লাগাল। পিনগুলো শক্ত করে লাগাল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণে আবার খুলে গেল। তারা আবার লাগাল। আবার খুলে গেল। অবস্থা দেখে তারা তাদের আলেমদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। আলেমরা জানতে চাইল, এর কি মা আছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ! আমার মা আছে'। তারা বলল, তোর মা তোর জন্য দোয়া করেছে এবং দোয়া কবুল হয়েছে। তোমরা একে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পথ খরচও দিয়ে দেয়। এভাবে আমি মুসলিম ভূমিতে পৌঁছে যাই। বাকি রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন্ সময়টাতে তার বেড়ি খুলে পড়েছিল? মিলিয়ে দেখা হল, ঠিক ঐ সময়ে, যখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। তার দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্ত করে দেন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১১/৬৬

♣ দু'টি মুনকার বর্ণনা

অনেকে বাকি রহ. এর ব্যাপারে বলে থাকেন যে, তিনি ভিক্ষুকের বেশে আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন। যাহাবি রহ. এ বর্ণনাকে মুনকার তথা ভিত্তিহীন বলেছেন।

তেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে যে, খিযির আলাইহিস সালামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। এ বর্ণনাকে তিনি আগেরটার চেয়েও বেশি মুনকার বলেছেন। অতএব, বর্ণনা দু'টি ভিত্তিহীন।

♣ জিহাদে বাকি ইবনু মাখলাদ রহ.

যাহাবি রহ. বলেন,

ومن مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله، يقال: شهد سبعين غزوة. اهـ

"তার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, তিনি আল্লাহর রাস্তার একজন বড় মাপের মুজাহিদ ছিলেন। সত্তরেরও বেশি জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮৪

আরো বর্ণনা করেন,

كان بقي يختم القرآن كل ليلة، في ثلاث عشرة ركعة، وكان يصلي بالنهار مائة ركعة، ويصوم الدهر .وكان كثير الجهاد، فاضلا، يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. اهـ

"বাকি রহ. প্রতি রাত্রে তেরো রাকাআতে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন। দিনে একশো রাকাআত নফল পড়তেন। আজীবন রোযা রাখতেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বাহাত্তরটি জিহাদে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮২

আজ যারা আমরা ইলম নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে, সারা দিনে দু'চার রাকাআত নফলেরও সুযোগ মিলে না; সারা মাসেও এক খতম কুরআনের সৌভাগ্যও হয় না;

আর জিহাদের কথা তো বলাই বাহুল্য: তাদের উচিৎ আমাদের পূর্বসূরি ইমামদের জীবনীর দিকে একটু নজর দেয়া। কিভাবে তাদের জীবনে ইলম, ইবাদত, যুহদ ও জিহাদ সবকিছুর সমাহার ঘটেছিল? একটু ফিকির করা উচিৎ। হে আল্লাহ! পূর্বসূরিদের পথে চলার তাওফিক আমাদের দাও।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৯৯২

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২২

মানসূর ইবনুল মু'তামির রহ. (১৩৩ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-১৮-২০১৯

বাইশ. মানসূর ইবনুল মু'তামির রহ. (১৩৩ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। হাদিসের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম। ইব্রাহিম নাখায়ী, শা'বি, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু জুবাইরসহ অসংখ্য হাদিসের ইমামের কাছে হাদিস পড়েছেন। আইয়্যুব আসসাখতিয়ানি, আ'মাশ, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, মা'মার ইবনু রাশিদ, ইব্রাহিম ইবনু আদহাম, ফুজাইল ইবনু ইয়াজ প্রমুখ স্বনামধন্য মুহাদ্দিস তার কাছে হাদিস পড়েছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন,

لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. اهـ

"কূফায় মানসূর রহ. এর চেয়ে বড় কোন হাদিসের হাফেয ছিল না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১২৯

তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিবেশি মহিলার ছেলে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আম্মু! মানসূর সাহেবের বাড়ির ছাদে যে কাঠের খণ্ডটা দেখতাম সেটা তো দেখছি না? মা উত্তর দেন, আসলে এটা কাঠ ছিল না। মানসূর সাহেব নিজেই ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

অর্থাৎ তিনি এমনই একনিষ্ঠ চিত্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, বাহির থেকে দেখলে কোন পিলার দাড়িয়ে আছে মনে হতো।

চল্লিশ বছর যাবত তিনি দিনে রোজা রেখেছেন, রাত্রে ইবাদত করেছেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়দ বিন আলী রহ. যখন বিদ্রোহ করেন, তখন তিনিও বিদ্রোহে শরীক ছিলেন। **১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,**

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، و ابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

"এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ... তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু'তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।"- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

এছাড়া তিনি রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বও পালন করতেন। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال سفيان بن عيينة: كان منصور في الديوان فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس يعني في الرباط. اهـ

"সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় মানসূর রহ.ও লিস্টিভুক্ত ছিলেন। তার পালা যখন আসতো, কাপড় পরিধান করে পাহাড়া দিতে চলে যেতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৩২

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৩০

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৩

ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২৩-২০১৯

তেইশ. ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.)

শাইখুল ইসলাম মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা। **'মুগনি'** প্রণেতা হিসেবে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে মুগনির মতো কিতাব নেই বললেই চলে।

আমরা ইবনু কুদামা রহ. এর শুধু ইলমী যিন্দেগিটাই জানি। কিন্তু তিনিও একজন মুজাহিদ ছিলেন তা আমাদের কল্পনায় আসে না। হাফেয জিয়া উদ্দীন মাকদিসি রহ. বলেন,

سمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه، وكان يرامي العدو. اهـ

"শায়খ বাহা ইবনু কুদামার পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি একজন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনু কুদামা শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন। একবার হাতে আঘাতও পেয়েছেন। তিনি শত্রুর সাথে তীরন্দাজিও করতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/১৫২

বুঝা গেল,

- তিনি বীর ছিলেন।

- জিহাদ করতেন।

- ময়দানে সম্মুখভাগে থাকতেন এবং শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন।

- শত্রুর সাথে তীরন্দাজি করতেন।

- আঘাতও পেয়েছেন।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৭৭

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৪

শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২৭-২০১৯

চব্বিশ. শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

তিনি 'আলমুগনি' প্রণেতা মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.) এর বড় ভাই। তারা মূলত নাবুলুসে ছিলেন। ফরাসিরা তা দখল করে নেয়ার পর হিজরত করে দিমাশকে চলে আসেন। বিশিষ্ট ক্বারী, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। বিশিষ্ট নেককার ও ইবাদাতগুজার বুযুর্গ ছিলেন। মুগনি প্রণেতাকে মূলত তিনিই লালনপালন করেছেন। প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনাকরে অগ্রগণ্য ছিলেন। কোন অন্যায় দেখলেই প্রতিহত করতেন। যখনই কোন জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হতো, বেরিয়ে পড়তেন। এমন খুব কমই হতো যে, কাফেলা জিহাদে রওয়ানা হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।

যাহাবি রহ. বলেন,

كان يكثر الصيام، ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه. اهـ

"অত্যধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। কোনো জানাযার কথা শুনলেই তাতে শরীক হতেন। কেউ অসুস্থ জানতে পারলেই দেখতে যেতেন। কোনো জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হলেই তাতে বেরিয়ে পড়তেন।" -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/৫৯

মুগনি গ্রন্থকার বলেন,

كان قلما يتخلف عن غزاة. اهـ

“এমন খুব কমই হতো যে, কোনো জিহাদি কাফেলা বের হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/৫৯

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫১১১

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৫

উয়াইস আলকারানি

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-৩০-২০১৯

পঁচিশ: উয়াইস আলকারানি আলইয়ামানি

খায়রুত তাবিয়িন। সর্বজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। একজন বুযুর্গ হিসেবে মোটামুটি সকলে তাকে চেনেন। জনসাধারণ বিকৃত উচ্চারণে **'ওয়াস করনি'** নামে চেনে। বিদআতি বক্তারা গজলও গেয়ে থাকে: **'নবীর প্রেমে ওয়াস করনি দন্ত দেয় ফেলে ...।'** অবশ্য দন্ত ফেলে দেয়ার ঘটনা সহীহ নয়। দন্ত কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। নষ্ট করা হারাম।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم -صحيح مسلم، رقم: 6655؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة . بيروت

"সর্বশ্রেষ্ট তাবিয়ি হলো উয়াইস নামে এক ব্যক্তি। তার মা আছে। তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল। তোমরা তার কাছে আবেদন করবে, সে যেন তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে।" –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৫

অন্য হাদিসে এসেছে,

يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل-صحيح مسلم، رقم: 6656؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة . بيروت

“ইসলামের সাহায্যার্থে ইয়ামানের যে মুজাহিদ বাহিনি তোমাদের কাছে আসবে, তাদের সাথে আসবে উয়াইস ইবনু আমের। সে (ইয়ামানের) ‘মুরাদ’ গোত্রের ‘কার্ন’ গোত্রের লোক। তার শ্বেত রোগ ছিল। (দোয়ার বরকতে) তা থেকে সে সুস্থতা লাভ করেছে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকি রয়ে গেছে (যেন তা দেখে অতীত অসুস্থতার কথা মনে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারে)। তার মা আছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারি ও হক আদায়কারী। যদি সে আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে কসম করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার কসম পূর্ণ করবেন। তোমরা যদি তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাতে পার, তাহলে করিয়ে নিয়ো।” –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৬

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অসংখ্য মানুষ তার থেকে দোয়া নিয়েছেন।

হিন্দুস্তান দীর্ঘদিন শীয়াদের দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে এবং হিন্দুস্তানে সুফিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করার কারণে আজ আমরা উয়াইস কারানিকে একজন বুযুর্গ হিসেবেই কেবল জানি। তিনিও যে একজন মুজাহিদ ছিলেন এবং জিহাদ করতে করে যে তিনি শহীদ হয়েছেন এ কথাটি যেন ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু বাস্তবতা এমনই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলে গেছেন, তিনি যদি জিহাদের মতো শ্রেষ্ঠ আমলটি না করেন তাহলে করবে কে? এ আমলটি তো তার জন্যই মানায়। আর যে হাদিসে তাকে শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলা হয়েছে, সেখানে এ কথাটিও আছে যে, তিনি ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনির সাথে আগমন করবেন। আর বাস্তবতাও এমনই হয়েছে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আগমন করলে তিনি খোঁজ নেন যে, তাদের মাঝে উয়াইস নামের কেও আছে কি’না। খোঁজ নিয়ে দেখেন, তিনি তাদের মাঝে আছেন। এরপর তিনি তার কাছে মাগফিরাতের দোয়া চান। আরো অনেকে তার কাছ থেকে দোয়া নেন। পরে তিনি কূফায় চলে যান।

শাহাদাত

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে।

এক বর্ণনা মতে,

إنه غزا أذربيجان، فمات. اهـ

“তিনি আজারবাইযানে জিহাদে যান এবং সেখানেই মারা যান।” –সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৪/৫২২

অন্য বর্ণনা মতে,

ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، ثم عاد في أيام علي - ﷺ، فاستشهد معه بصفين، فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. اهـ

“লোকজন তাকে চিনে ফেলার পর তিনি কোথায় জানি উধাও হয়ে যান। দীর্ঘদিন যাবৎ তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আবার ফিরে আসেন। তার সাথে সিফফিনের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হন। দেখা গেল, তার শরীরে চল্লিশটিরও বেশি জখম ছিল।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৪/৫২৬

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫১৪৭

*****